চন্দ্রহংস।

পুরাকালে ভারত বর্ষের মধ্যে কৌণ্ডিন্য নামক এক নগর ছিল। তথায় শান্তস্বভাব ধর্ম্মপরায়ণ অতিবদান্য দধিমুখ নামে রাজা ছিলেন। রাজা যদিও সৎপথাবলম্বী হইয়া নিরন্তর ধর্ম্ম সাধন ও প্রজাপালনাদিতেই তৎপর ছিলেন। কিন্তু সংসার সারভূত পুত্রমুখাবলোকনে হতাশ হইয়া সংসারের অনিত্যতা দেহ শুদ্ধ দুঃখের কারণ এবং রাজ্য সম্পত্তি সকল সৎপথের কণ্টক স্বরূপ বোধ করিয়া একেবারেই ঔদাস্য অবলম্বন করিলেন। অমাত্যবৃন্দ সহসা রাজার এই রূপ বৈরাগ্যোদয় দেখিয়া নানা প্রকার প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার মন কোন ক্রমেই প্রবোধ মানিল না বরং পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমে ক্রমে অধিকতর কাতর হইতে লাগিল।

আহা কি আশ্চর্য্য! অত্যন্ত দুঃখে পতিত হইলে পরমেশ্বর স্বয়ংই বুঝি তাহার দুঃখ মোচনের উপায় স্বরূপ হয়েন। একদা রাজা নিশীথ কালে না নিদ্রিত না জাগরিত এক প্রকার অবসন্নের ন্যায় বসিয়া আছেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কহিতে লাগিল; "মহারাজ! চিন্তা কি? এত ব্যাকুল হও কেন? আশু তুমি পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে। অসার জনেরাই দুঃখে বিচেতন হয়, তুমি এতাদৃশ ধৈর্য্যশালী হইয়া কি জন্যে যার পর নাই উদ্বিগ্ন হইতেছ? এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মনঃ স্থির কর।"

রাজা অকস্মাৎ এই রূপ অলোক সম্ভূত অনুকূল বাক্য শ্রবণ করিয়া, দিবাকরাচ্ছন্ন মেঘমালা সহসা অপসৃত হইলে লোকে যাদৃশ আনন্দিত হয়, তাহার ন্যায় বিমলানন্দ লাভ করত একান্ত কাতর চিত্তকে সংযত করিয়া মনোমধ্যে উহারই আন্দোলন করিতে করিতে সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পর দিন প্রভাত হইবা মাত্র অনন্যমনা হইয়া দেবার্চ্চন দান ধ্যান প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং রাণীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন; "দেখ গত কল্য রাত্রিতে কে যেন আমাকে কহিতে

লাগিল, 'শীঘ্র তুমি পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিবে' অতএব বোধ হইতেছে এত কালের পর আমার নাম রক্ষা ও বংশ রক্ষা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে; এক্ষণে তুমি সাবধান হইয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে, দেখিও যেন কোন মতে কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও ত্রুটি না হয়।" রাজা এই রূপে আর আর সকলকেও সাবধান করিয়া দিয়া দৈববাক্যে নির্ভর পূর্ব্বক পুত্র লাভাকাঙ্ক্ষী হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কিছু কাল অতীত হইলে রাণী গর্ভবতী হইলেন। প্রফুল্ল সরোরুহ বায়ুহিল্লোলে কম্পিত হইলে স্বীয় প্রকাশমানতাতেও যেরূপ বিশীর্ণভাব অবলম্বন করে, রাজসীমন্তিনীও সেই রূপ গর্ভ্ভো-পচয় পরম্পরা অত্যাশ্চর্য্য লাবণ্য সহকারে বিকল দেহ হইতে লাগিলেন গর্ভভরে মন্থর গতি ও সর্ব্ব শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল শরীরের অলসতা প্রযুক্ত কখন গৃহতলে কখন অলিন্দে ও কখন কখন নিঃশ্রেণি-প্রদেশে অসময়ে অনুপধানে শয়ন করিতে লাগি-লেন। রাজা মহিষীর গর্ভসংবাদ শ্রবণে আনন্দে পুলকিত হইলেন, পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া নিত্য নূতন নূতন শান্তি স্বস্ত্যয়ন ক্রিয়ার আরম্ভ করিলেন এবং রাজ্ঞীর প্রসব

কাল সমাগত দেখিয়া উপযুক্ত লোক জন সকল নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই রূপে সম্পূর্ণ গর্ভ ধারণ করিয়া রাজ্ঞী অপূর্ব্ব এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে নগরবাসিগণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। নরপতি শুভ ক্ষণে পুত্রের মুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিলেন এবং রাজাজ্ঞাতে নগরে নানাবিধ বাদ্যোদ্যম নৃত্য গীত ও অশেষ প্রকার বস্ত্রাভরণ হস্তী ঘোকট প্রভৃতি বিতরণ হইতে লাগিল। দীন দরিদ্র অনাথ প্রভৃতি সমস্ত লোক যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পুরঃসর বালকের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল।

কিন্তু এরূপ মহোৎসব দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইল না, ফলে দুরদৃষ্ট বশতঃ পুত্রজননের পর দিবসেই রাজার মৃত্যু হইল। রাণীও রাজার মৃত্যুতে নিতান্ত কাতর হইয়া তৃতীয় দিবসেই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। হঠাৎ এই নিদারুণ ব্যাপার ঘটাতে পরিজনেরা শোকে অভিভূত ও ভয়ে ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া স্ব স্ব গৃহ কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিল এবং কেহ কেহ কহিতে লাগিল হায়! কি সর্ব্বনাশ ঘটিল! এত কালের পর যদিও রাজার এক সন্তান জন্মিল কিন্তু বোধ হইতেছে ইহা কেবল অলক্ষণের চিহ্ন; ইহা হই-

তেই সমস্ত কুলক্ষয়ের সম্ভাবনা নতুবা জন্মিবামাত্র কেন রাজা ও রাণী উভয়েরই দেহাবসান হইল। পরিজনেরা এই রূপে এক কালে দুঃখ সাগরে মগ্ন হইল। তখন ধাত্রী এই বিষম বিপদ উপস্থিত দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল এক্ষণে এই অপোগণ্ড শিশুর প্রতিপালনের আর অন্য উপায় দেখি না অতএব যে কোন প্রকারে পারি আমিই ইহার প্রতি-পালন করিয়া রাজার নাম রক্ষা ও বংশ রক্ষা করিব। এই রূপ অবধারণ করিয়া অপরিসীম যত্ন ও যৎপরোনাস্তি স্নেহ সহকারে ধাত্রী তাহার লালন পালন করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্ঘটনা একবার ঘটিতে আরম্ভ হইলে তাহার আর সহজে নিষ্কৃতি নাই; কিছু দিনের পর শূলরোগে ধাত্রীরও লোকান্তর প্রাপ্তি হইল।

পরে মাতামহ এই সকল বিষয়ের সংবাদ অবগত হইয়া কুমারকে স্বীয় ভবনে লইয়া গেলেন এবং কুমারের কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্লেশ না হয় এইরূপ নিয়ম সকল নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া ঐকান্তিক যত্ন পুরঃসর তাহার লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে কুমার এক মাস দ্বিমাস ত্রিমাস করিয়া ষষ্ঠ মাসের হইলে মাতামহ তাহার

অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক অত্যন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া চন্দ্রহংস নাম রাখিলেন। নবোদিত আম্র-কিশলয় তরুণাবস্থায় যাদৃশ সুকোমল হয় ও সমৃদ্ধি সহকারে যেরূপ শোভা বৃদ্ধি করে, চন্দ্রহংস ততোধিক সৌকুমার্য্য ধারণ করত উত্তরোত্তর অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুর কামিনীগণ কুমারের এই অসামান্য রূপ লাবণ্য সন্দর্শনে চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়া নানাবিধ পরিহাস প্রয়োগ পূর্ব্বক এই রূপ প্রশংসা করিতে লাগিল, বলিতে লাগিল, "আহা! ইহার কি মনোহর অঙ্গ সৌষ্ঠব কি সুবিমল উজ্জ্বল কান্তি, দেখিলে বোধ হয় যেন চন্দ্রমা স্বীয় কমনীয় কান্তির হীনতা বিবেচনায় লোক ভয়ে উহারি মুখচ্ছলে প্রকাশ পাইয়া আপনার গৌরব রক্ষা করিতেছেন। যাহা হউক এরূপ অনুপম সৌন্দর্য্য ও এপ্রকার অপরূপ রূপমাধুর্য্য আর আমাদের কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ফলতঃ চন্দ্রহংসকে যে যতবার দেখে ততবার তাহার রূপ অভিনব বোধ হয়।" এই রূপে কুমার মাতামহ গৃহে থাকিয়া তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত ক্রীড়া কৌতুকে কাল ক্ষেপ করিলেন।

অনন্তর পঞ্চম বর্ষীয় হইলে মাতামহ কুমারের

বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত এক অশেষ গুণাকর সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং তাঁহাকে পরোক্ষে কহিয়া দিলেন "মহাশয়! এই বালক পিতৃমাতৃহীন আমি বই ইহার অন্য কেহ তত্ত্বাবধারক নাই, অতএব আপনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে ইহার শিক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিবেন।" মাতামহ এই রূপ কহিয়া দিলে শিক্ষকবর তদীয় নিদেশানুসারে চন্দ্রহংসকে আপন বিদ্যামন্দিরে লইয়া গেলেন এবং যথোচিত মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। চন্দ্রহংসও প্রগাঢ় পরিশ্রম সহকারে অল্প কালের মধ্যে শব্দশাস্ত্র সাহিত্যশাস্ত্র পদার্থবিদ্যা রাজনীতি ধর্ম্মনীতি ও অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি সমুদায় বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন।

ক্রমে ক্রমে এরূপ বিদ্যাশিক্ষা ও এপ্রকার প্রগাঢ় জ্ঞানোপার্জ্জন করিলেন যে অন্যান্য প্রধান প্রধান ছাত্রেরা তদীয় বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানক্রিয়ার বিষয় আলোচনা করিয়া সবিস্ময় চিত্তে সমধিক প্রশংসা করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে কুমার যৌবন সীমায় উত্তীর্ণ হইলেন। বাহু যুগলের সহিত আশালতা প্রশস্তা হইতে লাগিল, বক্ষঃস্থলের সহিত বাসনা সুবিস্তীর্ণা হইল এবং সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় বিষয়

প্রবৃত্তি সকল ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ফলতঃ ক্রমে সম্পূর্ণ যৌবন কাল সমাগত হইল।

এক দিবস তিনি কোন সাহিত্যের একটী শ্লোক পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। তাহাতে লিখিত ছিল "যেমন ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন বিভাবরীতে মন্দ মন্দ বারি বর্ষণ ও বজ্র পতনাদি হইতেছে, এমন সময়ে বহুবিধ হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ কোন নিবিড় মহারণ্যে এক বালককে একাকী রাখিয়া আসিলে, তৎকালে তাহার মন যেরূপ কাতর ও যে প্রকার দুঃখিত হয় হীন পথাশ্রয় সুবুদ্ধি ব্যক্তি অধৈর্য্যক্রমে একবার উচ্চ পদের গৌরবাভিলাষী হইয়া অসিদ্ধি দ্বারা অপমানিত হইলে তাহারও অন্তঃকরণ সেই রূপ দুঃখান্বিত হইয়া থাকে," অর্থাৎ তৎকালে তাহার স্বজাতি মণ্ডলী হিংস্র জন্তু স্বরূপ দিঙ্মণ্ডল অন্ধকার স্বরূপ ও তদবস্থা মহারণ্য স্বরূপ বোধ হইয়া থাকে। ফলতঃ বাসনা মাত্রই যে যন্ত্রণাবহ, তাহার সন্দেহ নাই।

চন্দ্রহংস ইহা পাঠ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন; যে নিবিড়ারণ্যের বিষয় মনে হইলে আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুলিত হইতে থাকে ও অনিষ্ট শঙ্কাই যে প্রবল হয় ইহার কারণ কি! বোধ

হয়, অল্পকালের মধ্যে বিপদ সংঘটনই বা হইতে পারে। যাহা হউক এক্ষণে এই অনির্দ্দেশ্য বিষয়ের আলোচনা করিয়া অনর্থক দুঃখ ভোগ করা উচিত নহে। ইহা স্থির করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, অদ্য আর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিব না। শুনিয়াছি, অনতিদূরে গুরুর এক অত্যুত্তম উপবন আছে; আজি কতিপয় সতীর্থ সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়া চিত্তের আনন্দ সম্পাদন করিব। মনোমধ্যে এই রূপ চিন্তা করিয়া তৎকালোচিত আহারাদি ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক অপরাহ্নে বন বিহারার্থে তথায় গমন করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎ ক্ষণে উদ্যান মধ্যে উপনীত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, তরুণ বয়স্ক পরম সুন্দর এক ব্রাহ্মণ কুমার করতলে কপোলবিন্যাস পূর্ব্বক একান্ত বিষণ্ণ মনে মুদ্রিত নয়নে তরুতলে একাকী বসিয়া আছেন। চন্দ্রহংস তাঁহাকে তদবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন আঃ কি আপদ! হতভাগ্যেরা সুখাভিলাষ করিলে দুঃখ বুঝি অগ্রে গিয়া পথাবরোধ করে! যাহা হউক জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক, ইহার অন্তঃকরণ এতাদৃশ দুঃখভারাক্রান্ত হইবার কারণ কি?

ইহা মনে করিয়া এক জন সহচরকে কহিলেন, “ভাই! জিজ্ঞাসা কর দেখি, ইনি একপ করিয়া বসিয়া আছেন কেন, তখন তাঁহার সহচর ব্রাহ্মণ কুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ওহে ব্রাহ্মণতনয়! তুমি একপ হইয়া বসিয়া আছ কেন?” ব্রাহ্মণ কিছুই উত্তর করিলেন না, পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করাতেও বাক্যালাপ করিলেন না। পরে চন্দ্রহংস স্বয়ং তাঁহাকে অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসিলেন “মহাশয়, আপনাকে একপ দুরবস্থাগ্রস্ত দেখিতেছি কেন? বোধ হয়, আপনার কোন মর্ম্মান্তিক দুঃখ ঘটিয়া থাকিবেক; অতএব যদি আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার নিকটে তাহা ব্যক্ত করেন, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সাধ্যানুসারে আপনকার ক্লেশ দূরীকরণের চেষ্টা পাইব; আর যদি সাপক্ষ ভাবেন, আমার নিকট দুঃখের কথা প্রকাশ করিলেও অন্ততঃ আপনার ক্লেশের অনেক লাঘব হইতে পারিবে।”

তখন তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি-কাতর বচনে কহিলেন “ভাই! তোমার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি কোন অসামান্য ব্যক্তি হইবে, তোমার প্রণয়গর্ভ বচনে আমার তাপিত মন শীতল হইল, তুমি এক্ষণে আমার অদ্বিতীয় বন্ধু;

অতএব বিরলে চল, আমার সমুদায় ক্লেশের কথা তোমার নিকটে প্রকাশ করিব।”

অনন্তর ব্রাহ্মণ কুমার চন্দ্রহংসকে এক নির্জ্জন প্রদেশে লইয়া গিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ-লোচনে কহিতে লাগিলেন, “দেখ ভাই! যে ব্যক্তি কখন নির্ম্মল সুকোমল প্রিয়ামুখকমলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার মনোহর নেত্রে প্রণয়ভরে একবার অবলোকিত হয়, অথবা তদীয় মুখবিনির্গত একটী সুমধুর অনুকুল বাক্য একবার শ্রবণ করে; তাহার হৃদয় যে তৎক্ষণাৎ জলের ন্যায় বিগলিত হইয়া যায়, তাহার সন্দেহ নাই। জন্মান্তরে কত অধর্ম্ম করিয়াছিলাম যে এজন্মে মনোমত প্রিয়সমাগম লাভ করিতে পারিলাম না; বিধাতা যে আমার উপর কি পর্য্যন্ত বৈমুখ তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক এক্ষণে ঘটনা সূত্রে তোমার সহিত সমাগম হইয়াছে; বোধ হয়, আমার দুঃসহ যাতনার কথঞ্চিৎ অবসান হইলেও হইতে পারে; অতএব তদ্বিবরণ বলিতে আরম্ভ করি শ্রবণ কর। শুনিয়া থাকিবে, এস্থান হইতে কতিপয় ক্রোশ অন্তরে কৌণ্ডিন্য নামে নগর আছে; কিছু দিন হইল, দেশের মধ্যে অত্যন্ত রাজবিপ্লব উপস্থিত হওয়াতে আমি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ঐ নগরে আসিয়া

সস্ত্রীক তথায় বাস করিয়াছিলাম। তথাকার রাজা অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত, তিনি বাহিরে ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করেন কিন্তু অন্তরে অধার্ম্মিকের একশেষ। একদা সন্ধ্যার প্রাক্-কালে মদীয় ভাবিনী গ্রীষ্ম তাপে সন্তাপিতা হইয়া বায়ু সেবনার্থ ছাদের উপর বসিয়া আছেন এমন সময়ে দুর্ব্বৃত্ত রাজা ঐ স্থান দিয়া গমন করিতে ছিলেন। দৈবাৎ তিনি নয়নপথবর্ত্তিনী হওয়াতে দুশ্চেষ্ট নৃপতি, কুসুমশরাসনের সমাবেশে ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান শূন্য হইয়া আমার প্রণয়িনীকে বল পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া গেলেন। আমি একাকী বিদেশী, তিনি স্বজন-পরিবেষ্টিত দেশাধিপতি, সুতরাং কোন প্রকারে কোন প্রতীকার করিতে পারিলাম না। সে রাত্রি বনা-নলপরিবেষ্টিত ভুজঙ্গের ন্যায় অতিকষ্টে কালযাপন করিলাম; কিন্তু পরদিনাবধি প্রাণপণে প্রিয়ার উদ্ধারের চেষ্টা পাইতে লাগিলাম। যখন দেখিলাম, কোন প্রকারে কোন উপায় হইল না, তখন ভাবিলাম আর গৃহাশ্রমে থাকিব না, যত দূর পারি গমন করিব। অনন্তর গমনক্রমে ক্রমে ক্রমে এই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলাম এবং উত্তম প্রদেশ বোধ করিয়া এই উপবনে আসিয়া উপবেশন করিলাম। কিন্তু উপবনের সৌন্দর্য্য! কি মনের অসহিষ্ণুতা! কি অদৃষ্টের

ফল! সহসা প্রিয়ার সেই রমণীয় আস্যদেশ মনে পড়াতে এক কালে যেন উন্মত্তের ন্যায় হইলাম! বিবেচনা করিলাম, পাগল হইলে কোন লাভ নাই, অবশেষে পরকাল পর্য্যন্তও নষ্ট হইতেপারে। অতএব এই বেলা মনকে সংযত করিতে আরম্ভ করি; কিন্তু কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া না মৃত না জীবিত এক প্রকার হইয়া এই বৃক্ষমূলে বসিয়া আছি; এক্ষণে ভাগ্যোদয়ে তোমার সহিত সমাগম হইয়াছে, যদ্যপি এই দুরপনেয় দুঃখের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পার, তাহা হইলে আজি অবধি আমি তোমার নিকট চিরবাধিত হই।

চন্দ্রহংস বিপ্রতনয়ের এতাদৃশ অনুতাপ ও বিলাপাদি শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ উপদেশচ্ছলে তাঁহাকে বহুবিধ ভর্ৎসনা করিলেন। পরে সমাশ্বাসিত বাক্যে কহিলেন; ভাল, তুমি যে জন্য এত কাতর হইতেছ যদি আমার সমভিব্যাহারে গমন করিতে পার, তাহা হইলে তোমার বিষয়ে যত দূর পারি চেষ্টা দেখিব। আর যদি একান্ত কৃতকার্য্য হইতে না পারি, অন্ততঃ যাহাতে তোমার মনের মালিন্য অনেক দূরীকৃত হয়, এমন কোন বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিব। চন্দ্রহংস

এই রূপে বিপ্রতনয়কে আশ্বাস প্রদান করিয়া তাঁহাকে আত্ম সমভিব্যাহারে গমন করিবার অনুরোধ করিলেন। তদনন্তর বিপ্রকুমার তাঁহার বাক্যে স্বীকৃত হওয়াতে চন্দ্রহংস স্বীয় উপাধ্যায়ের ভবনে লইয়া গিয়া সে দিবস তথায় অবস্থিতি করিলেন। পর দিন গুরুকে কহিলেন, মহাশয়! এক্ষণে আমার যথাকথঞ্চিৎ অধ্যয়ন হইয়াছে; অতএব আপনি অনুমতি করিলে আমি একবার গৃহে গমন করি। আচার্য্য তাঁহার নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া অগত্যা অনুমোদন করিলে চন্দ্রহংস বিপ্রতনয়কে আপন সঙ্গে লইয়া মাতামহাশ্রমে আগমন করিলেন। মাতামহ বহু দিবসের পর বহুযত্নে প্রতিপালিত চন্দ্রহংসের মুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার পরিচয়াদি লইয়াও যথোচিত প্রশংসা করিলেন।

চন্দ্রহংস মাতামহ চরণে প্রণতি পূর্ব্বক ইনি আমার বন্ধু এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কুমারের পরিচয় দিয়া দিলেন। পরে গুরুজনদিগকে একে একে প্রণাম করিয়া শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত এক সুরম্য প্রদেশে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণে শ্রান্তি দূর হইলে স্নান ভোজন ক্রিয়া সমা-

পন পূর্ব্বক উভয়ে বহির্বাটীর এক উৎকৃষ্ট গৃহে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রমনে কৌণ্ডিন্য নগর গমনের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শ স্থির হইলে চন্দ্রহংস কহিলেন যে মাতামহকে এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতে হইবে; নতুবা একেবারে অনভিজ্ঞ রূপে গমন করিলে অবশ্যই কোন না কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই রূপ যুক্তি অবধারিত করিয়া সে দিবস অন্যান্য কথা বার্ত্তায় ক্ষেপণ করিলেন। কিন্তু তৎপর দিন বা তিন চারি দিবসের মধ্যে এমন সুযোগ পাই-লেন না যে মাতামহকে এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। পরে এক দিন নানা দেশ বিদেশের কথা আরম্ভ করিয়া প্রসঙ্গ ক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি বলিতে পারেন, কৌণ্ডিন্য নগর এখান হইতে কত দূর? ও সে দেশের রাজার নাম কি? এবং তাঁহার স্বভাব ও তথাকার রাজনীতি সকলই বা কিরূপ? মাতামহ তাঁহার মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, চন্দ্রহংস কৌণ্ডিন্য নগরের কথা কোথায় শুনিল? বোধ হয়, উহার পিতামাতার কথাও শুনিয়া থাকিবে কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছে তখন আমার সমুদায় বিষয় প্রকাশ করিয়া বলা উচিত। মনে মনে এই

রূপ বিবেচনা করিয়া চন্দ্রহংসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস চন্দ্রহংস! তোমায় কৌণ্ডিন্য নগরের কথা কে কহিল ও তদ্বিষয়ে তোমার এরূপ অনুসন্ধানেরই বা প্রয়োজন কি? চন্দ্রহংস মাতামহের এতাদৃশ পরিতাপ সূচক জিজ্ঞাসা শ্রবণে সাতিশয় সন্দিগ্ধ হইয়া অবনত শিরে কহিলেন, না মহাশয়! এমন কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই; আমার এই বন্ধু কৌণ্ডিন্য নগরে বাস করেন এবং ইনি আমাকে বাটীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত নিতান্ত অনুরোধ করিতেছেন তাই ভাবিলাম যদি একান্তই তথায় গমন করিতে হয়, তবে তথাকার রাজা ও রাজনীতি সকল কিরূপ জানিয়া আসিব। কিন্তু একেবারে অজ্ঞের ন্যায় হইয়া গেলে পশ্চাৎ যদি কোন বিপদে পতিত হই, এই আশঙ্কায় আপনকার নিকট কতিপয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেছি; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক যাহা জানেন বলিয়া দিলে ও সুপ্রসন্ন হইয়া অনুমতি করিলে এক্ষণে তথায় গমন করি।

মাতামহ চন্দ্রহংসের এতাদৃশ আগ্রহাতিশয়ে অগত্যা তদীয় জন্ম বিবরণ অবধি আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পরিশেষে সস্নেহ ভাবে কহিলেন, বৎস চন্দ্রহংস! এক্ষণে তুমি যে বিষয়

জিজ্ঞাসা করিতেছ, তদ্বিবরণ যাহা বিশেষ জ্ঞাত আছি; বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক অবধান কর। শুনিয়াছি, তোমার পিতার মৃত্যুর পর, তাঁহার এক মন্ত্রী চক্রান্ত করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন। তিনি এদিকে যাগ যজ্ঞ দান ধ্যান প্রভৃতি নানা ক্রিয়া কলাপ করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রজাপীড়ন পরধনাপহরণ মাদক সেবন ইত্যাদি সমুদায় কুকর্ম্মই তাঁহার নিত্যব্রত। যাহারা অনুক্ষণ এরূপ কুকর্ম্মাচরণে রত থাকে ও বাহিরে সাধুতা প্রকাশ করিয়া লোকের নিকট ভদ্র বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহারা যে পৃথিবীর কি পর্য্যন্ত অনর্থ কারক তাহা বলিয়া উঠা সহজ নহে। তোমার পিতা যে কি অভিপ্রায়ে এরূপ দুরাচারকে রাজ্যে রাখিয়াছিলেন বলিতে পারি না। বোধ হয়, তাঁহার উদার স্বভাবই এরূপ অনর্থ ঘটনার প্রধান কারণ। ফলতঃ বৎস! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তুমি তথায় গমন করিলে ও মন্ত্রী তোমার বিষয় জানিতে পারিলে অবশ্যই তোমার উপর কোন না কোন অত্যাচার করিবেন; অতএব সম্প্রতি তোমার সে স্থানে গমন করা সুবিচার সিদ্ধ নহে; কিছু দিন বিলম্বে আমিই তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া মন্ত্রীর দর্প দূরীকরণ পূর্ব্বক তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসিব ও

তোমাকে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে কৃতকার্য্য দেখিয়া আপনি সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিন্ত হইব।

চন্দ্রহংস ইহার পূর্ব্বে এই সকল বৃত্তান্ত কিছুই অবগত ছিলেন না; শুদ্ধ মাতামহীর নিকটে তাঁহার শৈশবকালীন পিতৃ মাতৃ বিয়োগের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে মাতৃতাতমুখে এই সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া এক কালে সমধিক হর্ষ বিষাদ সহকারে যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। বিশেষতঃ তাঁহার মন কৌণ্ডিন্য নগর গমনের নিমিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসুক হইয়া উঠিল। তখন তিনি বিনয় বচনে কহিলেন, মহাশয়! আপনকার কোন চিন্তা নাই, আমি এরূপ অলক্ষে তথায় গমন করিব যে অমাত্য আমার বিষয় বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিবেন না; সুতরাং তিনি না জানিতে পারিলে আর আমার উপরে কি প্রকারে অত্যাচার করিবেন?

মাতামহ চন্দ্রহংসের এবম্প্রকার বচন প্রয়োগে তাঁহার গমনাবধারণ নিশ্চয় বুঝিয়া সুমধুর সম্ভাষণে কহিলেন, বৎস! যদি তোমার কৌণ্ডিন্য নগর গমন করা একান্তই আবশ্যক হয়, আমি অনুমতি করিতেছি; এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর। কিন্তু বৎস দেখিও, তুমি বংশের এক মাত্র অবলম্বন, পরিশেষে যেন কোন বিশৃঙ্খলা না ঘটে।

এইরূপে মাতামহ চন্দ্রহংসকে বিস্তারিত রূপে সমুদায় কহিয়া দিলে ও তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্পাদনের নিমিত্ত নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিলে, চন্দ্রহংস কতিপয় দিবসান্তে শুভ দিন অবধারণ করিয়া বিপ্রতনয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া কৌণ্ডিন্য নগরে গমন করিলেন।

চন্দ্রহংস।

দ্বিতীয় সর্গ।

যে রাজ্যে সম্যক্‌জ্ঞান সম্পন্ন রাজা ও প্রকৃত রাজ কর্ম্মোপযোগী বিচারপতি না থাকেন, সে রাজ্যের লোক যে অজস্র দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়, তাহার সন্দেহ নাই। রাজার মৃত্যুর পর মন্ত্রী রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিয়া প্রজাবর্গের উপর একেবারে যথেষ্টাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মন্ত্রীর নাম ধৃষ্টবুদ্ধি; অমাত্য ধৃষ্টবুদ্ধি প্রজাদিগকে কখন রাজ্য হইতে দূরীকরণ করিয়া দেন কখন তাহাদিগের দ্বিগুণতর কর বৃদ্ধি করেন ও কোন সময় তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণেরও চেষ্টা পান।

একদা রজনীযোগে মন্ত্রী স্বকীয় প্রমদাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমধিক হাস্য পরিহাস করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার কোন প্রিয়তমা কামিনী বিষণ্ণবদনে কহিলেন, শুন নাথ! কালি মধ্যাহ্ন কালে আমি প্রিয়সখীর ভবনে যে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম; তাহাতে যৎপরোনাস্তি মনোদুঃখ , পাইয়াছি।

সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কয়েকটী প্রৌঢ়া রমণী একত্র বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছে। অনন্তর নিকটে গিয়া শুনিলাম, তাহারা আপনারি নাম উল্লেখ করিয়া বহুবিধ নিন্দা করিতেছে; অতএব নাথ! সেই অবধি আমার অন্তঃকরণ যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে বলিতে পারি না। যাহাতে শীঘ্র এই অপবাদ দূরীকৃত হইয়া সর্ব্বত্র সুযশঃ ঘোষণা হয়, এমত কোন উপায় উদ্ভাবন করুন; আমরা স্ত্রীজাতি, আপনার সুখে সুখী ও আপনার দুঃখে দুঃখী, আপনার কোন অপযশঃ শুনিলে আমাদিগের অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি দুঃখ উপস্থিত হয়।

অমাত্য প্রিয়তমামুখে আপনার এই অখ্যাতি-বাদ শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি এই নিমিত্ত এত দুঃখিতা হইতেছ? ইহার চিন্তা কি? আমি অবিলম্বে এবিষয়ের কোন বিশিষ্ট প্রতীকার করিয়া তোমার মনের সম্পূর্ণ প্রফুল্লতা সম্পাদন করিব। এক্ষণে তুমি এই সামান্য দুঃখ পরিহার পূর্ব্বক ত্বদীয় মধুরময়ভাবদ্বারা আমার এই প্রণয়াসক্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।

অমাত্য সহধর্ম্মিণীকে এই রূপ কহিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন; রাজ্য করিতে গেলে, এমন অনেকে

অনেক বিপক্ষতার চেষ্টা পায় ও অনেকে অখ্যাতিও করিয়া থাকে; কিন্তু প্রিয়াকে সন্তুষ্ট রাখা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব কি কর্ম্ম করিলে আশু সর্ব্বত্র সুখ্যাতি লাভ হইতে পারে। অনন্তর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশেষে স্থির করিলেন, আগামী পূর্ণিমা অবধি পুরাণ শ্রবণে প্রবৃত্ত হই; তাহা হইলেই সকলের নিকট আমার বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভের সম্ভাবনা। অন্তঃকরণ মধ্যে এই রূপ সংকল্প করিয়া পৌর্ণমাসীর কয়েক দিবস থাকিতে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী সকলকে ডাকিয়া এই বিষয়ের ভারার্পণ করিলেন। কর্ম্মচারীরা মন্ত্রীর আদেশানুসারে সাবধান পূর্ব্বক সমুদায় বিষয়ের আয়োজন করিতে লাগিল; সমস্ত আয়োজিত হইলে মন্ত্রী যথা বিধানে পুরাণ শ্রবণে প্রবৃত্ত হইলেন।

পুরবাসিগণ মন্ত্রীর এই রূপ পুরাণ শ্রবণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, কেহ শ্রবণমানসে ও কেহ বা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া প্রতিদিন সভামণ্ডপে সমাগত হইতে লাগিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে মন্ত্রীর এইবিষয় সর্ব্বত্র সংঘোষিত হইলে নগরবাসী সমস্ত লোক এতদুপলক্ষে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা কল্পনা করিতে লাগিল। বাস্তবিক মন্ত্রীর সহসা এই রূপ সদাচরণ ও এপ্রকার প্রগাঢ় ধর্ম্ম নিষ্ঠা দেখিয়া সকলেই সশঙ্ক

হইয়া উঠিল ও সকলেই স্ব স্ব বিষয়াদি রক্ষণে সাতিশয় যত্নশীল হইতে লাগিল।

অমাত্য এই রূপে মহা সমারোহে প্রতিদিন পুরাণ শ্রবণ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বহুবিধ ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করত ক্রমে ক্রমে লোকের নিকট স্বকীয় মায়া-জাল বিস্তার করিতে লাগিলেন।

এদিকে চন্দ্রহংস কতিপয় দিবসের পর বিপ্রতনয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত নানাবিধ উপায় দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, কোনক্রমেই কোন সদুপায় স্থির করিতে পারিলেন না। কেবল প্রতিদিন সর্ব্বদা নানাবিধ অনর্থ চিন্তায় ক্রমে ক্রমে সাতিশয় দুর্ব্বল ও যৎপরোনাস্তি উত্ত্যক্ত হইতে লাগিলেন। এই রূপে বহুদিন অতীত হইল; পরিশেষে দৈবাৎ একদিবস কয়েকটী বৃদ্ধলোকের পরস্পর কথোপকথন উপলক্ষে শ্রবণ করিলেন যে মন্ত্রী অনন্যমনা হইয়া প্রত্যহ পুরাণ শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

চন্দ্রহংস এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আমি এ পর্য্যন্ত যে জন্য এত কষ্ট ও এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি; যদি এই সুযোগে ইহার

কোন উপায় করিতে পারি; তাহা হইলেও এক্ষণে পরম সৌভাগ্য বোধ করিতে হইবেক। বিশেষতঃ আমার পিতার কিপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও তাঁহার চিরসেবিত অট্টালিকাদিই বা কিরূপ; ইহা আমার জ্ঞানোদয় অবধি কখনই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতএব যদি এত দূর পর্য্যন্ত সুবিধা ঘটিয়া উঠিয়াছে; তবে ইহাতে আর কোন ক্রমেই উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে; এই সময়ে অবশ্যই তথায় গমন করা উচিত। মনে মনে এই রূপ পর্য্যালোচনা করিয়া একদিন অতিপ্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিপ্রনন্দনকে সমভিব্যাহারে লইয়া অমাত্য গৃহীত নিজালয়ে গমন করিলেন।

অনন্তর প্রভাত কাল অতীত না হইতে হইতেই পুরমধ্যে উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে অগণ্য-প্রাসাদ শ্রেণী মনোহর শোভায় শোভিত হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে স্বর্ণবেদী ও রত্নমন্দির। মধ্যে মধ্যে শ্বেতরক্তাদি বর্ণের অত্যুচ্চ স্তম্ভ সকল সংস্থাপিত আছে। কোন স্থানে প্রদীপ্ত-হীরক খণ্ড স্বীয় প্রভামণ্ডল দ্বারা গৃহদ্বার সকল আলোকময় করিয়াছে। কোন স্থানে সমুজ্জ্বল-মুক্তাবলী চন্দ্রাবলীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। স্থানে স্থানে চন্দ্রকান্ত সূর্য্য-কান্তপ্রভৃতি মণি সকল এরূপ কমনীয় কান্তি ধারণ

করিয়াছে যে সহসা দৃষ্টি করিলে নিয়ত মলিনান্তঃকরণ দীনজনেরও চিত্ত একবার উল্লাসিত হয়।

গৃহমধ্যে পিঞ্জরবদ্ধ-বিহঙ্গমকুলের সমাকুল কলধ্বনিতে, উপবনস্থিত-জন্তুগণের চমৎকার চীৎকার স্বনেতে, এবং নগররক্ষক দ্বাররক্ষক প্রভৃতি মল্লগণের বিবিধ কোলাহল শব্দেতে, পুরপ্রদেশ এককালে সমারোহময় হইয়াছে এবং সমুদায় নগর নানাবিধ বাদ্যধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া পুরবাসিগণের অপরিসীম আনন্দ সম্পাদন করিতেছে।

চন্দ্রহংস, এই সমুদায় অবলোকন ও এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন; আমার পিতার কি অতুল ঐশ্বর্য্য, কি রমণীয় পুরী, মহামূল্য রত্নরাশির কি চমৎকার সৌন্দর্য্য, এরূপ বিভব ও এরূপ সৌন্দর্য্য ত কখন দৃষ্ট হয় নাই; আমি অতি হতভাগ্য, তাই পিতার এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। অন্তঃকরণ মধ্যে এই সমস্ত চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সভামণ্ডপে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং যে স্থানে মন্ত্রী স্বকীয় পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, তাহার এক পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কিয়ৎক্ষণে পাঠ নিবৃত্তি ও সভাভঙ্গ

হইলে উভয়ে স্বীয় বাসস্থানে আগমন করিয়া স্নান-ভোজন সমাপন পূর্ব্বক সে দিবস ঐ সকল বিষয়েরি কথোপকথনে ক্ষেপণ করিলেন। পরদিন প্রভাত সময়ে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার মন্ত্রীর আবাসে গমন করিলেন। এইরূপে স্বীয় অভিসন্ধি সাধনমানসে প্রতিদিন যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

সভ্যজনেরা প্রত্যহ সভামধ্যে নিরুপম সৌন্দর্য্যা-ধার এক কুমারের সমাগম দেখিয়া সবিস্ময়চিত্তে নানাবিধ বিতর্ক করত মোহিত হইয়া সকলেই তদব-লোকনে সমুৎসুকচিত্ত হইল।

এক দিবস চন্দ্রহংস, যেমন সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছেন, একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! দেখিতেছেন কি? দ্বিতীয় চন্দ্রতুল্য এই যে কুমারটী সভামধ্যে আগমন করিতেছে, আমি ইহাকে আর এক বার এই সভায় দৃষ্টি গোচর করিয়াছিলাম। সম্প্রতি গণনা করিয়া দেখিলাম, কিছু কালের পর, এই বালকই রাজ্যের অধিপতি হইবে। এক্ষণে আপনি ইহাকে বিনষ্ট করিতে অনেক চেষ্টা পাইবেন বটে, কিন্তু ইহার কোন ক্রমেই বিনাশ নাই; জলে অনলে বা অস্ত্রাঘাতে কিছুতেই ইহার মৃত্যু হইবে না।

তরঙ্গ-সঙ্কুল-ভীষণ-মহাসমুদ্রে নিমগ্নকালে লোকের অন্তঃকরণ যাদৃশ আকুলিত হয়, অকস্মাৎ দৈবজ্ঞ মুখে আপনার এই অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীর চিত্তও সেইরূপ দুঃখিত হইল।

জ্যোতির্জ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! এই বালক কে? কাহার নন্দন? কোথা হইতেই বা প্রত্যহ এই জনসমাকীর্ণ সভামণ্ডপে আগমন করে? অমাত্যের এই আগ্রহ পরিপূর্ণ জিজ্ঞাসা শুনিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্ কহিলেন, মহারাজ! আপনি রাজ্যেশ্বর, এবিষয়ে আমাদিগের সহকারিতায় কোন প্রয়োজন নাই; আপনিই ইহার পরিচয় গ্রহণ করুন; তাহা হইলে সবিশেষ সমুদায় অবগত হইতে পারিবেন। ফলতঃ মহারাজ! মনুষ্যের বিপদ সম্ভাবনা দেখিলে অবশ্যই সাবধান করিতে হয়, এই নিমিত্ত আমি আপনাকে পূর্ব্বে সাবধান করিলাম; নতুবা একের বিপদ উদ্ধারের নিমিত্ত অন্যের প্রতি অবৈধাচরণ করা কোন ক্রমেই সুবিচার সিদ্ধ নহে; আর বিপৎপাতের অবশ্যম্ভাবিতা দেখিয়া যে প্রতীকার চেষ্টা না করা ইহাও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উপযুক্ত কর্ম্ম নয়।

জ্যোতির্ব্বিদ্ এই সকল কথা বলিতে বলিতে চন্দ্রহংস ক্রমে মন্ত্রীর সমীপবর্ত্তী হইয়া সভাসনে

উপবিষ্ট হইলেন। অমাত্য তাঁহাকে আত্মসমীপস্থ দেখিয়া সুমধুর সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সর্ব্ব-গুণাকর ভুবনসুন্দর কুমার! তুমি রাজতনয়? কি গন্ধর্ব্বতনয়? অথবা কোন দিব্যলোক নিবাসী, লোক মোহনার্থে তথা হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ? এই বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস! তোমার লোকাতীত রূপমাধুরী দর্শনে চমৎকৃত ও মোহিত হইয়া আমি তোমার নাম ধাম ও জাতি কুল প্রভৃতির বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত একান্ত সমুৎসুক হইয়াছি; অতএব যদ্যপি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তৎসমুদায় বর্ণন করিয়া আমার এই কৌতুকাবেশ দূরীকরণ কর, তাহা হইলে আমি তোমার নিকট একান্ত উপকৃত ও নিতান্ত অনুগৃহীত হই।

অমাত্যের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রহংস হতবুদ্ধি ও স্তব্ধপ্রায় হইয়া, চিত্রার্পিতের ন্যায় তাঁহার দিকে অনেক ক্ষণ এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; বহুক্ষণের পর যথোচিত ভয় সহকারে অতি কষ্টে এই-মাত্র কহিলেন, মহারাজ! এই সামান্য জনের অকিঞ্চিৎ-কর পরিচয় লইয়া ভবাদৃশ ব্যক্তির কি উপকার দর্শিবে? এই বলিয়াই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর কতক ক্ষণের পর অন্তঃকরণ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে বিনয়

পূর্ব্বক কহিলেন, নরেন্দ্র! জিজ্ঞাসিত হইলে পরিচয় প্রদান করা অবশ্যই বিধেয়, বিশেষতঃ আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনার এ জিজ্ঞাসাও মাদৃশ জনের পক্ষে সৌভাগ্য সূচক বলিতে হইবে। কিন্তু মহারাজ! আমি অতি অভাজন ও হতভাগ্য; লোকে নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ ও উপরোধ অনুরোধ করিলেও কোন মতে পরিচয় দিব না বলিয়া পূর্ব্বাবধি সংকল্প করিয়া রাখিয়াছি; অতএব আপনি এই যৎসামান্য ব্যক্তির পরিচয় গ্রহণ না করিয়া এবিষয়ে ক্ষান্ত থাকিলেই আমি চরিতার্থ হই।

চন্দ্রহংসের এই উত্তর শ্রবণে তদীয় মনোগত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া অমাত্য তাঁহার ভয় ভঞ্জনের নিমিত্ত নানাবিধ বচন চাতুরী প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু চন্দ্রহংস তাহার কোন উত্তর প্রত্যুত্তর না করিয়া একান্ত ভয়াকুলিত মানসে মনে মনে কত বিতর্ক, কত সন্দেহ ও কত প্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন; ভাবিতে লাগিলেন, অমাত্য বুঝি অনুসন্ধান দ্বারা আমার এই দুরভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছেন ও তজ্জন্য আমাকে নিতান্ত অপরাধী বোধ করিয়া আমার সমুচিত শাস্তি প্রদানের উদ্যোগ করিয়াছেন; অথবা আমার আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও

শুদ্ধ সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত এই রূপ কহিতেছেন। কিন্তু যদি মন্ত্রী আমার সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া থাকেন, ও কেবল সন্দেহ দূরীকরণের নিমিত্ত এইরূপ কহিয়া থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয়, এযাত্রা আমার এ স্থান হইতে পরিত্রাণের সম্ভাবনা নাই; অতএব এক্ষণে কি করি, কি অবলম্বনেই বা এবিপদ হইতে রক্ষা পাই।

এই সমস্ত চিন্তা করিতে করিতে, চন্দ্রহংস এমনি অস্থির ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া উঠিলেন যে মন্ত্রীকে না বলিয়াই তথা হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কপটতার অসাধ্য কি আছে? মন্ত্রী তাঁহাকে এইরূপ চিন্তাকুল ও অস্থির হৃদয় দেখিয়া, কাল্পনিক স্নেহ প্রকাশ পুর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার চিন্তা কি? তুমি সচ্ছন্দে আমার নিকটে পরিচয় দেও। তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার অন্তঃকরণে যে রূপ প্রগাঢ় স্নেহের সঞ্চার হইয়াছে; বোধ হয়, স্বহস্তপালিত আপন পুত্রকে দেখিলেও লোকের এরূপ স্নেহোদয় হয় না। ফলতঃ বৎস! যদি তুমি আমার নিকটে এক্ষণে সচ্ছন্দে পরিচয় প্রদান কর; তাহা হইলে উত্তরকালে তোমার পক্ষে যে কি পর্য্যন্ত শুভ ফল লাভ হইবে বলিতে পারি না।

চন্দ্রহংস মনে মনে নিশ্চয় অবধারণ করিয়াছিলেন, যে মন্ত্রী যত অনুরোধ করুন না কেন, কোনমতেই পরিচয় প্রদান করিবেন না। কিন্তু মন্ত্রী কর্ত্তৃক এই রূপ বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়া, পরিশেষে এই বলিয়া উত্তর করিলেন, মহারাজ! আমি পূর্ব্বে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা এখন কিরূপে খণ্ডন করিতে পারি; তবে আপনকার নিকট শুদ্ধ এই মাত্র বলিতে পারি, যে আমার নিবাস সম্প্রতি আপনারি অধিকার ভুক্ত।

তাঁহার এই বচন কৌশলে মন্ত্রীর অনায়াসেই উপলব্ধি হইল, যে এই বালক এই রাজ্যের অবশ্য কোন রাজবংশোদ্ভব হইবে। কিন্তু মন্ত্রী, চন্দ্রহংসের সমীপে সে সকল কথার কোন প্রসঙ্গ না করিয়া সাতিশয় রোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহাকে এই অনুমতি করিলেন, দুরাত্মন্! তুমি আমাকে অনাত্মীয় বোধ করিয়া, আমার কথায় অনাদর প্রকাশ করিলে, আমি অনুমতি করিতেছি; আমার সম্মতি ব্যতিরেকে তুমি এস্থান হইতে কদাচ গমন করিতে পারিবে না। অতএব এক্ষণে যাও ঐ শিলানির্ম্মিত মণিগৃহে গিয়া অবস্থিতি কর।

অমাত্য এই আদেশ প্রদান করিয়া একজন পুররক্ষকের সহিত তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করিলেন। চন্দ্রহংসও নিতান্ত সহায়হীন ও

বান্ধববিহীন হইয়া অগত্যা সেই স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিলেন।

বিপ্রতনয় চন্দ্রহংসের এই অসম্ভাবিত দুর্ঘটনা উপস্থিত দেখিয়া বিষণ্নবদনে ও দীন নয়নে রোদন করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং তদীয় উদ্ধার সাধনের কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া, দৈবানুকূলতায় নির্ভর পূর্ব্বক আশালতা মাত্র অবলম্বন করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে অমাত্য সভা ভঙ্গান্তে সমাগত আত্মীয় বন্ধুদিগকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ পুরঃসর বিদায় করিয়া দিয়া, মনে মনে ঐ বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে পুরচারিণী বর্গের সহিত অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পরিচারিণীদিগের প্রতি চন্দ্রহংসের তত্ত্বাবধারণের ভার অর্পণ পূর্ব্বক ভোজনান্তে এক নিভৃত দেশে বসিয়া একাগ্র চিত্তে ঐ বিষয়েরি আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই বালক কে, কি অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করে এবং কি উপায়েই বা আপনার এই আসন্ন বিপদের প্রতীকার সাধন করিবেন; ইহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া উত্তরোত্তর যৎপরোনাস্তি কাতর ও অস্থির হইতে লাগিলেন। এবং তদবধি নিরন্তর ঐ অনুধ্যান ও ঐ অনুসন্ধানেই অবহিত রহিলেন।

এইরূপে কিছু দিন অতীত হইলে, পরিশেষে মন্ত্রী অনেক অনুসন্ধান দ্বারা চন্দ্রহংসের সমুদায় বিবরণ অবগত হইলেন। এবং তখন মনে মনে নিশ্চয় অবধারণ করিলেন যে রাজার মৃত্যুর অচিরকাল পূর্ব্বে যৎকালে আমি চম্পা নগরীতে গমন করিয়াছিলাম; সেই সময়ে নিঃসন্দেহ রাজার এই সন্তান জন্মিয়াছিল, এবং এই সন্তান কোন আত্মীয়কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়াই পরিশেষে ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, ইহাকে বিনষ্ট করিতে না পারিলে, আর আমার কোন ক্রমে নিস্তার নাই; এই সময়ে কোন কার্য্যান্তর ব্যপদেশে অবশ্য ইহার নিধন সাধন করিতে হইবে। বালক বলিয়া ইহাকে সামান্য ব্যক্তি জ্ঞান করা উচিত নহে; বিশ্রম্ভ আলাপ দ্বারা অগ্রে আমার প্রতি ইহার বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মাইতে হইবেক এবং একবার প্রত্যয় জন্মাইতে পারিলে, অবশেষে যে কোন উপায়ে হউক কৃতকার্য্য হওয়া যাইবেক।

এই প্রকার কল্পনায় নির্ভর করিয়া, একদা প্রদোষ সময়ে মন্ত্রী চন্দ্রহংসের আবাস গৃহে গমন করিলেন। গৃহে প্রবেশিয়া দেখিলেন, চন্দ্রহংস,মেঘাবৃত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় নিতান্ত মলিনমূর্ত্তি ও সাতিশয় শীর্ণদেহ হইয়াও গৃহতল উজ্জ্বল করিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ান আছেন। মন্ত্রী,

দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আহা! ইহার কি অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অভুত-পূর্ব্ব-মধুরময় আকৃতি! কি স্নেহময় ভাব! ইহাকে দর্শন করিলে নির্দ্দয় ব্যক্তির প্রতিকূল অন্তঃকরণও সুপ্রসন্ন হয়। আমি ইহার প্রতি পূর্ব্বে যে কাল্পনিক স্নেহভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে তাহা যথার্থই হইয়া উঠিল। আহা! এরূপ অসমুদ্রসম্ভূত-মহারত্নকে কি বলিয়া সংহার করিব! কি বলিয়াই বা ইহাকে অতি দুর্ভেদ্য প্রবঞ্চনাপাশে নিবদ্ধ করিব! আমি কি এজন্মে বিরলে বসিয়া কেবল অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে আসিয়াছিলাম! আমি ইহাকে বিনষ্ট করিতে পারিব না।

অমাত্য, মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে হিংসা, যেন পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার অন্তঃকরণকে আক্রমণ করিল; তখন তাঁহার নিশ্চয় উপলব্ধি হইল, হা! আমি কি করিতেছি, এক জন সামান্য বালকের নিধন সাধনে উপেক্ষা করিয়া আমার অতুল সুখ সম্ভোগে জলাঞ্জলি প্রদান করিতেছি; বিষ-বৃক্ষ বাল্যকালে পরম সুদৃশ্য হয় বলিয়া, তাহাকে কে না সংহার করে? কর তল স্থিত মহামুল্য মণি কে পরিত্যাগ করিয়া থাকে?। ফলতঃ এ বিষয়ে আমার আর ক্ষণমাত্র কাল বিলম্ব করা হইবে না, আশু যাহাতে

ইহার সমুচিত প্রতীকার হয়; তাহার উপায় দেখিতে হইবেক। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া চন্দ্রহংসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কুমার! তোমাকে এরূপ বিবর্ণ ও শীর্ণ কলেবর দেখিতেছি কেন? আমি সরোষ অপ্রযোজ্য বাক্যে অনুযোগ করিয়াছি বলিয়া, কি তোমার অভিমান জন্মিয়াছে? না আমার তৎকালীয় সামান্য চিত্ত বিকার উপলক্ষে কোন বিরুদ্ধভাব বোধ করিয়াছ?।

চন্দ্রহংস, অমাত্যকে সহসা সম্মুখীন ও এই প্রকার জিজ্ঞাসা পরায়ণ দেখিয়া, সসম্ভ্রমে তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন, এবং কহিলেন, মহারাজ! আপনার প্রতি আমার অনর্থ অভিমান জন্মিবার কারণ কি? অথবা আমার উপর মহারাজের কোন বিরুদ্ধভাব ঘটিবার সম্ভাবনা কি?।

অমাত্য তাঁহার এই বিনয়গর্ভ বাক্যে স্বীয় মনোরথ সিদ্ধির কথঞ্চিৎ আনুকূল্য বোধ করিয়া, তাঁহার গাত্রে বারম্বার হস্ত নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আহা কুমার! আজি অবধি তুমি আমার পরম প্রিয় পাত্র হইলে। তুমি সর্ব্বদা আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবে। আমি যখন যে স্থানে গমন করিব; তুমি আমার সমভিব্যাহারে যাইবে। ফলতঃ কোন

অপ্রতিহত প্রতিবন্ধক ব্যতিরেকে এক নিমেষও আমি তোমাকে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিতে পারিব না।

মন্ত্রীর এই সকল বিচেষ্টসাধনবাক্যে সবিশেষ মনোযোগ না করিয়া চন্দ্রহংস, বিনয়বচনে বারম্বার তাঁহার নিকটে এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন মহারাজ! আমাকে একবার পরিত্যাগ করুন, আমি অবিলম্বে আসিব বলিয়া আমার পরম প্রণয়াস্পদ বন্ধুর নিকট হইতে অনেক দিন আসিয়াছি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি; আমাকে একবার ছাড়িয়া দিন্।

তাঁহার পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণে মনে মনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া অমাত্য উত্তর করিলেন, বৎস! আমার বোধ হইতেছে যে তোমার বন্ধু তোমার নিমিত্ত নিতান্ত চিন্তাকুল বা উদ্বিগ্ন হয়েন নাই; তাহা হইলে এতদিন অবশ্য তোমার অন্বেষণ ও অনুসন্ধান করিতেন। তবে তোমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণের প্রয়োজন কি?।

মন্ত্রীর এইপ্রকার প্রবঞ্চনাবাক্যে কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া, চন্দ্রহংস পূর্ব্বের মত তাঁহার নিকটে ঐ বিষয়েরি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যত বার ঐরূপ প্রার্থনা করেন; মন্ত্রী তত বার তাঁহার প্রবৃত্তির প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন; তথাপি তিনি

স্বাবলম্বিত প্রার্থনা পরিত্যাগ বিষয়ে কোনমতেই নিবৃত্ত হইলেন না। চন্দ্রহংসকে অবলম্বিত প্রার্থনা পরিত্যাগে অসম্মত ও আপনাকে বিফলচেষ্ট দেখিয়া মন্ত্রীর ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। কলেবর কম্পিত ও নেত্রদ্বয় আরক্ত হইয়া আসিল; কহিতে লাগিলেন, কৃতঘ্ন! আমি এখনি তোমাকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারি, এখনি তোমার মস্তক ছেদন করিতে পারি; কোমল পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া বুঝি তোমার গাত্র বেদনা হইয়াছে, অবিরত উপাদেয় সামগ্রী ভোজন ও সর্ব্বদা অকৃত্রিম স্নেহপ্রকাশ করাতে বুঝি বৈরক্তি জন্মিয়াছে, আমি এখনি তোমায় যথোচিত অবমানিত করিব, এখনি তোমার সমুদায় অহঙ্কার দূরীকৃত করিব।

অমাত্যের এবম্প্রকার বিষম তিরস্কার বাক্যে চন্দ্রহংসের অন্তঃকরণ এককালে দুঃখে পরিপূর্ণ হইল, উচ্চৈঃস্বরে রোদন পরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় দুই চক্ষে অবিরত অশ্রু জল বিগলিত হইতে লাগিল। দুঃখাবেগে কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। নেত্র দ্বয় হইতে এমনি অশ্রু পতন হইতে লাগিল যে আর দেখিতে পান না। কণ্ঠ এমনি অবরুদ্ধ হইল যে আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় না। অনন্তর ক্ষণ কালের পর, কিঞ্চিৎ

সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া, দুই হস্তে নেত্রজল মোচন করিতে করিতে কহিলেন, মহারাজ! ক্ষুদ্রজনের আবার শরীর কি? তাহাদের আবার মন কি? তাহাদের দুঃখ দুঃখই নয়, তাহাদের মন মনই নয়, তাহাদিগকে এক প্রকার অচেতন জড় পদার্থ বলিলেও বলা যায়। আপনি আমাকে যখন যাহা অনুমতি করিবেন, আমি তাহাই প্রতিপালন করিব। আমার প্রতি যখন যে রূপ ব্যবহার করিবেন, আমি অকাতরমনে তাহাই সহ্য করিব। কিন্তু মহারাজ! উচ্চপদাসন্ন অতিপ্রধান ব্যক্তি-দিগের নিকট হীনপদ ব্যক্তির মনোরথ যদি পদে পদে পরাভূত হইয়াই রহিল; তাহা হইলে মনুষ্যজাতিকে মহৎ বলিবার আর প্রয়োজন কি?।

চন্দ্রহংসের এতাদৃশ আত্যন্তিক দুঃখ প্রকাশে মন্ত্রীর হিংসাকবলিত অন্তঃকরণেও কথঞ্চিৎ দয়ার স-ঞ্চার হইল; তখন এই বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন কুমার! তুমি আমার গর্হিতবচনে সমধিক দুঃখিত হইতে পার, যথার্থ বটে; কিন্তু তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি প্রথমাবধি নিরবচ্ছিন্ন তোমার মঙ্গলচিন্তা ভিন্ন অন্যচিন্তা করি নাই, সদভিপ্রায় ভিন্ন কখন অসদভিপ্রায় প্রকাশ করি নাই; তথাপি যে সর্ব্বদা এরূপ বিরুদ্ধ ভাব ঘটিতেছে; ইহা কেবল তোমারি

নিতান্ত অসঙ্গত ব্যবহার বশতঃ বলিতে হইবেক। যাহা হউক, বৎস! তুমি এখনও আমার মনোগত অভিপ্রায় সুস্পষ্ট রূপে অবগত হও নাই; এই নিমিত্তই এত কুতর্ক ও এত সন্দেহ করিতেছ; জানিতে পারিলে কখন এরূপ করিতে না। ফলতঃ সম্প্রতি আর তোমার অনর্থ দুঃখ প্রকাশের প্রয়োজন নাই। অবিলম্বেই আমার মনোগত অভিপ্রায় জানিতে পারিবে, তাহা হইলেই এককালে তোমার সমুদায় দুঃখের অবসান হইবে সন্দেহ নাই। এই রূপে নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া আসিল। অমাত্য তাঁহাকে বহুবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া, অনেক ক্ষণ তাঁহার নিকটে থাকিয়া আপন অবস্থান মন্দিরে গমন করিলেন, এবংপ্রাত্যহিক নিয়মানুসারে তৎকালীয় সমুদায় ব্যাপার সমাধান পূর্ব্বক শয়নাগারে গিয়া শয়ন করিলেন।

চন্দ্রহংস মন্ত্রী হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত এপর্য্যন্ত একান্তমনে যে যত্ন করিতেছিলেন; প্রার্থনাভঙ্গ ও মন্ত্রীর এই ক্রোধাদি দর্শনে এক্ষণে তাহাতে হতাশ হইয়া স্বীয় জীবন রক্ষাবিষয়েও সম্পূর্ণ নৈরাশ্য প্রাপ্ত হইলেন। এবং ভাবিশুভাশুভ ঘটনা মনুষ্যদিগের মনে স্বয়ং আসিয়াই আবির্ভূত হয় বলিয়া হউক, অথবা আশঙ্কা প্রযুক্তই হউক, সে রাত্রি

চঞ্চল চিত্তকে আর নিবারণ করিতে পারিলেন না। শরসঙ্কিত-হরিণশিশুর ন্যায় গৃহমধ্যে অস্থিরপ্রায় হইতে লাগিলেন। গবাক্ষদ্বারাগত চন্দ্রকিরণানুসারে চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে বোধ হইল, রাশীকৃত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া কে যেন তাঁহাকে দগ্ধ করিতে আসিতেছে। তথা হইতে তিমিরাবৃত স্থানে নেত্রক্ষেপ করাতে জ্ঞান হইল, যেন কয়েক জন বীরপুরুষ, তদীয় সংহার মানসে দৌড়িয়া আসিতেছে। প্রথমে শয্যাতে শয়ন করিয়াই বোধ হইল, যেন গাত্রে কণ্টক বিদ্ধ হইতেছে। এই রূপে ক্রমে রজনী অবসান ও দিবাকর উদিত হইল।

চন্দ্রহংস, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে মন্ত্রী আসিয়া কহিলেন, প্রিয়তম! এস, আমার আবাস গৃহে আসিয়া অবস্থিতি কর। এই বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া, উত্তম এক পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া কহিতে লাগিলেন, কুমার! আমার স্বর্ণকামিনী নাম্নী পরমাসুন্দরী এক কন্যা আছে; তুমি আমার সেই স্বর্ণকামিনীর সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র। বিশেষতঃ তোমার এই ভুবনমোহন সৌন্দর্য্যে আমার মন মোহিত হইয়াছে। অমাত্য চন্দ্রহংসের

প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক এই সকল কথা বলিতে বলিতে এক এক বার তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন যথার্থই তাঁহার এই বিষয়টী সংঘটন হইবে। কিন্তু তাহাতে রাজ্যনাশ ও সহসা সম্পূর্ণ অপমানের ভয় আছে; সুতরাং সে মনোবৃত্তি এক্ষণে আর কি রূপে বলবতী হইতে পারে? চন্দ্রহংস এত দিনের পর যে অপরিচ্ছিন্নরূপে বিপথগামী হইবেন, অনুষ্ঠিত প্রসঙ্গই তাহার নিদান ভূত হইল। অমাত্য বলিলেন, বৎস! আমার নিতান্ত অভিলাষ, যে তুমি আমার স্বর্ণকামিনীর পাণিগ্রহণ কর। দেখ, অতিগৌরবান্বিতা যে মাধবীলতা, সে কখন সামান্য বৃক্ষ অবলম্বন করে না। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাও অধোগামিনী হয় না। তোমার যে রূপ সুশোভন বর্ণ ও যে প্রকার মনোহর আকৃতি, ইহা যে আমার স্বর্ণকামিনীর অবশ্য মনোহারিণী হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

অমাত্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রহংস বিনয়বচনে কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অনুপযুক্ত ও অসম্ভব নয় বটে, কিন্তু মহারাজ! স্বর্ণকামিনীরা, স্বর্ণকামিনী; অর্থাৎ সুবর্ণাভিলাষিণী হয়; সুতরাং আমার এই অকি-

ঞ্চিৎকর বর্ণ স্বর্ণকামিনীর কি কার্য্যকর হইবে? এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। অমাত্য এই প্রলোভন দ্বারা চন্দ্রহংসকে বিমোহিত করণের নিমিত্ত সুদু-স্তর মায়াজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন; হৃদয়ানন্দদায়িনী মধুরভাষিণী কতিপয় কামিনীজন সমভিব্যাহারে তাঁহাকে সঙ্গীত শালাতে লইয়া গেলেন। পরে গায়িকাদিগের প্রতি সংঙ্গীতারম্ভণের অনুমতি প্রদান করিলে তাহারা তদীয় নির্দেশানুসারে তানলয়-বিশুদ্ধ অতি সুমধুর স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল।

ধৃষ্টবুদ্ধি মনে মনে এই স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে তাঁহার এই সমস্ত মায়াকর ব্যাপারে চন্দ্রহংস সহসা বিলক্ষণ সম্প্রীত ও যৎপরোনাস্তি বশীভূত হইবেন। কিন্তু এই সকল বিষয়ে সম্প্রীতি হওয়া দূরে থাকুক, চন্দ্রহংস বরং পূর্ব্বাপেক্ষায় সমধিক দুঃখিতমনে ও বিষণ্ণবদনে অধোমুখ হইয়া রহিলেন।

চন্দ্রহংসকে এই রূপ বিষণ্ণ ও অবনত দেখিয়া দুর্বুদ্ধি ধৃষ্টবুদ্ধি প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ভগ্নমনা হইলেন বটে, কিন্তু অব্যবহিত পরেই আপনার অবিচলিত দুষ্ট বুদ্ধি প্রভাবে সমুহ উৎসাহান্বিত হইয়া অভীষ্ট

সিদ্ধির উপায় দেখিতে লাগিলেন। নিতান্ত উৎকণ্ঠিতের ন্যায় সাতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে শীঘ্র সঙ্গীত নিবারণ পূর্ব্বক চন্দ্রহংসকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেলেন এবং পরিচারিণীদিগের প্রতি তাঁহার সুন্দর রূপ বেশ ভূষা সমাধানের আদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ভোজনাগারে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া উভয়ে আহার করিতে বসিলেন। চন্দ্রহংস মন্ত্রীর নিতান্ত অনুরোধে যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন। আহারাবসানে অমাত্য তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বিলাস ভবনে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ তথায় থাকিয়া, পুররক্ষীর প্রতি তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ পূর্ব্বক বহির্ভবনের এক নিম্নগৃহে আসিয়া, দুর্গসমীপ নিবাসী কিরাতাধ্যক্ষকে শীঘ্র আহ্বান করিবার নিমিত্ত, সুদত্ত নামক এক জন অনুচরকে আদেশ করিলেন। অনুচর, অনুমতিমাত্র কিরাতপতির নিকট গিয়া, মন্ত্রীর এই আহ্বান বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে, কিরাতাধ্যক্ষ অবিলম্বে মন্ত্রী সমীপে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল।

অমাত্য, কিরাতেশ্বরকে এক নিভৃত প্রদেশে লইয়া গিয়া, যথোচিত সমাদর পুরঃসর অতি মৃদু স্বরে

বলিতে লাগিলেন, নিষাদনাথ! আমি সম্প্রতি অতি দুর্ভেদ্য নিদারুণ বিপদশৃঙ্খলে নিবদ্ধ হইয়াছি; অতএব যাহাতে ত্বরায় আমি এই বিপদ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, এক্ষণে তদ্বিষয়ে তোমাকে সম্পূর্ণ-রূপ সাহায্য করিতে হইবেক।

অত্যল্পকালপূর্ব্বে দৈবজ্ঞমুখে, অতি সুকুমার একটি বালক, এই রাজ্যের রাজা হইবে শুনিয়া, আমি তাহাকে আনিয়া এক গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। এখন কন্যাপরিণয় প্রসঙ্গে ছলক্রমে বনপ্রেষণ পূর্ব্বক তাহার জীবন সংহারের মানস। আজি সূর্য্যাস্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে তুমি তাহাকে এক শিবিকারোহণে এই রাজ্যের প্রান্তবর্ত্তী অরণ্যানীতে লইয়া যাইবে এবং অবিলম্বে তদীয় শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক তাহার শোণিত আনিয়া আমাকে দেখাইবে। কিন্তু সাবধান, যেন কোন প্রকারে কোন অনুসন্ধানে আমার এই দুরভিসন্ধি কেহ জানিতে না পারে।

এই সকল কথা কহিয়া অমাত্য কিরাতেশ্বরকে ইহার সমুদায় সমাহরণ করিতে আদেশ দিয়া কহিলেন, কিরাতবর! তুমি শুদ্ধ আমার এই আসন্ন বিপদের প্রতীকার সাধন করিবে এমত নহে; যদি তুমি এ কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে পার, তাহা

হইলে আমি তোমাকে এমন কোন পারিতোষিক প্রদান করিব, যাহাতে তুমি চিরকাল নিশ্চিন্ত ভাবে কাল ক্ষেপণ করিতে পারিবে।

অমাত্যের এই সর্ব্বজন গর্হিত অতি দুঃখাকর নৃশংসতা দর্শনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া কিরাত কহিল, মহারাজ! আপনার নিতান্ত বিপদ সম্ভাবনা, ইহা যথার্থ বটে, কিন্তু স্বহস্তে বালকের শিরশ্ছেদন করিতে আমার অন্তঃকরণ কোন মতেই সম্মত হইতেছে না। অমাত্য, কিরাতের এই কথার সমাপ্তি না হইতে হইতেই ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, চণ্ডালাধম! তুমি আমার কথা রক্ষা করিলে না; আমি এখনি তোমার সর্ব্বস্বাপহরণ ও তোমাকে সবংশে নিধন করিব। অমাত্যকে এই রূপ কুপিত দেখিয়া কম্পিত কলেবরে কিরাত উত্তর করিল, মহারাজ! আপনি আমাদিগের প্রভু ও রক্ষাবিনাশের কর্ত্তা; সুতরাং আপনকার কথা অবশ্য প্রতিপাল্য, এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ বিদায় হইল।

কিরাতাধিপতি বিদায় হইলে ধৃষ্টবুদ্ধি, চন্দ্রহংসের প্রতীতি সম্পাদনের নিমিত্ত এক জন সুনিপুণা দূতীকে আহ্বান করিলেন এবং তাহাকে তদুপযোগী বিষয়ে সুশিক্ষিতা করিয়া বহির্ভবনের এক গুপ্তপ্রদেশে

অবস্থিতি করিতে আদেশ দিলেন। এই সমস্ত সংঘটন করিতে করিতে ক্রমে বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। অমাত্য, এক জন পরিচারিণীকে দিয়া চন্দ্রহংসকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।

চন্দ্রহংস, পুরকামিনীগণের সহিত একত্র বসিয়া নানাবিধ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমত সময়ে এই আহ্বান সংবাদ শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে মন্ত্রী বিদ্যমানে আসিয়া উপনীত হইলেন। অমাত্য তাঁহাকে নিকটে সমাগত দেখিয়া, আত্মসন্নিহিত দেশে উপবেশন করাইয়া মৃদু-মধুর সম্ভাষণে কহিতে লাগিলেন, কুমার! তুমি কি মনে কর, যে তোমার এতাদৃশ বিষণ্ণান্তঃকরণ ও মলিনাকৃতি দেখিলে আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত দুঃখান্বিত হয় না? না তোমার কোন মনোরথ সফল করিতে আমার অভিলাষ জন্মে না? তোমার কি একবারও ইহা বিবেচনা হয় না, যে আমি যে বিষয়টী মনে করিয়া কেবল তোমার নিমিত্ত এত আড়ম্বর ও এত কষ্ট স্বীকার করিতেছি, তদ্বিষয়ে তুমি কিঞ্চিৎ কাল ধৈর্য্যাবলম্বন কর। এই বলিয়া কহিলেন, বৎস! আমি বুঝিয়াছি, তোমার অন্তঃকরণ দিন দিন যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও উত্ত্যক্ত হইতেছে; অতএব আমি তাহার একটী বিলক্ষণ সদুপায় স্থির করিয়াছি শ্রবণ কর।

আমার স্বর্ণকামিনীকে যে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব বলিয়া মানস করিয়াছি, কিন্তু সে স্বর্ণকামিনী এস্থানে নাই। অদ্য তৃতীয় বৎসর হইল, এই রাজ্যের অনতিদূরবর্ত্তী এক প্রসিদ্ধ দেবালয়ে ভগবান্ শশাঙ্ক-শেখরের আরাধনা করিতেছে। তাহার এই প্রতিজ্ঞা, সে যে পর্য্যন্ত ভগবান্ ত্রিলোচনের নিকট হইতে স্বাভিলষিত বর প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ এই অবলম্বিত পাশুপত ব্রতাচরণে কোন মতেই বিরত হইবে না।

আমি তাহার এই দুর্নিবারিত অধ্যবসায়ের কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বিরত করিবার নিমিত্ত প্রথমা-বধিই বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলাম; কিন্তু সে সফল হয় নাই; বোধ হয়, এই অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ত্বদীয় সমা-গম তদ্বিষয়ের বিশিষ্টরূপ ফলোপধায়ক হইতে পারে। ইহা কহিয়া অমাত্য চন্দ্রহংসকে অনুমতি করিলেন, বৎস! তবে এই সময়ে তুমি এক বার আমার স্বর্ণকামিনীর দর্শনপথে উপনীত হও। তোমাকে দর্শন করিলে অবশ্য তাহার চিরমনোরথ সফল হইতে পারিবে। আর তুমি এখন আমার নিকটে সবিশেষ পরিচয় দেও নাই বটে, কিন্তু এমন মনে করিও না, যে স্বর্ণকামিনীর দর্শনে আর আত্মগোপন করিতে পারিবে।

চন্দ্রহংসকে এই সকল কথা বলিতেছেন এমন সময়ে

এক জন কিরাত আসিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কহিল, মহারাজ! আপনি আমাদিগকে যে শিবিকা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে কাহাকে লইয়া কোন্ স্থানে যাইতে হইবে অনুমতি করুন। কিরাতের এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী চন্দ্রহংসকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, দেখ, এই ব্যক্তি আমার অতি প্রিয়পাত্র, এই নগরের অত্যল্প ব্যবধানে যে মহাদেবের মন্দির আছে; ইহাকে সেই স্থানে লইয়া যাইবে এবং ইঁহার কার্য্য সম্পন্ন হইলে অবিলম্বে আমার নিকটে প্রত্যানয়ন করিবে।

এই সমস্ত কথা বলিতে বলিতে কিরাতাধ্যক্ষকে অগ্রে করিয়া কয়েক জন কিরাত শিবিকা লইয়া মন্ত্রী সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। অমাত্য তাহাদিগকে পরিপ্রস্তুত দেখিয়া চন্দ্রহংসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়বর! তবে আর বিলম্ব কেন? শিবিকা প্রস্তুত হইয়াছে, এই বেলা গমন কর। এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক শিবিকা সন্নিধানে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলেন।

অমাত্যের এই অসম্বদ্ধ ভয়াবহ ব্যাপার দর্শনে চন্দ্রহংসের অন্তঃকরণ যৎপরোনাস্তি ভীত ও আকুলিত হইতে লাগিল; যেন কোন দুস্তর বিপদ সাগরে

পতিত হইবেন বলিয়া উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার অন্তঃকরণ বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিল; কহিলেন, মহারাজ! আমাকে কোথায় গমন করিতে বলেন? আমি বালক বলিয়া কি পরিহাস করিতেছেন? না আমি আপনকার কোন অনিষ্ট কারী বিবেচনা করিয়া এই সময়ে তাহার সমুচিত প্রতীকার দেখিতেছেন।

চন্দ্রহংস, মন্ত্রীর সমীপে এবম্প্রকার আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিতেছেন এমন সময়ে পূর্ব্বশিক্ষিতা দূতী, যেন যথার্থই সাতিশয় শ্রান্তি যুক্তা হইয়া আসিয়াছে, এই ভাবে মন্ত্রীসম্মুখে দণ্ডায়মানা হইল। অনন্তর অত্যন্ত প্রফুল্লিতার ন্যায় বিকসিতাস্যে কহিল, ভুবনস্বামিন্! আপনাকে এক পরম প্রীতিকর মঙ্গল সমাচার বিজ্ঞাপন করি অবধান করুন; আপনার স্বর্ণকামিনী কহিয়াছেন পিতাকে বলিও, এত দিনের পর আমার চিরমনোরথ সফল হইয়াছে; আজি আমি ভগবান্ চন্দ্রশেখর সন্নিধানে বর প্রাপ্ত হইয়াছি।

দূতীর এই বাক্যাবসানে আনন্দ পূরিতের ন্যায় হইয়া মন্ত্রী চন্দ্রহংসকে এককালে শিবিকার সন্নিকটে লইয়া চলিলেন এবং কহিলেন, বৎস! তবে এক্ষণে আর চিন্তা কি? আর সন্দেহই বা কি? যাও, আমার

স্বর্ণকামিনীকে একেবারে আপন সমভিব্যাহারে লইয়া আসিবে; আমি এ শুভ কার্য্য অতি সত্বরেই সম্পাদন করিব। এই বলিয়া চন্দ্রহংসকে সঙ্গে করিয়া শিবিকার দ্বার দেশে উপস্থিত হইলেন।

কামিনীপ্রণয়ের কি আশ্চর্য্য মহিমা! প্রণয়াসক্ত যুবজনের অন্তঃকরণ কি বিমূঢ়! চন্দ্রহংস, যে সন্দেহ করিয়া যে ভয়ে এত দিন এত কাতর ও এত অস্থির হইতেছিলেন, এক্ষণে সাতিশয় উৎসাহ সহকারে আপনিই তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাবিলেন, যদি মন্ত্রী আমার সমুদায় অবগত হইয়া যথার্থ বিপক্ষতার চেষ্টাই করিতেন, তাহা হইলে কখন এ সকল সংঘটনা হইত না। আমি শুদ্ধ আপনারি দোষে এই উপস্থিত অনুপম সুখে বঞ্চিত হইতেছি, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ আমি এখানে আসিয়া অবধি কাহারও সহিত এমত কোন আলাপ পরিচয় করি নাই যে তদ্দ্বারা অমাত্য আমার সমস্ত জাতি কুলাদির বিষয় অবগত হইতে পারেন।

চন্দ্রহংস মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া মন্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার বন্ধুবিয়োগদুঃখিত ও নিতান্ত নিরুৎসুক চিত্তে কোন প্রকার সুখাভিলাষ নাই; তবে শুদ্ধ আপনকার

অনুরোধে একান্ত যাইতে হইবে বলিয়াই, এখন গমন করি। এই বলিয়া অমাত্যকে প্রণতি পূর্ব্বক শিবিকারোহণের উপক্রম করিলে মন্ত্রী তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শিবিকার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। চন্দ্রহংস তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে নিষাদচরেরা, মন্ত্রীর নিদেশানুসারে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল এবং অবিলম্বে স্কন্ধে লইয়া আপনাদিগের অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল। চন্দ্রহংস এইরূপে মৃত্যু হস্তগত হইয়াও ভাবি-প্রণয়-প্রত্যাশায় নির্ভর পূর্ব্বক পরম আনন্দিত মনে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নগর সীমা অতিক্রান্ত না হইতে হইতেই, রজনী সমাগতা হইল। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আবৃত ও আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। লোক সকল দিবাভাগে নিরুদ্বেগচিত্তে গমনাগমন করিতেছিল; এক্ষণে পথের দুর্গমতা দেখিয়া স্ব স্ব নিরূপিত স্থান অবলম্বন করাতে, জনসমাগম শিথিল হইয়া আসিল। অরণ্যচারী হিংস্র জন্তু সকল শঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে নগর প্রান্তে বিচরণ করিবার উপক্রম করিল। ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। দুঃখিত জনেরা সুখাভিলাষ করিলে তাহাদিগের অদৃষ্টে কি পর্য্যন্ত খঃদু না ঘটিয়া থাকে, অলীক মনোরাজ্যে কি না কল্পনা

হইয়া থাকে; চন্দ্রহংস যাইতে যাইতে মনে মনে মনোরথ করিতে লাগিলেন আমি সেই চিত্তচমৎকারিণী ভুবনমোহিনী ভাবিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া অগ্রেই দেবানুগৃহীত ব্যক্তি, দেবলোক হইতে আসিয়াছি বলিয়া, একদা তাঁহার মনে ভয় ও বিস্ময় জন্মিয়া দিব। অনন্তর দেবতার ন্যায় আরাধনা ও বিস্তর সাধ্যসাধনা করিলেও বহু ক্ষণের পর দুই একটী মাত্র কথা কহিব; অথবা একেবারে সম্মুখে দণ্ডায়মান ও হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিব, হৃদয় সরোজিনি! আর অনর্থ কেন কষ্ট স্বীকার করিতেছ; এই আমি তোমার অনুগত-হৃদয়-বল্লভ আসিয়াছি, গ্রহণ কর। উদারচিত্তের কি অসম্ভাবিত বিশ্বাস! চন্দ্রহংস, মনে মনে এই সকল কল্পনা করিতে করিতে এমনি অস্থির ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া উঠিলেন যে স্বর্ণকামিনীকে এই পাই, এই পাই বলিয়া এক এক বার তাঁহার ভ্রম হইতে লাগিল। অনন্তর কিছু দূর যাই যাই মনে হইল, কৈ? এখনও যে আসিলাম না, সামান্য পথ অতিক্রম করিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন? পরে বাহকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, শিবালয়ে উপনীত হইবার কত বিলম্ব? তাহারা কহিল, আর অধিক দূর নাই; ঐ দেখা যাইতেছে। অনন্তর শিবিকার ছিদ্রপথে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, ঘোর অরণ্যমধ্যে আসিয়াছি; জনসমাগম ও লোকাধিবাসের কোন চিহ্নই নাই। কেবল অতিকষ্টে মধ্যে মধ্যে অরণ্যরাশি ও এক একটী লতা গুল্ম মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়। কোথাও মাতঙ্গের বৃংহিতধ্বনি, কোথাও তুরঙ্গের হ্রেষারব ও কোথাও কোথাও শার্দ্দূলের ভয়ানক শব্দ সকল শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। চন্দ্রহংস মনে মনে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া বাহকদিগকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, কেমন সন্নিকটে আসিয়াছি কি না? তাহারা কহিল আর বিলম্ব নাই। কিঞ্চিৎ কাল পরেই আমাদিগের মহারাজের আদেশ সম্পূর্ণ প্রতিপালিত হইবে। বাহকদিগের এই উত্তর শ্রবণে তাঁহার হৃৎকম্প হইতে লাগিল; ভাবিতে লাগিলেন, কি হইল! কোথায় আসিলাম! কি বিপদ উপস্থিত! স্বয়ং জানিয়া শুনিয়াও কেন এ বিপদে পতিত হইলাম। এক্ষণে কি করি, কি উপায় দেখি, কাহার শরণাগত হই! তৎকালে মাতামহের কথা শ্রবণ করি নাই, বোধ হয়, গুরুবাক্য অবহেলন করিয়াছি বলিয়াই, এখন তাহার সমুচিত প্রতিফল ফলিবার উদ্যোগ হইয়াছে। মাতামহ আগমন কালে আমাকে কত নিষেধ করিয়াছিলেন ও কত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন;

আমি তাহার কি করিলাম, অবহিতমনে তাঁহার কোন্ কথা প্রতিপালন করিলাম। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে ক্রমে বাহকেরা তাঁহাকে সেই গভীর মহারণ্যের অতি নিবিড় প্রদেশে লইয়া উপস্থিত করিল এবং তখন কিরাতপতির নিদেশানুসারে শিবিকা অবতরণ পূর্ব্বক এক আলোক প্রজ্বলিত করিয়া শিবিকার দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। অনন্তর চণ্ডালাধিপতি, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দুই চক্ষু আরক্তবর্ণ করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিল, কুমার! এস, এইবারে তোমার বিবাহ প্রদান করি, এই বলিয়া বাম হস্তে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক চন্দ্রহংসকে তৎক্ষণাৎ শিবিকা হইতে বহির্গত করিল।

কোথায় নবপ্রণয়িনীর প্রণয়াশ্বাস, কোথায় এক কালে আপনার জীবন বিনাশ! চন্দ্রহংস তখন আপনাকে মৃত্যুহস্তে পতিত ও নিতান্ত নিরুপায় বিবেচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষণকাল রোদন করিয়া কহিলেন, তাত! আমাকে বিনাশ করিও না। আমি তোমার শরণাগত, আমাকে বধ করিও না। তাঁহার এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কিরাত কহিল, না না বৎস! তোমার বিবাহ প্রদান করিতে আসিয়াছি, বিনষ্ট করিব কেন? এই বলিয়া

আপনার অস্ত্রকোষ হইতে তৎক্ষণাৎ শাণিত অসি নিষ্কাশিত করিল। অমাত্যের অনুচরকে নিশ্চয় শিরশ্ছেদনে উদ্যত দেখিয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, তাত! আমাকে পরে বিনাশ করিও, অগ্রে একটী কথা বলি শুন। তাঁহার এই অনুনয় শ্রবণে কিরাতেশ্বর ক্ষণ মাত্র চিন্তা করিয়া কহিল, রে বালক! আমি তোমার কথা এখন আর কি শুনিব, আমি এক্ষণে আমার প্রভুর নিয়োগ অনুষ্ঠান করি। চন্দ্রহংস কহিলেন, পিতঃ! আমি তোমার চরণ ধারণ করি, অগ্রে আমার একটী কথা শ্রবণ কর।

তাঁহার পুনঃ পুনঃ এই রূপ ব্যাকুলতা দেখিয়া নিষাদপতির অন্তঃকরণে কথঞ্চিৎ দয়ার সঞ্চার হইল, তখন সামান্য কোপ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, কই কি বলিবে? যাহা বলিতে হয় শীঘ্র বল। চন্দ্রহংস কহিলেন, দেখ, তোমাদের প্রভু যে রাজ্যের ঈশ্বর, ইহা আমার পিতার রাজ্য; আমার এখানে পিতা মাতা বা রক্ষকাদি কেহই নাই। অতএব এখন তুমিই আমার পিতা ও রক্ষাকর্ত্তা, চরণে ধরি, আমাকে পরিত্যাগ কর। আর আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, রাজা হইলে তোমাকে এই রাজ্যের ঈশ্বর করিয়া চির কাল তোমারই অনুবর্ত্তী হইয়া কাল যাপন করিব।

চন্দ্রহংস এই রূপ সমাকুলিতচিত্তে বারম্বার প্রার্থনা করাতেও নিষাদপতি, প্রথমতঃ তাঁহারমতে কোন মতেই সম্মত হইল না। কিন্তু একান্ত কাতরতা দর্শন করিয়া পরিশেষে কহিল, কুমার! তোমার এই অসাধারণ রূপ লাবণ্য ও এপ্রকার ব্যগ্রতায় আমার অন্তঃকরণ ত্বদীয় নিধনসাধনে একান্ত পরাঙ্মুখ হইতেছে, অতএব এক্ষণে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম; তুমি এখন যেখানে হয় গমন কর আমাদিগের সঙ্গে থাকিও না। কিরাতেশ্বর চন্দ্রহংসকে এই কথা কহিয়া সত্বরে আলোক নির্ব্বাণপূর্ব্বক শিবিকা সমেত সমুদায় লোকজন লইয়া তৎক্ষণাৎ রাজধানীমুখে ধাবমান হইল।

চন্দ্রহংস স্বীয় জীবন রক্ষাহেতু লোকালয়প্রাপ্তি মানসে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতক দূর দৌড়িয়া গেলেন; কিন্তু তাহারা কিয়দ্দূর যাইয়াই অরণ্যের এমনি এক নিবিড় প্রদেশে প্রস্থান করিল যে তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। সুতরাং সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া এক প্রকাণ্ড বট বৃক্ষতলে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

কিরাতেরা এই রূপে চন্দ্রহংসকে একাকী অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত পথ ক্রমাগত দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে রাজধানীর

সন্নিকটে আসিয়া সকলেই বিবেচনা করিল, আমরা মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া কি বলিয়া পরিত্রাণ পাইব; কি বলিয়াই বা তাঁহার মনের নিশ্চয় প্রতীতি জন্মাইব। এই রূপে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশেষে সকলেই পরামর্শ স্থির করিল, চল, আমরা আজি সকলেই আপন আপন আবাসে গমন করি; কালি প্রভাত কালে এক শৃগালের মস্তক ছেদন করিয়া তাহার রক্ত লইয়া মহারাজকে দেখাইব। এবম্প্রকার যুক্তি স্থির করিয়া সে দিবস তাহারা স্ব স্ব আলয়ে গমন করিল।

পরদিন প্রাতঃকাল হইবামাত্র, কিরাতেশ্বর এক জম্বুকের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক তাহার শোণিত লইয়া অমাত্যকে দর্শন করাইল। অমাত্যও এই বিষয় লইয়া অনেক দিবসাবধি যৎপরোনাস্তি ভীত ও নিতান্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন; অতএব এক্ষণে কিরাতেশ্বরকে আদেশিত বিষয়ে নিঃসন্দেহ কৃতকার্য্য দেখিয়া নিশ্চিন্ত ও সুস্থমনা হইয়া পরম সুখে সাম্রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে কিছু দিন অতীত হইলে, এক দিবস বিপ্রকুমার মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আমি যে সেই অকারণ-প্রিয়-সুহৃদের প্রাপ্তি প্রত্যাশায় এই অসার জীবন রক্ষাবিষয়ে এখনও এত যত্ন করিতেছি; বোধ হয়, সে আশালতা এক কালে নির্ম্মূল হইয়া থাকিবে।

যাহা হউক, এ বিষয়ের এক বার অনুসন্ধান করিতে হইল। ইহা মনে করিয়া ব্রাহ্মণতনয়, প্রাণপণে চন্দ্রহংসের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক সন্ধানের পর জানিতে পারিলেন, যে তদীয় প্রিয়সুহৃদ্ মন্ত্রী কর্ত্তৃক নিঃসন্দেহ বিনাশিত হইয়াছেন। বিপ্রতনয়, এই বিষয় অবগত হইয়াই মনে করিলেন, যিনি আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমার প্রিয়সমাগম লাভ দেখিবেন বলিয়া এত যত্ন করিলেন, যিনি কেবল লোকহিতার্থেই পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার অকপট স্বভাবের প্রায় তুলনা হয় না; এরূপ উদার স্বভাব পরম হিতৈষী বন্ধুকে অশেষ যন্ত্রণাজালে পাতিত করিয়া, পরিশেষে আমি তাঁহার জীবন পর্য্যন্তও সংহারিত করিলাম। বুঝিলাম, সংসার একান্ত অসার! হায়! যে সংসারে জ্ঞানের উদ্রেক আরম্ভাবধি ক্ষোভের পরিসীমা থাকে না, যে সংসারে একান্ত নির্দ্দোষ থাকিলেও দুরাত্মাদিগের অত্যাচার হইতে কোন মতেই পরিত্রাণ পাওয়া যায় না; এমন সংসারে অবস্থিতি করিব না, প্রিয়জনের মুখাবলোকনে আর অভিলাষ করিব না।

ব্রাহ্মণ কুমারের অন্তঃকরণে এই রূপ বৈরাগ্যোদয় হওয়াতে, প্রথমতঃ বিলক্ষণ জ্ঞানের উদয় হইল বটে, কিন্তু সংসারাশ্রম পরিত্যাগ কালে চিরসেবিত

সংস্কার বশতঃ, বিবেকশক্তি বারম্বার শৈথিল্যভাব অবলম্বন করাতে, তাঁহার মন দোলার ন্যায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আঃ কি আশ্চর্য্য! অব্যবস্থিত লঘুচেতাদের অন্তঃকরণে এই বৈরাগ্যোদয়, এই বিষয়োন্মত্ততা! যাহা হউক, এবার প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে কোন প্রকারে পারি, একান্ত মনে সেই জগৎপতির আরাধনা করিয়া এ জীবনের অবসান করিব ও অন্তকালে তদীয় অপরিসীম প্রসন্নতা লাভ করত, চরমে পরম পবিত্র প্রীতি সুধারসে অভিষিক্ত হইব।

বিপ্রনন্দন, এই রূপ স্থিরসিদ্ধান্ত ও কৃতনিশ্চয় হইয়া সমুদায় সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, একাকী বন গমন করত একান্ত যত্ন সহকারে জগদীশ্বরের আরাধনায় মনোনিবেশ করিলেন।

চন্দ্রহংস।

তৃতীয় সর্গ।

অমাত্য ধৃষ্টবুদ্ধির কলিন্দ নামে এক মন্ত্রী ছিলেন। চন্দ্রহংসের বনবাস দিবসে কলিন্দ, বহুতর সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। আগমন কালে এক শৈলময় প্রদেশে উত্তীর্ণ হওয়াতে পথি মধ্যেই রজনী সমাগতা হইল। সমভিব্যাহারি সৈনিক পুরুষেরা যামিনী উপস্থিত দেখিয়া মন্ত্রীর চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে তাহারা বহু দূর অতিক্রম করিয়া অরণ্যের অতি নিকটবর্ত্তী পথে আসিয়া উপনীত হইল। মন্ত্রী কতক দূর আসিয়াই, অরণ্যের অতি গভীর প্রদেশে এক ব্যক্তি হা পিতঃ! হা মাতঃ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে, শুনিতে পাইলেন।

এই রোদন শব্দ শ্রবণ মাত্র মন্ত্রী সমুদায় লোক জনকে সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে আদেশ দিয়া চারিজন আলোকধারি পুরুষ ও একজন প্রধান সেনা-

পতির সহিত যে দিকে রোদনধ্বনি হইতেছিল, শীঘ্র সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া গমন করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভুবন-মনোহর ষোড়শ-বর্ষ-দেশীয় সুকুমার একটী কুমার কানন মধ্যে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে।

মন্ত্রী কলিন্দ, এইরূপ অপূর্ব্ব এক কুমারকে একাকী অরণ্য মধ্যে রোদন পরায়ণ দেখিয়া সম্মুখীন হইয়া অগ্রেই বহুবিধ আশ্বাস বাক্যে অভয় প্রদান করিলেন। অনন্তর বহুক্ষণ নানাবিধ প্রবোধ বচনে সান্ত্বনা করিয়া তদীয় নাম ধাম ও বনবাসাদির বিষয় সমুদায় জিজ্ঞাসিলেন। চন্দ্রহংস তাঁহার এই আশ্বাস পরিপূর্ণ অভয়দানে ও প্রবোধবচনে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া আত্মবৃত্তান্ত প্রথমাবধি সমুদায় বর্ণন করিলেন।

কলিন্দ চন্দ্রহংসের বর্ণিত বিষয় সমস্ত আনুপূর্ব্বিক মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নরেন্দ্রতনয়! যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার আর উপায় নাই। কিন্তু সম্প্রতি যাহা বর্ত্তমান ও যাহাতে প্রতীকারের সম্ভাবনা; তদ্বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে; বলিতেছি, অবধান কর।

এই সর্ব্ব-সুখ-সম্পদাস্পদ-সংসার মধ্যে আমি এমনি হতভাগ্য ও নরাধম, যে আমার বংশে সন্তান

নাই। আমার এই বিড়ম্বিত জীবন যে অদ্যাপি কেন বর্ত্তমান রহিয়াছে, কি জন্যে বহির্গত হয় নাই, বলিতে পারি না। বোধ হয়, জন্ম জন্মান্তরে কত পুঞ্জ পুঞ্জ অধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া থাকিব যে সেই ফলে এত আন্তরিক কষ্ট ও এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে; জানি না, কতদিনে এ জীবন অবসান ও এ দুঃখের অতিবর্ত্তন হইবে।

কলিন্দ, চন্দ্রহংসের নিকট অপুত্রতানিবন্ধন এবম্প্রকার বহুতর আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, রাজকুমার! কি বলিব! সংসার এমনি স্থান, যে তাহাতে এমন লোকই নাই, যে কোন না কোন উৎকট দুঃখে অবিরত যাহার হৃদয় বিদীর্ণ না হইতেছে; কিন্তু বিধাতার কি চাতুরী, তিনি এক দিকে এমন এক চমৎকার মায়াজাল বিস্তার করিয়া রাখেন, যে লোকে কোনক্রমেই কোন উপায়েই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। আমি চিরদিন মনোদুঃখে কাল যাপন করি বলিয়া, বিধাতা বুঝি তোমাকে অবলম্বন দিয়াই আমার মনঃপ্রবোধের উপায় করিয়া দিলেন। অতএব বৎস! যখন আমার সহিত তোমার সমাগম হইয়াছে, তখন আর তোমার কোন চিন্তা বা আশঙ্কা নাই; চল, আমি তোমাকে সমভিব্যাহারে করিয়া আপন ভবনে লইয়া যাইব ও তোমাকে চিরকাল

সন্তানভাবে প্রতিপালন ও সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী করিয়া স্বয়ং চরমে পরমার্থ পথের পথিক হইব। কিন্তু বৎস! এক্ষণে তোমাকে এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, যে তুমি যত কাল আমার ভবনে থাকিবে, ততদিন আমার অনুবর্ত্তী হইয়া আমারই নিকট পুত্রভাবে কাল যাপন করিবে।

চন্দ্রহংস; মন্ত্রীর এইরূপ অসম্ভাবিত বাৎসল্যভাব দর্শনে সাতিশয় চিন্তাকুল ও যৎপরোনাস্তি শঙ্কিত হইয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! পূর্ব্বে এক ব্যক্তি আমার প্রতি এইরূপ স্নেহভাব প্রকাশ করিয়া আমার এই দুরবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু পুনর্ব্বার যদি সেইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে, এই শঙ্কায় আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুলিত হইতেছে। তবে যদি আপনি যথার্থ আমার প্রতি অনুকূল হইয়া থাকেন, ও যথার্থই আমার পরিপালনের ভার গ্রহণ করেন; তাহা হইলে আমি সত্য করিতেছি, যে আমি যতকাল আপনকার নিকট থাকিব, ততদিন কেবল আপনারি আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কাল ক্ষেপণ করিব।

কলিন্দ, চন্দ্রহংসের এইরূপ উত্তর শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট ও যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া অবিলম্বে সেনানিবেশে আগমন করিলেন। পরে মৃগয়ানুচর সৈন্য সামন্ত

সকলকে গমনের আদেশ প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং চন্দ্রহংসকে সঙ্গে লইয়া সত্বরে রাজধানীমুখে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে বন, উপবন, নদী, প্রান্তর প্রভৃতি সমস্ত অতিক্রম করিয়া নগরের অতি নিকটবর্ত্তী পথে আসিয়া উপনীত হইলেন। নিশীথকালে বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া সমুদায় লোকজনকে কহিলেন, তোমরা এক্ষণে আপন আপন আবাসে গমন কর; কিন্তু আমি যে এই বালককে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, লোকে ইহার বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসিলে সকলের নিকটে মন্ত্রিপুত্র বলিয়া ইহার পরিচয় দিবে, এবং আমার এই পুত্রকে সর্ব্বদা সমুচিত সম্মান ও সমাদর করিবে। এই বলিয়া সকলকে বিদায় করিয়া দিয়া মন্ত্রী আপন পারিষদ্ বর্গ ও চন্দ্রহংসের সহিত স্বীয় ভবনে আগমন করিলেন।

বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র প্রধান পরিচারিণী আসিয়া কহিল, দেব! আপনার মৃগয়াগমন অবধি আপনকার অদর্শনে কর্ত্রী কয়েক দিবস নিতান্ত চিন্তাকুল ও অস্থির হইয়াছেন; অতএব আপনাকে শীঘ্র একবার অন্তঃপুরে গমন করিতে হইবে। পরিচারিণী মুখে মহিলার এই আহ্বান সংবাদ শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী সাতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইলেন, পারিষদবৃন্দকে কহিলেন,

তোমরা চন্দ্রহংসকে সত্বরে আমার এই অধিবেশন-গৃহে লইয়া যাও, এবং বিলক্ষণ রূপে ইঁহার শুশ্রূষা কর; আমি একবার অন্তঃপুর মধ্যে গমন করি। পারিষদগণের প্রতি এই আদেশ নির্দ্দেশ করিয়া মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ বাটীর ভিতরে গমন করিলেন, এবং আশু প্রিয়তমার নিকটে উপস্থিত হইয়া অশেষবিধ প্রবোধ বাক্য ও অপরিসীম প্রণয় প্রকাশ দ্বারা তদীয় উৎকলিকাকুল চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও আনন্দিত করিলেন। এবং অত্যন্ত পথশ্রান্তি-প্রযুক্ত অবিলম্বেই শয়নাগারে গমন করিলেন। চন্দ্রহংসও নিতান্ত শ্রান্ত ছিলেন, অতএব কিঞ্চিৎকাল কথা বার্ত্তায় ক্ষেপণ করত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রাগত হইলেন।

পরদিন মন্ত্রী, সকলের নিকট প্রচার করিলেন যে, দক্ষিণাপথে মায়াপুর নগরে আমার এক ভার্য্যা ছিল; কিছু কাল হইল, ভার্য্যা এই সন্তানটিকে রাখিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন; আমি সম্প্রতি মৃগয়া উপলক্ষে সেই দেশে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, অতএব তত্রস্থ লোকদিগের মুখে এই বিবরণ অবগত হইয়া এই বালককে আপনার সমভিব্যাহারে করিয়া আনিয়াছি; এক্ষণে ভাগ্যাধীন যদি এই সন্তানটি চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে এজন্মে আমার নিতান্ত শুভাদৃষ্ট ও বিলক্ষণ আনন্দের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবেক।

মন্ত্রী কলিন্দ, এইরূপ আরোপিত প্রস্তাবের সমুল্লেখ সহকারে, জনসাধারণের প্রতীতি সম্পাদন করত আপনাকে লোকের নিকটে এক প্রকার সৌভাগ্যশালী বলিয়া সমাখ্যান করিতে লাগিলেন এবং চন্দ্রহংসকে অবিকল সন্তানভাবে পরিরক্ষণ ও পরম সমাদরে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রহংসও এই প্রকারে কলিন্দভবনে থাকিয়া নব নব বুদ্ধিকৌশল, বিষয়বিচক্ষণতা ও নানাবিধ প্রীতিময়-ভাব দ্বারা ক্রমে ক্রমে কলিন্দের পরম প্রিয়পাত্র হইলেন। কখন বিচারদর্শন, কখন ব্যবস্থাসংস্থাপন, কখন মন্ত্রণানিরূপণ প্রভৃতি বহুতর দুর্ব্বিগাহ বিষয় সকলের অতি সুশৃঙ্খল রূপে সমাধান করিয়া প্রজাবর্গের দিন দিন সমূহ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তদীয় জ্ঞানোপদেশ ও ধর্ম্মোপদেশে প্রজারা তাঁহার নিতান্ত অনুগত ও বশীভূত হইল।

চন্দ্রহংস, প্রজাবর্গকে সময়ে সময়ে অতি সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন; হে জীববৃন্দ! দেখিতেছ কি? অকিঞ্চিৎকর কি বিষয়সুখ সম্ভোগ করিতেছ? যদি এই বিশ্বরাজ্য ও দেহ প্রভৃতি যথার্থই সুখসাধন হইত; তাহা হইলে ইহার সমৃদ্ধিসাধনে যত্ন করাও সফল হইত; কিন্তু এ সমস্ত কখনই সুখের সামগ্রী নহে। সুখভোগ সকল

ঘনোদিত বিদ্যুল্লতার ন্যায় অত্যন্ত চঞ্চল; আয়ুঃ, অর্থাৎ জীবনকাল, অগ্নিসন্তপ্ত-অয়োমধ্যগত জলবিন্দুর ন্যায় নিতান্ত অস্থায়ি; মুর্ত্তিমান্ কৃতান্তসদৃশ ভুজঙ্গসমূহের মধ্যবর্ত্তী হইয়াও ভেকবৃন্দ, যেমন আপন আপন দংশন উপেক্ষা করে; সেইরূপ কালস্বরূপ সর্পগণের মুখাসন্ন হইয়াও মনুষ্যেরা জঘন্য ভোগাভিলাষ চরিতার্থতার নিমিত্ত অতি দুঃখকর কার্য্য সকলও বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু দেহ হইতে স্বতন্ত্র যে এক পুরুষ আছেন, ইহা তাহারা অবগত নহে। তাহারা প্রাণ তুল্য আত্মীয়ব্যক্তির অসহ্য ক্লেশ ও প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে দেখিয়াও ইহা অনুভব করে না যে, এ সংসার কখনই যথার্থ সুখের স্থান নহে; এই সংসারে পিতা মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতির যে সমাগম, তাহা শুদ্ধ জলনিধিতে সাংযাত্রিকদিগের ন্যায়, ও পথিমধ্যে পথবাহিব্যক্তিদিগের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

কি আশ্চর্য্য! মূঢ়েরা সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরানন্দ সম্ভোগে সম্যক্ সচেষ্টিত হয় না, সংসারের রীতি নীতি সমুদায় অবগত হইয়াও সৎপথাশ্রয় ও সাধুসঙ্গের অভিলাষ করে না, এবং বিভিন্নমতানুযায়ি শাস্ত্র সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য নিরূপণ করিয়াও তাহাতে একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারে না।

যদিও ঈশ্বর ও ঈশ্বরকার্য্যের স্বরূপ অবধারণ পূর্ব্বক সর্ব্ব সংশয়চ্ছেদের এ স্থান নহে, এ অবস্থা নহে; তথাপি যে কোন প্রকারে হউক, পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধিই সকল কার্য্যের সারভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ফলতঃ সেই বিশুদ্ধ মঙ্গলাকর ভিন্ন আর উপায় নাই; দুঃখরূপ দুস্তরসমুদ্র পারের আর অন্য সহায়ও নাই। অতএব সকলেরি উচিত, যে ক্রমশঃ বিষয়ানুরাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, একান্তচিত্তে সেই বিমলানন্দবোধের শরণাপন্ন হইয়া নিরন্তর কেবল তাঁহারি আরাধনা করা, ও তদীয় আনন্দলাভে সমুৎসুক হইয়া কেবল তাহাতেই পরিতৃপ্ত হওয়া; যাহাতে এই সংসার-সাগর অনায়াসে সমুত্তীর্ণ হইয়া অজস্র প্রবাহিত দুঃখ-স্রোত সকল অতিক্রম করিতে পারা-যাইবে ও সকলেই চরমাবস্থায় সেই বিমলানন্দ অনুভব করিতে থাকিবে।

চন্দ্রহংস প্রজাদিগকে এই সকল উপদেশ প্রদান ও জন সাধারণের নিকটে স্বীয় উদার স্বভাব, অমায়িকতা এবং অতি মনোরম মধুময় আলাপে ক্রমে ক্রমে সকলের অতি প্রিয়পাত্র হইলেন এবং কলিন্দের অবিকল ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় পরম সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইল।

ক্রমে ক্রমে নগরের সকল স্থানে অপুত্রক কলিন্দের এই সন্তান লাভের বিবরণ প্রচারিত হইল। প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণ কালীন বারিধারা পতনে ও শরৎকালে বসুন্ধরায় বিস্তৃত জ্যোৎস্না-জালদর্শনে যাদৃশ আনন্দ লাভ হয়, নগরস্থ লোকেরা, চন্দ্রহংস সমাগমে সেই রূপ পরম পুলকিত হইল, এবং সকলেই চন্দ্রহংসের দর্শন-লালসায় সমুচিত উপহার সমভিব্যাহারে কলিন্দভবনে আগমন করিতে লাগিল। ধৃষ্টবুদ্ধির যে সকল অনুচর আন্তরিক সৎপথাশ্রয়ী ও সুধার্ম্মিক ছিল; তাহারাও চন্দ্রহংসের একান্ত সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণ সকল শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সমাগম বাসনায় প্রত্যহ কলিন্দসদনে আগমন করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অমাত্য ধৃষ্টবুদ্ধির সভায় জনতার হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল।

যাহারা নিতান্ত আজ্ঞাবহ ও সর্ব্বদা সমীপবর্ত্তী থাকিত; এক্ষণে প্রয়োজনকালে তাহাদিগকেও অসন্নিহিত দেখিয়া অমাত্য সাতিশয় চিন্তাকুল ও যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্নমনা হইলেন। একদা কার্য্যবশতঃ প্রমতি নামক তাঁহার প্রধান অনুচরকে সমীপে উপস্থিত না দেখিয়া অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন; অন্যান্য সমুদায় অনুচরদিগকে তিরস্কার ও অশেষ প্রকারে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দিবাব-

সানে তাঁহাকে আসিতে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রমতে! তুমি পূর্ব্বে আমার এই সভামণ্ডপে অনুক্ষণ উপস্থিত থাকিতে; এক্ষণে প্রয়োজনকালেও অনুসন্ধান করিয়া যে দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহার কারণ কি? তোমাদিগের মনে কি কোনরূপ মন্ত্রণার উদয় হইয়াছে? অথবা কাহার কুপরামর্শ শ্রবণ করিয়া তোমরা প্রতিদিন এইরূপ ব্যবহার করিতেছ। প্রমতি কহিলেন, মহারাজ! সর্ব্বাধিকারি কলিন্দের শুভক্ষণে এক কুমার জন্মিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে সর্ব্বদা সাধু-সম্মত সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার সুধাময় হিতবাক্যে এদেশে আর পাষণ্ড নাই; তাঁহার কুসংস্কার-বর্জ্জিত অমৃতময় উপদেশে, কি পরিহাস-প্রিয় যুবাব্যক্তি, কি সমভাব দর্শীপ্রাজ্ঞ, কি পরিণামবিদ্ জ্ঞানীজন, সকলেই সমধিক সন্তোষ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন; অতএব মহারাজ! কেবল পরিণাম-শুভকর ধর্ম্মসঞ্চয়ের নিমিত্তই আমরা আপনকার সম্মতি ব্যতিরেকে, অভিমতপ্রদেশে গমন করিয়া থাকি; ইহাতে যদি আমাদিগের প্রতি মহারাজের কোন দোষ সম্ভাবনা বোধ হইয়া থাকে; আপনি ন্যায়ানুগত বিচার পূর্ব্বক তাহার প্রতীকার করুন।

অমাত্য ধৃষ্টবুদ্ধি, আপনার অনুচরমুখে এই বিব-

রণ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্ব এক অশ্বারোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে কলিন্দভবনে গমন করিলেন। কলিন্দ, মন্ত্রির আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র সত্বরে অগ্রসর হইয়া পরম সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে বাটীতে আনয়ন করিলেন এবং দিব্য এক রত্নাসনে উপবেশন করাইয়া পুত্রের সহিত পাদ বন্দন করত কৃতাঞ্জলি পুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, মহারাজ! সৌভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইয়া আমাকে এই সন্তান প্রদান করিয়াছেন, এবং আপনকার প্রসাদে এই সন্তান সর্ব্ব-সুলক্ষণ-যুক্ত হইয়াছে, আর আচার্য্যদিগের অনুমতিক্রমে ইহার নাম চন্দ্রহংস রাখা গিয়াছে; এক্ষণে আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই সন্তানটি চিরজীবী হইয়া থাকে। এই বলিয়া উভয়ে অন্য এক আসনে উপবেশন করিলেন।

ধৃষ্টবুদ্ধি কহিলেন, মন্ত্রিপ্রবর! কি আশ্চর্য্য কথা বলিলে; আমার বোধ হইতেছে, যে এ সন্তান তোমার নহে; ইহাকে ত্বদীয় প্রণয়িনী কখনই গর্ভে ধারণ করে নাই। অতএব কিরূপে ইহাকে প্রাপ্ত হইলে, সত্য করিয়া বল। কলিন্দ কহিলেন, মহারাজ! আমি কেবল সঙ্কোচভয়ে জনসমাজে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলাম; নতুবা ইহা আমার ঔরসজাত পুত্র নহে। ইতিপূর্ব্বে এক দিবস আমি মৃগয়া করিতে

গিয়াছিলাম; আগমনকালে এই সন্তানটিকে বনের ভিতরে প্রাপ্ত হইলাম, এবং ইহাকে পাইয়া আপন গৃহে আনিয়া পুত্রভাবেই প্রতিপালন করিতেছি; মহারাজ! আমি আপনকার নিকটে এই সত্য কহিলাম, এক্ষণে আপনি আমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ইহা কহিয়া কলিন্দ নিতান্ত ভয়গ্রস্তের ন্যায় নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

কলিন্দের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অমাত্য ধৃষ্টবুদ্ধির পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল স্মৃতিপথারূঢ হইল, তখন তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, দুরাচার কিরাতগণ, আমার আজ্ঞা অবহেলন পূর্ব্বক আমার এই পরম শত্রুকে বনে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, এবং তজ্জন্যই এইবালক, সেই সুদুস্তর ভয়ানক সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া অনায়াসেই কলিন্দভবনে আগমন করিয়াছে ও আমার সমুদায় সুখ-রত্ন উচ্ছেদের নিমিত্ত সচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতেছে। যাহা হউক, এইবারে যে কোন উপায়ে অবশ্যই ইহাকে সংহার করিতে হইবে; এবার ইহাকে বিনষ্ট না করিয়া আর কোন ক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকা হইবে না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অমাত্য সে দিবস আপন আত্মীয়বর্গের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পরদিন এক জন সেনাপতিকে আহ্বান

পূর্ব্বক কয়েক জন অনুচর সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে কলিন্দ-সদনে প্রেরণ করিলেন। বলিয়া দিলেন, তুমি গমনপূর্ব্বক অমাত্য কলিন্দের সম্মুখীন হইয়া বলিবে; আমাদিগের মহারাজ কহিয়াছেন, যথার্থ বন্ধু না থাকিলে এই সংসার কেবল ঘোরতিমিরাবৃত মহারণ্য স্বরূপ, অকপট বন্ধু ব্যতিরেকে এই অসার সংসার শুষ্ক নীরস সমীলতা তুল্য; অতএব তুমি আমার অতি প্রিয়পাত্র ও পরমবন্ধু; আমার সেই জীবননিবন্ধন একমাত্র অবলম্বন প্রিয়পুত্র মদনকিশোরের অনেক দিবস কোন সংবাদ না পাইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্নচিত্ত আছি: অতএব যদি তোমার চন্দ্রহংস, তদীয় সন্নিধানে উপনীত হইয়া প্রিয়নন্দনকে সদনে আনিয়া দিতে পারে; তাহা হইলে আমি তাহাদিগের পরস্পর স্থিরসৌহৃদ্যবন্ধন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে চিরকাল এই স্থানে রাখি, এবং উভয়ের সম্প্রীতি ও সচ্ছন্দতা দর্শন করিয়া উভয়েই চরিতার্থ হই। আর যদি তুমি নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় এ বিষয়ে অস্বীকার কর, তাহা হইলে মহারাজ কহিয়াছেন, তোমাকে সমূলে বিনষ্ট করিবেন। এইরূপ কহিয়া দিয়া অমাত্য সেনাপতিকে কহিলেন, তুমি মন্ত্রিনন্দনকে একেবারে আপনার সঙ্গে লইয়া আসিবে। এই বলিয়া গমনের অনুমতি করিলেন।

সেনাপতি এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ কলিন্দের আলয়ে গমন করিলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়া অমাত্যকথিত সমুদায় বিবরণ তদীয় অগ্রে প্রকাশ করিলেন। পরে বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! এক্ষণে কুমারকে আমার সমভিব্যাহারেই প্রেরণ করিতে হইবে।

কলিন্দ, ধৃষ্টবুদ্ধির এই অনুল্লঙ্ঘনীয় নিদারুণ আদেশে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া প্রথমতঃ কিঞ্চিৎকাল মৌনভাবে রহিলেন; পরে স্বীয় উৎকৃষ্ট-স্বভাবানুযায়ি ঔদার্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, অনীকপতে! মহারাজ যাহা অনুমতি করিয়াছেন, কোন ক্রমেই অন্যথা হইবার নহে; অতএব এখনই তুমি চন্দ্রহংসকে লইয়া যাও। ইহা কহিয়া কলিন্দ চন্দ্রহংসের উত্তমরূপ বেশভূষা সমাধান করিয়া দিয়া সেনাপতি সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর সেনাপতি, চন্দ্রহংসকে অমাত্য সন্নিধানে উপস্থিত করিলে, ধৃষ্টবুদ্ধি, স্বয়ং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অত্যাদর সহকারে তাঁহাকে আপনার নিকটে বসাইলেন এবং আনন্দদায়ক ও সন্তোষজনক বিবিধ কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কৌতুকাবিষ্ট চিত্তের ন্যায় তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ অবলোকন করিয়া পরিশেষে

কহিলেন, আহা প্রিয়নন্দন! তোমার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল! দুরাচার বাহকেরা তোমার উপরে কি অত্যাচার প্রকাশ করিয়াছিল!

অমাত্যের এই কাপট্যপূর্ণ প্রিয়সম্ভাষণে চন্দ্রহংসের অন্তঃকরণ, বিস্ময়রসে পরিণত হইবার উপক্রম হইতেছিল, এমন সময়ে মনে হইল, যে দুরাত্মাদিগের প্রকৃতিসংঘটন ও আপনার নিয়তি কার্য্য-কারণ বিষয়ে বিচিত্রতা কি? মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে অশাসিত চিত্তেরই এই প্রকার সাধর্ম্ম্য হইয়া থাকে। চন্দ্রহংস অন্তঃকরণ মধ্যে এবম্প্রকার আন্দোলন করিতেছেন, এই সময়ে অমাত্য, তাঁহাকে সকরুণভাষে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস রে! দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ যে অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছিল, ধর্ম্ম সাক্ষী, তাহাতে আমার অণুমাত্র অপরাধ নাই; কেবল দুর্ব্বৃত্ত বাহকদিগের দোষেই সেইরূপ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া মন্ত্রী পুনর্ব্বার চন্দ্রহংসকে মৃদু-মধুর সম্বোধনে কহিলেন, কুমার! তোমাকে আর এক বার আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। তনয়া, ত্বদীয় আগমন সংবাদ অবগত হইয়া শিবালয় প্রদেশে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন। পরিশেষে নিতান্ত হতাশ

হইয়া এ স্থানে আসিয়াও অনেক দিন এখানে অবস্থিতি করেন, সম্প্রতি কোন কর্ম্মোপলক্ষে সৌবাস নগরে সহোদর ভবনে গমন করিয়াছেন। অতএব বৎস! এক্ষণে আমি এক লিপি প্রদান করিতেছি, এই পত্র লইয়া তুমি তথায় গমন করিলেই বোধ হয়, আমার মনোভিলাষ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইতে পারিবে।

ধৃষ্টবুদ্ধি, চন্দ্রহংসের নিকট এইরূপ ভূমিকাসংস্থাপন করিয়া তাঁহার জীবন-সংহার-বিষয়ে মনে মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও কুতর্ক সমুদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহু ক্ষণ বিবিধ চিন্তা করত, আপন অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক সাতিশয় যত্ন সহকারে এক লিপি রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্ব্বুদ্ধি ধৃষ্টবুদ্ধি, পত্র বিরচন কালে সর্ব্বাগ্রে স্বস্তি ও আশীর্ব্বাদ লিখিলেন। অনন্তর চন্দ্রহংসের বিষয়; পরিশেষে লিখিলেন, মদনকিশোর! আমার এই আদেশ প্রতিপালন করিও, উত্তরকালে অবশ্য তোমার মঙ্গল হইবে। কিন্তু বৎস! যদি অবজ্ঞা ও তাচ্ছীল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার এই কথা রক্ষা না কর, তাহা হইলে অবশেষে তোমাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশভাজন হইতে হইবে। অতএব সাবধান, কখন আমার কথার অন্যথা করিও না, গমন মাত্রেই এ কার্য্য সম্পন্ন করিবে। আমি অবিলম্বেই গমন করিতেছি।

ধৃষ্টবুদ্ধি, এইরূপে লিপি বিরচন করিয়া তাহার উপরি ভাগে এক সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রদান পূর্ব্বক চন্দ্রহংসহস্তে সমর্পণ করিলেন, অনন্তর কহিলেন, বৎস! এই পত্র আমার প্রিয়পুত্র মদনকিশোরকে লিখিতেছি, ইহাতে অন্যান্য বিশেষ বিশেষ বিবরণও আছে; অতএব ইহা মদনকিশোরের নিকট প্রদান করিয়া তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। আর ঈশ্বরে আত্মসমর্পণকারী সাধুদিগের উপহাস করিলে, অথবা সনাতন বেদশাস্ত্রের নিন্দা করিলে যে অধর্ম্ম হয়, যথেচ্ছাচারীর ন্যায় কেহ এই পত্র পাঠ করিলে তাহারও সেই রূপ পাপ হইবে। অতএব কদাচ ইহা অন্যের হস্তে প্রদান করিবে না। এই সকল কথা কহিয়া পুনর্ব্বার চন্দ্রহংসকে কহিলেন, কুমার! আর আমি তোমার সহিত কোন লোক জন প্রেরণ করিব না; এবার তুমি একাকী পদব্রজেই গমন কর। অদ্য অতি শুভ দিন, অতএব আজিই তোমাকে যাত্রা করিতে হইবে।

চন্দ্রহংস, মন্ত্রীর নিকটে এপর্য্যন্ত শুদ্ধ নিরুত্তর ভাবেই ছিলেন, কিন্তু মোহান্ধ খলের আশা কখনই সম্পূর্ণ হইবার নহে; ইহা বিবেচনা করিয়া অক্লিষ্ট-মনে কহিলেন, মহারাজ! আপনার অনুমতি আমার অবশ্যই প্রতিপালনীয়। সম্প্রতি বেলা প্রায় দ্বিতীয়

যাম সমাগত; অতএব এই সময়ে আমি গমনের উদ্যোগ করি। ইহা কহিয়া চন্দ্রহংস মন্ত্রীর সন্নিধানে বিদায় লইয়া সৌবাস নগরে যাত্রা করিলেন।

সে দিবস, হিরণ্যপুরী পর্য্যন্ত গমন করিয়া এক জন ধনাঢ্য গৃহস্থের ভবনে অবস্থিতি করিলেন, এবং রাত্রিশেষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুনরায় যাইতে আরম্ভ করিলেন। পররজনীও এক বৃক্ষমূলে যাপন পূর্ব্বক রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতেই গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে যৎপরোনাস্তি ক্লেশসহকারে ক্রমাগত সপ্তাহ গমন করিয়া সমুত্তরণদিবসে মধ্যাহ্ন সময়ে সৌবাস নগরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, স্থানে স্থানে প্রশস্ত উপবন, মনোহর পুষ্পোদ্যান এবং সুবিস্তার রাজপথপ্রান্তবর্ত্তী কদম্ব, সাল, তাল, তমাল প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ সকল পরিশোভিত রহিয়াছে। নিদাঘ কালীন প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে পথ উত্তপ্ত-ময়, গগন মণ্ডল দাবানলময় এবং চতুর্দ্দিক এক কালে দগ্ধময় বোধ হইতে লাগিল। চন্দ্রহংস পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ও নিতান্ত কাতর হইয়া ইতস্ততঃ বারি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনবরত প্রাণিগণের অবগাহন দ্বারা অল্পাবশেষ জলাশয় সকল এরূপ কলুষিত ও উত্তপ্ত হইয়াছে, যে জলে জিহ্বা

স্পর্শ করে কাহার সাধ্য? জীব জন্তু সকল নিস্তব্ধ হওয়াতে ও মধ্যে মধ্যে এক এক বার তৃষাকুলিত চাতকের কাতরধ্বনি শ্রবণ করাতে চন্দ্রহংস ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্যশূন্য হইতে লাগিলেন।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল; অতীব দুঃসহ যাতনা, অচিরকাল মধ্যে স্বয়ংই অবসান হয় দেখিয়া মনে মনে সাতিশয় উল্লাসিত হইলেন। দক্ষিণ দিক্ হইতে মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে লাগিল এবং জীবগণ বিহারোন্মুখ ও কেলিপরায়ণ হওয়াতে সকলেরই অন্তঃকরণে পরম-রমণীয় প্রীতিসুধারসের আবির্ভাব হইতে লাগিল।

চন্দ্রহংস ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে নগরে প্রবেশ পুরঃসর এক অতিসুরম্য ক্রীড়াকাননে আসিয়া সমুত্তীর্ণ হইলেন। দেখিলেন, তথায় বকুল, দাড়িম্ব, সহকার প্রভৃতি তরুগণ ফলপুষ্পে পরিপূর্ণ ও সুচারু নবপল্লবাবলী সমাবেশে অতিমনোরম সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। অশোক, চম্পক, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি নয়নপরিতুষ্টিকর বিবিধ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। বৃক্ষের উপরি ভাগে পক্ষী সকলের কলরবে ও নিম্নে শিখিকুলের অনাকুলিত বিচরণে এবং চতুর্দ্দিকে অলিবৃন্দের সুমধুর গুন্ গুন্ ধ্বনিতে চন্দ্রহংসের অন্তঃ-

করণ পরম আনন্দিত হইল। প্রফুল্লিতমনে এই সমস্ত রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে কতক দূর যাইয়াই সরোবরতীরে উপনীত হইলেন। তীরের প্রান্ত দেশে আসিয়া দেখিলেন, জলে কমল, কুবলয়, কহ্লার প্রভৃতি জলপুষ্প সকল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে; হংস, চক্রবাক, সারস, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ আনন্দিত মনে ইতস্ততঃ জলক্রীড়া করিতেছে। সরোবরের জল এ রূপ নির্ম্মল, যে জলের তলভাগ, অসন্নিহিত দেশ পর্য্যন্তও অতি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সরোবরের চারি ধারে চারিটি সোপান আছে; সোপানের দুই পার্শ্বে শাখা-পল্লব-সমাকীর্ণ বকুলবৃক্ষ ও তাহার চতুর্দ্দিকে লতামণ্ডপ এবং মধ্যে মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ পুষ্পগুচ্ছ সকল সুশোভিত হইয়া আছে। চন্দ্রহংস, আতপ-তাপিত ও অত্যন্ত পথ-শ্রান্তি প্রযুক্ত সেই সুরম্য বকুলবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। অনন্তর ক্ষণকালের পর গতক্লম ও কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে সরসীতে অবগাহন পূর্ব্বক নির্ম্মল জল ও মৃণাল ভক্ষণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিলেন। পরে সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ হিল্লোলে ও বিচিত্র তীরভূমির পরম-রমণীয় শোভায় বিমোহিত ও অব-সন্নগাত্র হইয়া তরুতলস্থিত সোপানাঙ্গনে গিয়া

শয়ন করিলেন। এবং প্রগাঢ় পথশ্রান্তি প্রযুক্ত শয়ন করিবামাত্র নিদ্রাগত হইলেন।

অনুল্লঙ্ঘনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয় জগদীশ্বরের ঘটনা, কথনই অন্যথা হইবার নহে। অমাত্য ধৃষ্টবুদ্ধির বিষয়া নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিলেন। কন্যা এরূপ রূপবতী যে, তাঁহার নিরুপম রূপ লাবণ্য সন্দর্শনে নির্ব্বিষয় উদাসীন ব্যক্তির অন্তঃকরণেও, আমার চিত্ত চরিতার্থ ও নয়ন যুগল সফল হইল বলিয়া বোধ হয়। চন্দ্রহংস সেই বকুল বৃক্ষতলে একাকী অচেতনভাবে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে মন্ত্রিকন্যা বিষয়া সখীগণ-পরিবেষ্টিতা হইয়া, জল-ক্রীড়ার্থ সেই স্থানে উপনীতা হইলেন। লতামণ্ডপে ও পুষ্পবীথিকায় কিঞ্চিৎ কাল পরিভ্রমণ ও ইতস্ততঃ পুষ্পচয়নাদি করিয়া ক্রমে ক্রমে নিঃশ্রেণী সম্মুখে সমাগত হইতে লাগিলেন। পরে অবগাহনমানসে সোপানগমন-পদবীতে পদ ক্ষেপ করিবা মাত্র, চন্দ্র-হংস তদীয় নয়নপথের অতিথি হইলেন। বিষয়া তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য অনিমিষলোচনে বারম্বার নিরীক্ষণ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর নিকটে উপস্থিত হইয়া সমভি-ব্যাহারিণী সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! দেখ দেখ, সোপানপ্রাঙ্গনে যেন প্রফুল্ল

চন্দ্রমল্লিকারাশির উদয় হইয়াছে। সখি! একি? কামিনী জনের সমুদয় মনোগত কল্পনা কি এই স্থানে আসিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে? আহা! এমন রূপ ত কখন দেখি নাই; সখি! অঙ্গনাজনের কোমল অন্তঃকরণ, ব্যথিত করিবার নিমিত্তই কি বিধাতা, ঈদৃশ রত্নশর সৃজন করিয়াছেন? এই বলিয়া বিষয়া চন্দ্রহংসের পদতল অবধি মস্তক পর্য্যন্ত সমুদয় অঙ্গ সতৃষ্ণনয়নে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এই রূপ অনেক ক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বিলাসমদা নাম্নী প্রধান সহচরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি বিলাসমদে! তুমি কি দেখিতেছ না? আজি অনঙ্গ, সৌন্দর্য্যগুণে পরাভূত হইয়া বুঝি জঘন্য অবলা বিমোহন দ্বারাই আপনার চিরাগত গৌরব রক্ষা করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন।

বিলাসমদা, এই অজ্ঞাত কুলশীল, অপরিচিত ও নিদ্রিত ব্যক্তির প্রতি বিষয়াকে সহসা বিবেকশূন্যার ন্যায় অনুরাগিণী দেখিয়া, পরিহাসপূর্ব্বক কহিল, প্রিয়সখি! আহা! তোমার কি সরল হৃদয়! আমি অগ্রে জানিলে বাটীতে তোমার সহোদরের যে চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি আছে, এত দিন তাহারই সহিত তোমা। বিবাহ দিতাম। বিলাসমদার এই পরিহাস শুনিয়া বিষয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, না না,

আমি বিবাহ করিতে চাই নাই; মনোমত সৌন্দর্য্য, মন হইতে কখনই অন্তরিত করা যায় না, এই নিমিত্তই সেরূপ কহিয়াছিলাম; সখি! বিবাহে কি প্রয়োজন আছে? বিলাসমদা কহিল, বুঝিয়াছি, ঐ জিজ্ঞাসাতেই আজি তুমি আমাকে বিলক্ষণ সুখী করিলে।

বিলাসমদার এইরূপ বচনবিন্যাসে, বিষয়ার অনুরাগাকৃষ্ট অন্তঃকরণ কথঞ্চিৎ পরিতুষ্ট হইল; তখন সমুৎসুকচিত্তে চন্দ্রহংসের কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তিনী হইয়া সাতিশয় প্রণয়কাতরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন সখি! দেখ দেখি, সুচারু নখশ্রেণী, যেন রক্তোৎপল-মধ্যস্থিত নির্ম্মল স্ফটিক মণির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। মুদ্রিত-দাড়িম্ব-কুসুমের ন্যায় পাদাঙ্গুলির কি অসাধারণ সৌষ্ঠব! সখি! উরু ও কটিদেশ দর্শনমাত্র, করিরাজ ও মৃগাধিপতি কি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না? সুবিশাল বক্ষঃস্থলের চিত্তবিমোহন আকৃতি দেখিয়া বিস্তৃত নৃপাসন অবশ্য বিলজ্জিত হইবে। প্রসারিত বাহুযুগল যে মৃণাল ভ্রমেই বিসৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ কি? প্রিয়সখি! আমি এই সুবিমল আস্যদেশের তুলনা কাহার সহিত প্রদান করিব? প্রফুল্ল সিতারবিন্দ ও পরিপূর্ণ শারদচন্দ্রমা কি সহস্রবার তাহার নিকট অবমানিত হয়েন না? বিধাতা, এই সুচারু মুখ

মণ্ডলের সুষমাতিশয়তা নির্ম্মাণ সময়ে মনোমত হয় নাই বলিয়া, কি বারম্বার বিফলচেষ্ট হয়েন নাই? প্রিয়তমে! মৃগাবিদ্‌জনেরা শরাসনে শরসন্ধান করিয়া পরিত্যাগ করিলে পশ্চাৎ কুরঙ্গিনীর জীবনহানির সম্ভাবনা; কিন্তু এই ভ্রূধনু ও মনোহর নয়নশর নিস্তব্ধ থাকিয়াই যেন হৃদয় বিদারণের উপক্রম করিতেছে। ইন্দ্রধনু কি পরাক্রম ধারণ করে? তাহার দীর্ঘতা আপনার ব্যাপকতা প্রকাশের নিমিত্তই হইয়াছে। মেঘাগমে স্বচ্ছ জলে রক্তোৎপল প্রতিবিম্বের ন্যায় সকুন্তল মুখমণ্ডলে, অধরশোভা অতি-অপূর্ব্ব রমণীয়তা ধারণ করিয়াছে। সখি! আর আমি কি বলিব! বোধ হয়, আজি ভুবনবিজয়ী কন্দর্প, সামান্য মানবের নিকট হতদর্প হইলেন বলিয়া তুমুল সংগ্রামের উদ্যোগ করিতেছেন। অতএব এস, এই বেলা আমরা শীঘ্র সাবধান হই; নতুবা অবিলম্বেই জীবন বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ইহা কহিয়া বিষয়া স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ লজ্জায় অধোমুখী হইয়া কহিলেন, সখি! আমার অকস্মাৎ এরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হইল কেন? অঙ্গনাগণের এতাদৃশ অবিনয় স্বভাব অত্যন্ত লোকনিন্দাকর; অতএব চল, সত্বরে আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।

মন্ত্রিতনয়া বিষয়ার এইরূপ আরোপিত বাক্য

শ্রবণে সমভিব্যাহারিণী সুচতুরা সখী সকল, এককালে পরিস্ফুটরূপে হাস্য করিয়া উঠিল। তখন তমালিকা নাম্নী সহচরী পরিহাস করিয়া কহিল, সখি! বুঝিয়াছি, আর ঢাকিলে কি হইবে? বসনে কি কখন অনল আচ্ছাদিত করিতে পারা যায়? সখি! সমীরণ সংস্পর্শে হুতাশন সহসা যে এত প্রজ্বলিত হয়, ইহা আর কখন দৃষ্ট হয় নাই। এই বলিয়া তমালিকা বিষয়ার অগোচরে তাঁহার অঞ্চল প্রান্ত ধরিয়া নিদ্রাভিভূত চন্দ্রহংসের উত্তরীয় বস্ত্র খণ্ডের সহিত এক কালে গ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিবার উদ্যোগ করিল। বন্ধনোদ্দেশে তমালিকা যেমন উত্তরীয় বস্ত্র উত্তোলন করিয়াছে, অমনি বিষয়া, তাঁহার বসন প্রান্তদেশে ঈষন্নির্গত এক খানি লিপি দেখিতে পাইলেন। বিষয়া, এই লিপি দর্শনমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চন্দ্রহংসের বসন হইতে তাহা উন্মোচন পূর্ব্বক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পত্র পাঠ করিয়া দেখিলেন, পিতা, তাঁহার প্রিয়পুত্র মদনকিশোরের প্রতি লিখিয়াছেন, "মদনকিশোর! আমি তোমার নিকটে এই বালককে পাঠাইতেছি, ইহার নাম চন্দ্রহংস, তুমি ইহাকে গতমাত্রে বিষপ্রদান করিবে।" মন্ত্রিনন্দিনী বিষয়া, পত্রের এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াই মূর্চ্ছাপন্না হইয়া যেমন ভূতলে পতিত

হইতেছিলেন, অমনি তাঁহার প্রিয়সখী বিলাসমদা, তাঁহাকে আস্তে ব্যস্তে গিয়া ধারণ করিল। পরে নিতান্ত ভয়-সঙ্কুলিত-চিত্তে কহিল, সখি! একি? একি? অকস্মাৎ তোমার এ কি দুরবস্থা ঘটিল?

বিষয়া ক্ষণকালের পর চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া, ভয়াকুল চিত্ত বিলাসমদার অনিষ্ট শঙ্কা দূরীকরণের নিমিত্ত তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি ভীরুচরিতে! তুমি এমন কি ভয়ের কারণ দৃষ্টি করিলে, যে এত আশঙ্কা করিতেছ? বিলাসমদা কহিল, সখি! তোমার কি নিমিত্ত সহসা এরূপ ভয়াবহ ভাবান্তর উপস্থিত, সত্য করিয়া বল। বিষয়া কহিলেন, সখি! আর কি বলিব? চিত্তহর জনের অশুভ সংবাদ! এই বলিয়া বিলাসমদার নিকট সমুদায় পত্রার্থ অবগত করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়সখি! পিতা কি নিদারুণহৃদয়! কোমল-কমলপত্র-দাহনে তাঁহার অন্তঃকরণে কিছু মাত্র বেদনা বোধ হইল না! এমন মনোরঞ্জন সুশোভন আকৃতি দেখিয়া তাঁহার দূষিত চিত্ত কেন সংশোধিত হইল না! তাঁহার রাজ্যে কি প্রয়োজন? যাঁহাকে দর্শন মাত্রে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে পরা যায় তাঁহার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরাচারী ব্যক্তির রাজ্যসম্পত্তি কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। ফলতঃ, সখি! পিতার এমন কোন বিবেচনা শক্তি

নাই যে তিনি এই সকল উপস্থিত দুষ্প্রবৃত্তির স্বয়ং নিবৃত্তি করিতে পারেন।

এবম্প্রকার বহুবিধ বিলাপ ও খেদোক্তি প্রকাশ করিয়া বিষয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, বিধাতা আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াই আমাকে এই পুরুষরত্ন মিলাইয়া দিয়াছেন এবং আমিও এত দিন বুঝি ইঁহারই নিমিত্ত অতি দুঃসাধ্য শিবব্রত প্রতিপালন করিয়াছি; অতএব এক্ষণে নিঃসন্দেহ ইনিই আমার পতি হইলেন। অন্তঃকরণ মধ্যে এইরূপ বিবেচনা করিয়া বিষয়া, ধর্ম্মসাক্ষী করত চন্দ্রহংসকে আপন পতিত্বে বরণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ এক বকুল পত্রের মূলদ্বারা বামচক্ষু হইতে নয়ন কজ্জল উত্তোলন করিয়া, "ইহাকে গতমাত্রে বিষ প্রদান করিবে।" এই বিষশব্দের উত্তর একটী 'য়া' লিখিয়া দিলেন। কোন সুতীক্ষ্ণ উগ্র বস্তুর প্রয়োগ কালে লোকে বিষের ঔষধ বিষ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে; কিন্তু এ বিষেরও ঔষধ বিষয়া দিয়া হইল।

অমাত্যদুহিতা বিষয়া, এইরূপ শব্দব্যপদেশে লিপি মধ্যে আপনার নাম সন্নিবেশিত করিয়া পরম উল্লাসিতমনে প্রিয়সহচরী বিলাসমদাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! আর চিন্তা কি? এই দেখ আজি আমি হৃদয়নাথের জীবন-সংহারক বিষম বিষের

ঔষধ প্রদান করিলাম। এক্ষণে তুমি প্রার্থনা কর, যেন আমার মনোরথ অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়।

বিলাসিনীদিগের কি চমৎকার মনোবিলাস! বিলাসমদার নিকট এইরূপে আপনার মনোগত প্রণয়াভিলাষ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া বিষয়া, পত্রখানি লইয়া অবিকল পূর্ব্বের মত মুদ্রিত করিলেন এবং অতি সমাদরে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আঃ! এই যে আমার তাপিত হৃদয় শীতল হইল! হে বাগ্দেবতে! আমার এই মনোবাঞ্ছা সফল কর। ইহা কহিয়া পত্রখানি পুনর্ব্বার চন্দ্রহংসের উত্তরীয় বসনে সুন্দররূপে বন্ধন করিয়া দিলেন। অনন্তর সমভিব্যাহারিণী সহচরীবর্গকে লইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিবার উদ্যোগ করিলেন।

অমাত্যনন্দিনী, গৃহপ্রতিগমন-কালে প্রগাঢ়-প্রণয় ভরে চন্দ্রহংসের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এমন সময়ে দৈবনিবন্ধন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সৌভাগ্য বশতঃ উভয়ের চারি চক্ষু একত্রিত হওয়াতে বিষয়া, পূর্ব্বরাগজনিত বিষম স্মরদশার আবির্ভাব সহকারে তৎক্ষণাৎ অনির্ব্বচনীয় ভাবান্তর ও পরম রমণীয় দশান্তর প্রাপ্ত হইলেন। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ সকল তাঁহার শরীরে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

বিষয়া, অবশেন্দ্রিয়া ও লজ্জায় জড়ীভূতা হইয়া অগত্যা অধোমুখে সেই স্থানেই দণ্ডায়মানা রহিলেন; সমীপবর্ত্তিনী সখীরাও অত্যন্ত লজ্জিতা হইল। চন্দ্রহংসও এই সকল অবলোকন করিয়া, সাতিশয় বিস্ময় সহকারে সময়োচিত পরম সুন্দর অবস্থান্তররূপে পরিণত হইলেন। পরে ক্ষণ কাল নানা প্রকার চিন্তা করিয়া শয়ন স্থল হইতে উঠিয়া বসিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বিধাতার কি আশ্চর্য্য ঘটনা! তাঁহার ঘটনাসূত্র কিছুই বুঝিতে পারা যায় না; আমার এস্থানে আসিয়া আবার এ কি বিপদ উপস্থিত হইল! আমি কোথায় নিরুৎসুকচিত্তে উদাসীনের ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিতেছি, তাহার উপরে এ কি দুর্ব্বিপাক ঘটিল? এই মনোহারিণী কামিনী কে? ইঁহাকে দেখিয়া আমার চিত্ত কেন এত বিচলিত হইতেছে? বোধ হইতেছে, যেন ইনি আমার চিরপ্রণয়িনী হইয়া সুদৃঢ় প্রণয়-রজ্জু দ্বারা আমাকে বন্ধন করিতে আসিয়াছেন। ফলতঃ বিশেষ ফলোপযোগিতা না থাকিলে, সহসা এরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে। এইরূপ নানা প্রকার আন্দোলন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার বুঝি পূর্ব্বের মত মৃত্যু ঘটনা উপস্থিত; নতুবা সাংসারিক সমুদায় রীতি নীতি ও লোকের সমস্ত নৈসর্গিক

আচার ব্যবহার জানিয়া শুনিয়াও কেন আমার অন্তঃকরণ ইঁহার সহিত প্রণয়ালাপে প্রবৃত্ত হইতেছে! আমার সে বিষয়বিরক্তি, বিবেকশক্তি ও বৈরাগ্যবুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল এক্ষণে কোথায় গেল? যে আজন্ম মর্ম্মান্তিক দুঘটনা, এক বার স্মরণ হইলে হৃদয় বিদারণ হইতে থাকে, সে সকল এখন কোথায় রহিল? জন্মাবধি পিতার অদর্শন, চকিতের ন্যায় সংসার-সাররত্ন মাতার সন্নিধানে অবস্থিতি এবং দেহভার পোষণের নিমিত্ত পরের দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ প্রভৃতি সমুদায় দুঃখ কি একেবারেই বিস্মরণ হইল? যাহা চিন্তা করিলে কোথায় বা প্রণয়াকাঙ্ক্ষা, ও কোথায়ই বা অকিঞ্চিৎকর বিষয়সুখের অভিলাষ থাকে! হে মনোবৃত্তি! তুমি প্রসন্না হও, আমার অন্তঃকরণে প্রথমাবধি ইহা কি সুদৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হয় নাই, যে আমি এ দেশের প্রধান পদারূঢ় দুরাত্ম লোকের নিকটে স্বীয় জীবনরক্ষার আশয়ে বিস্তর সাধ্যসাধনা করিয়া, অবশেষে কেবল দৈবানুকূলতায় রক্ষা পাইয়াছিলাম।

চন্দ্রহংস, এইরূপে অন্তঃকরণ মধ্যে বিস্তর অনুতাপ ও পরিতাপ করিয়া অনেক বিবেচনার পর স্থির করিলেন, আমার এ সময়ে এই প্রণয়প্রবৃত্তি, নিতান্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছে এবং আমি কোন মতেই ইহা নিবারণ করিতে পারিতেছি না, অতএব

ইঁহার সহিত ভবিষ্যতের কোন প্রত্যাশা না রাখিয়া, কেবল কথা দ্বারাই আমার এই উপস্থিত প্রবৃত্তির সম্মান রক্ষা করিতে চেষ্টা পাই।

এই স্থির করিয়া প্রশ্নোদ্দেশে সমীপবর্ত্তিনী সখীদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, তমালিকা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহাশয়! আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন আপনকার অন্তঃকরণ আমাদিগের প্রতি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষী হইয়াছে। অতএব আমাদিগের নিকটে সচ্ছন্দে তাহা প্রকাশ করুন; অকপট হৃদয়ে কহিতেছি, আমরা আপনকার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের অতি সুন্দররূপে সদুত্তর প্রদান করিব। তমালিকার এই কথা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রহংস তাঁহাকে মৃদু-মধুর-সম্ভাষণে কহিলেন, শোভনে! এই কামিনী কে? কাহার অপত্য? কাহার সন্দর্শনে ও কি কারণেই বা ইনি এরূপ লজ্জাবনতমুখী ও সাতিশয় নিরুৎসুকচিত্তা হইয়া রহিয়াছেন? তমালিকা কহিল, দেব! কি বলিব? যিনি এরূপ লজ্জাসন্নতমুখী, ইনি কাহার অপত্য, তাহা এক্ষণে আপনকার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু কি রূপে এই রমণীর অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন; আমরা আজি দেখিলাম, সরোবরে মৃণালিনী অত্যন্ত

উল্লাসিনী হইয়াছিলেন; কিন্তু নিজ কান্ত, নিভান্তই করদ্বারা ধারণ করিতে মানস করিয়াছেন দেখিয়া, এখন জলে ডুবিবার চেষ্টা পাইতেছেন; আপনি কি বোধ করেন? এরূপ সম্ভব হয়? চন্দ্রহংস ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, যদি একান্তই জলমগ্না হইবেন, তবে যেন কর ছাড়িয়া মগ্ন না হন; কি জানি যদি উঠিতে না পারেন, তাহা হইলে ত বিষম বিপদ উপস্থিত হইবে। বিষয়া, তমালিকার এই পরিহাস শুনিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, অয়ি দুর্ব্বৃত্তে! বুঝিয়াছি, যাহার অভিলাষ থাকে, সেই আপনি গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হয়।

এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে, এই সময়ে অবকাশ বুঝিয়া বিলাসমদা, বিষয়াকে লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রহংসকে কহিল, মহাভাগ! ইঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছেন? চন্দ্রহংস, সহাস্য আস্যে কহিলেন, কৈ না, কি বল দেখি? বিলাসমদা কহিল, দেব! অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; কুলক্রমাগত লজ্জা ও শিষ্টাচার প্রভৃতিতে একেবারে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক, ইনি আপনাতে অনুরাগিণী হইয়াছেন, এইমাত্র বলিলেই সকল কথার শেষ হইল। আর এক্ষণে প্রায় দিবা অবসান হইয়াছে, ঐ দেখুন, ভগবান কমলিনী-বল্লভ অস্তাচলাবলম্বী হইতেছেন, অতএ আর বিলম্ব

সয় না; এই সময়ে আমরা গৃহে গমন করি; আপনিও অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করুন।

এই সকল কথা কহিয়া বিলাসমদা গৃহাভিমুখে গমন করিবার উদ্যোগ করিলে, বিষয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হৃদয়নাথ কি আমার মন-আশা সম্পূর্ণ করিবেন! কি জানি, অভাগিনীর ভাগ্যদোষে যদি নাই সংঘটন হইয়া উঠে! অন্তঃকরণ মধ্যে এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে মনোভবের অতি সুকঠিন শাসনের বশীভূতা হইয়া অবিস্পষ্ট অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, প্রাণাধিক!—এই কথা বলিয়াই বিলাসমদাকে কহিলেন, সখি! আমি কি করিলাম! অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে সহসা জীবন সমর্পণ করিলাম। সখি! আমাকে ধিক! চন্দ্রহংস এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তোমাদের প্রিয়সখী কি সত্যই আমাতে অনুরক্তা হইয়াছেন? না তোমরা পরিহাস করিয়াই কেবল এইরূপ সংঘটন করিয়া দিতেছ, আমার ত বিশ্বাস হয় না, কই, এমন ত কুত্রাপি দেখি নাই যে, জলধর আবার চাতককে আপনি অন্বেষণ করিয়া লয়! ভদ্রে! এই কামিনী, এই পুরুষেতে স্বয়ং অনুগতা হইয়াছে, ইহা শুনিলে লোকে কি উভয় পক্ষকেই উপহাস করিবে না? অতএব ক্ষান্ত হও, আর ও কথার আন্দোলন করিবার

প্রয়োজন নাই, ফলতঃ তুমি আমার চিরাগত সংস্কারের কখনই অন্যথা করিতে পারিবে না। আমি উহা দেখিলেও বিশ্বাস করি না।

বিলাসমদা কহিল, মহাভাগ! আপনি যাহা বলিতেছেন যথার্থ বটে, তথাচ যে ঐরূপ ঘটিতেছে, ইহা আপনার ভবিতব্যতার কার্য্যই বলিতে হইবে। চন্দ্রহংস কহিলেন, বল দেখি, অসম্ভব ও অনৈসর্গিক কার্য্য-সকলও যে সত্য হইবে, আমার এমন কি সৌভাগ্য? বিলাসমদা হাস্য করিয়া কহিল, দেব! আপনি কি জানেন না? যে ষট্পদ, সরোজিনী দলমধ্যে পতিত হইলে সে মুদ্রিতচ্ছলে তাহাকেই আবদ্ধ করে? এই বলিয়া বিলাসমদা অন্য কিছু বলিবার আশয়ে উন্নতমুখী হইলে বিষয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করত কহিলেন, অয়ি অবিচারিণি! নলিনী, যত্ন করিলেই কি ভ্রমরকে বন্ধন করিতে পারে? অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না হইলে কাহার সাধ্য যে মনোরথ সম্পন্ন করে? চন্দ্রহংস ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, না না, আর বলিতে হইবে না, আমার সমুদায় আশঙ্কা দূর হইয়াছে, এই বলিয়া বিলাসমদাকে কহিলেন, মৈত্রে! তোমাদের প্রিয়সখীর নাম কি বল? উনি আমার হস্তে রত্ন দিয়া অবশেষে যদি প্রবঞ্চনা করেন, তাহা হইলে আমি বিরহযাতনায় মরণ সময়েও উঁহার

নাম করিয়া মরিব। বিষয়া এই সময়ে কথার অবকাশ বুঝিয়া চন্দ্রহংসকে কহিলেন, নাথ! সে বিষয়ে চিন্তা নাই মরিতে হইবে না, আমি তোমাকে হৃদয়-মন্দিরে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছি। বিলাসমদা কহিল, দেব! ইনি, "সে" এই কথার পর যে কথাটী বলিলেন, কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করিলেই বুঝিতে পারিবেন, সেই ইঁহার নাম। চন্দ্রহংস কহিলেন, হাঁ বুঝিয়াছি, উঁহার নাম বিষয়া, না হবে কেন? এই জন্যে আমার নির্ব্বিষয় মনও উঁহাকে বিষয় করিয়াছে। এরূপ বিষয় প্রাপ্তির আশা থাকিলে, কাহার মন না সবিষয়ক হইয়া উঠে।

এই সমস্ত কথা বলিতে বলিতে সমভিব্যাহারিণী সখীরা সাতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বিষয়াকে কহিল, প্রিয়সখি! রজনী, প্রায় সমাগতা হইয়াছে, আমরা আর অপেক্ষা করিতে পারি না। সখীদিগের এইরূপ ব্যগ্রতা দেখিয়া বিষয়া চন্দ্রহংসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! আমরা কুলকামিনী, গৃহে গুরু-গঞ্জনার ভয় আছে, অতএব আমাদিগের আর এখানে অবস্থিতি করা উচিত হয় না, সুতরাং এক্ষণে চরণে বিদায় লইলাম। ইহা কহিয়া পুনর্ব্বার চন্দ্রহংসকে কহিলেন, হৃদয়বল্লভ! অধিনী, যেমন লজ্জা, ভয়, শিষ্টাচার ও কুল-মর্য্যাদা প্রভৃতিতে জলাঞ্জলি

দিয়া শরণাপন্না হইয়াছে, তেমনি সম্মান রক্ষা করিও; দেখিও যেন কোন মতে অন্যথা হয় না। অনন্তর কহিলেন, নাথ! আপনি যে স্থানে গমন উদ্দেশে আসিয়াছেন, তথায় গমন করিলেই আমার মনোরথ সম্পূর্ণ হইবে; অন্যত্র যাইতে হইবে না। আমরা এক্ষণে বিদায় হইলাম। এই বলিয়া বিষয়া, বিলাসমদা ও তমালিকা প্রভৃতি সহচরীদিগকে লইয়া সত্বরে নিজ নিকেতনাভিমুখে গমন করিলেন।

বিষয়া গৃহে গমন করিলে পর, চন্দ্রহংস ক্ষণকাল বিলম্বে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমি কোথায় যাইব ও কি উদ্দেশে আসিয়াছি, প্রিয়া, এসকল সংবাদ কি রূপে জানিতে পারিলেন? বোধ হয়, এই সরসীতীরে আসিয়াই যে একটী বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের সহিত কিঞ্চিৎ কাল কথোপকথন হইয়াছিল, সেই বুঝি গিয়া প্রসঙ্গক্রমে কোন কথা বলিয়া থাকিবে, তাহাতেই শুনিয়া থাকিবেন। যাহা হউক প্রিয়তমা আমাকে কি নিদারুণ যন্ত্রনায় পাতিত করিলেন, আমি তাঁহার দর্শন ব্যতিরেকে আর ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারি না; অতএব এখন কি করি; কি রূপে আর এই মনকে প্রবোধ দি। প্রিয়া, যাইবার সময়ে বলিয়া গিয়াছেন, যে স্থানে গমন মানসে আসিয়াছি, সেই খানে যাইলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। অতএব

এক্ষণে তথায় গমন করি। হা প্রিয়ে! তুমি আমার কি দশা করিলে! কতদিনে তোমার সহিত সমাগম হইবে? তত দিন আমি বাঁচিব কি না, তাহারও স্থির নাই। যাহা হউক যেন মরিলে পুনর্জ্জন্মেও তোমাকে প্রাপ্ত হই।

চন্দ্রহংস, এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে উপবেশিতস্থান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; পরে ক্রমে ক্রমে আপন লক্ষিত প্রদেশে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কতক দুর যাইয়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, দুরাত্মা অনঙ্গের কি প্রভাব? উহার প্রতাপে শুষ্ক সরোবরেও জলজন্তুগণ অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে। শুষ্ক অথবা দগ্ধ তরুসকলও ফলপূর্ণ হয়। এমন কি? বোধ হয়, উহার প্রভাবে মরণাসন্ন ব্যক্তিও একবার সমুৎসুকচিত্ত হইয়া উঠে।

এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে অত্যল্প পথ গিয়া কতকগুলি সুশোভন গৃহস্থের বাটী দেখিতে পাইলেন। পরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া নানাবিধ সুরম্য হর্ম্ম্য ও দেবালয় প্রভৃতি দেখিতে পাইয়া রাত্রিকালে পথিমধ্যে এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্রিপুত্র মদনকিশোরের কোন্ বাটী; সে কহিল, অগ্রে যাও; কয়েক পদ গমন করিয়া আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, আমার সঙ্গে আইস: অনন্তর চন্দ্রহংসকে

ভবনের দ্বারদেশে লইয়া গিয়া কহিল, এই মদন কিশোরের বাটী ; এই বলিয়াই চলিয়া গেল।

তদনন্তর চন্দ্রহংস অভ্যন্তরে প্রবেশ করত, ক্রমে ক্রমে আরামগৃহের নিকট উপস্থিত হইয়া ভৃত্যবোধে একজনকে কহিলেন, আমাকে আর্য্য মদনকিশোরের নিকট লইয়া যাও; সে তাঁহার এই কথা শ্রবণে কোথা-হইতে ও কি নিমিত্তে আসিয়াছ, এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে মদনকিশোরের সমীপে উপস্থিত করিল এবং চন্দ্রহংস যে স্থান হইতে আগমন করিয়া-ছেন, তাহাও পরিচয় দিয়া দিল।

মদনকিশোর, চন্দ্রহংসের অসামান্য রূপলাবণ্য ও সুপ্রশান্ত গম্ভীর আকৃতি দর্শনে চমৎকৃত হইলেন, এবং পরম হৃষ্টান্তঃকরণে ও সাতিশয় সমাদর সহ-কারে তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন। চন্দ্রহংস আসনে উপবিষ্ট হইলে মদনকিশোর তদীয় স্বাগত প্রভৃতি জিজ্ঞাসিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে চন্দ্রহংস অমাত্যপুত্রকে পত্রের বিষয় অবগত করত, উৎসুকমনে গৃহের চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন ; দেখিলেন, গৃহমধ্যে প্রদীপ বা অন্য কোন দীপশিখা নাই ; কেবল মণি-মুক্তার আলোকেই আলোকময় হইয়াছে। এই সকল দর্শন করত, সাতি-শয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি

আশ্চর্য্য! মন্ত্রীর নিবাসবাটীও সামান্য সমৃদ্ধিশালী নহে। এই রূপ আন্দোলন করিতেছেন এমন সময়ে মদনকিশোর চন্দ্রহংসকে কহিলেন, কই পত্র দেও দেখি, পিতা কি সমাচার লিখিয়াছেন। অনন্তর চন্দ্রহংস আপনার উত্তরীয় বসন হইতে উন্মোচন করিয়া অমাত্যনন্দনের হস্তে পত্র প্রদান করিলেন।

মদনকিশোর, প্রথমেই চন্দ্রহংসকে দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট ও হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার পত্র পাঠ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন; কহিলেন, কুমার! পিতা, তোমার সহিত আমার ভগিনী বিষয়ার বিবাহ দিতে লিখিয়াছেন; অতএব বিলম্ব করা হইবে না; শুভকার্য্য, অতি সত্বরেই সম্পাদন করিতে হইবে। চন্দ্রহংস অমাত্যলিখিত লিপির মধ্যে বিবাহের উল্লেখ শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ অত্যন্ত ভীত ও সমধিক সন্দিগ্ধ চিত্ত হইলেন, কিন্তু বিষয়ার আশ্বাসবাক্য স্মরণ করত, পরম হৃষ্টান্তকরণে নতমস্তক হইয়া রহিলেন।

পরে মদনকিশোর, পরিচারিণীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, ইনি অত্যন্ত পথশ্রান্ত আছেন, সত্বরে বাটীর মধ্যে লইয়া যাও, এবং উত্তমরূপে ইঁহার পরিচর্য্যা কর। এইরূপ আদেশ করিলে পরিচারিণীরা অবিলম্বে তাঁহাকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেল এবং যথোচিত শুশ্রূষাদি করিতে লাগিল। এ দিকে অমা-

লিকা, তাহাদিগের মুখে চন্দ্রহংসের আগমন-সংবাদ অবগতমাত্র, দ্রুতবেগে বিষয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, সখি! তুমি এতক্ষণ যাহার চিন্তায় মগ্ন হইয়া সর্ব্ববিষয়ে একান্ত নিরুৎসুকচিত্তা ও বাহ্যজ্ঞানশূন্যার ন্যায় হইয়া আছ; সেই তোমার চিত্তচোর ভবনে সমাগত। তমালিকার এই কথা যেমন বিষয়ার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, অমনি আপনার কণ্ঠদেশ হইতে একাবলী-মালা উন্মোচন করিয়া তাহার গল-দেশে প্রদান করিলেন; কহিলেন, সখি! আমার কি সে দিন হবে? এই বলিয়াই মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন তমালিকা তাঁহার প্রতীতি সম্পাদনের নিমিত্ত নানাবিধ প্রবোধবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল।

মন্ত্রিপুত্র এই অবকাশে আপনার প্রিয়ার নিকটে উপস্থিত হইয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, দেখিতেছ কি? ভগিনীর বিবাহ, বর উপস্থিত, তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই কথা শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, কোথায়? সম্বন্ধ না হইতে? মদনকিশোর কহিলেন, না, পূর্ব্বে অবশ্যই সম্বন্ধ হইয়া থাকিবে, সম্প্রতি পিতা, তাঁহার জামাতার হস্তে এক লিপি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে একেবারে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে এক দিন স্থির করিয়া এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। অনন্তর তদীয় সীমন্তিনী, চন্দ্রহংসের দর্শনা-

ভিলাষ প্রকাশ করিলে মদনকিশোর তাঁহার অবস্থান-গৃহ দেখাইয়া দিলেন। তখন মদনকিশোরের পত্নী, বিলাসমদা, তমালিকা ও উপালিকা প্রভৃতি বিষয়ার সহচরীবর্গকে সঙ্গে লইয়া পরম কুতূহলে চন্দ্রহংসকে দেখিতে চলিলেন। মদনকিশোর-বনিতা, প্রথমেই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, এই যে বর এসেচে, আহা! বর যে ঘর আলো করেচে; বিলাস-মদা কহিল; ও সৌন্দর্য্য এখন না দেখিলেও হয়, উনি ত আপনারি লোক হইলেন। তমালিকা কহিল, আপনার না হইয়াই বা কি করেন?

অনন্তর সকলে, চন্দ্রহংসের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া বসিল; কেহ তালবৃন্ত-বীজন, কেহ গাত্রে হস্ত সন্নিবেশ ও অনেকে তাঁহার সহিত শুদ্ধ বিবিধ হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে মদনকিশোরের পত্নী, চন্দ্রহংসের নাম, ধাম, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যথোচিত আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন। এইরূপে অনেক ক্ষণ কথাবার্ত্তায় যৎ-পরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া প্রমদাগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল, চন্দ্রহংসও অবিলম্বে শয়নমন্দিরে গমন করিলেন।

পরদিন প্রভাত হইলে মন্ত্রিপুত্র মদনকিশোর, একজন জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিশারদ গণককে ডাকাইয়া বিবা-

হের এক শুভ দিন অবধারণ করিলেন এবং মহাসমারোহ পূর্ব্বক বিহিতবিধানে চন্দ্রহংসের সহিত আপন ভগিনী বিষয়ার বিবাহ প্রদান করিলেন। পরিণয়-ক্রিয়া সমাধান হইলে অমাত্যনন্দন, চন্দ্রহংসকে অমূল্য মণিমুক্তা, ধনসম্পত্তি প্রভৃতি যৌতুক দান করিলেন। নগরে মহামহোৎসব, নানাবিধ বাদ্যোদ্যম ও বিবিধ আনন্দ ক্রিয়া সকল সম্পাদন হইতে লাগিল। অমাত্যপুত্র মদনকিশোর অনাহূত, রবাহূত, দীন, দরিদ্রদিগকে মহামূল্য অলঙ্কার ও গজ, রত্ন প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। যাচক, নর্ত্তক, গায়ক ও অন্যান্য সকলেই মন্ত্রিপুত্রের যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিতে করিতে সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় হইল।

বিষয়া, স্বাবলম্বিত মনোরথ নদীর পার প্রাপ্ত হইয়া নিজ কান্ত সহ দিবা-রজনী পরমসুখে যাপন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রহংসও চিরবাসনাতীত এই স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া জগদীশ্বরের শত শত ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক, সচ্ছন্দে ও আনন্দিতমনে অনির্ব্বচনীয় প্রিয়সমাগমসুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রহংস।

চতুর্থ সর্গ।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। পরিশেষে এক দিবস, মদনকিশোর মনে মনে বিবেচনা করিলেন; আমি ত চন্দ্রহংসের সহিত আমার ভগিনীর বিবাহ দিলাম; কিন্তু পিতা ইহার কোন সংবাদ জানিতে পারিলেন না; অতএব শীঘ্র তাঁহাকে এই বিষয়ের সমাচার প্রেরণ করা উচিত। এই স্থির করিয়া অবিলম্বে এক লিপি সমভিব্যাহারে দিয়া এক জন বার্ত্তাবহকে কৌণ্ডিন্য নগরে প্রেরণ করিলেন। এখানে অমাত্য ধৃষ্টবুদ্ধি, কলিন্দের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ পূর্ব্বক তাঁহাকে কারাগারে নিবদ্ধ করিয়া নিরুদ্বিগ্নমনে রাজ্য সম্ভোগ করেন। তাঁহার লোকাপবাদ ভয়ে অবলম্বিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের আর লেশ মাত্রও নাই। কেবল অনবরত অনর্থমূল স্বকীয় দুষ্প্রবৃত্তিরই উত্তেজনা হইয়া থাকে।

একদা মন্ত্রী, সিংহাসনোপরি সমাবিষ্ট হইয়া অতিসামান্য দোষে প্রজাদিগকে নানাবিধ তিরস্কার ও

তর্জ্জন করিতেছেন, এমন সময়ে দূত আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পত্রের বিষয় নিবেদন করিল। ধৃষ্টবুদ্ধি আস্তে ব্যস্তে বার্ত্তাবহ হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পত্র পাঠ করিয়া ঘৃতাভিষিক্ত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধপ্রবৃত্তি একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মন্ত্রী সভাসদ ও আত্মীয় বান্ধব প্রভৃতি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এক কালে ভবনের বহির্দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে দৌবারিকদ্বারা কয়েক জন সেনানীপুরুষকে আহ্বান পুরঃসর তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, সেই গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ডরৌদ্রে পদসঞ্চারেই সৌবাস নগর যাত্রা করিলেন। সভাস্থ ব্যক্তিরা, সহসা তদীয় নিতান্ত অসম্বদ্ধ কার্য্য দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট ও অতিশয় সন্দিহান হইয়া সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানের উদ্যোগ করিল; কিন্তু অবিলম্বেই দৌবারিকমুখে মহারাজের স্থানান্তর গমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

এ দিকে অমাত্য ধৃষ্টবুদ্ধি, নগর হইতে বহির্গত হইয়াই, অনবরত দ্রুতবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। পথিমধ্যে বারম্বার বিবিধ দুঃখঘটনা সকল উপস্থিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র

ক্লেশ বোধ না করিয়া, দস্যুভয়াতুর পথিকজনের ন্যায় অবিশ্রান্তই যাইতে লাগিলেন। পরিশেষে পঞ্চম দিবসে, বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় সৌবাস নগরের ভবনে উপস্থিত হইলেন।

অঙ্গনে পাদক্ষেপ করিয়াই এক জন পরিচারক দ্বারা মদনকিশোরকে ডাকিতে পাঠাইলেন। পিতার আগমনসংবাদ শ্রুতমাত্র সমীপে উপস্থিত হইয়া মদনকিশোর গললগ্নবাসে পিতৃচরণে প্রণাম করিলেন এবং তদীয় অনুমতির অপেক্ষিত হইয়া নিকটে দণ্ডায়মান রহিলেন।

মদনকিশোরকে সম্মুখীন দেখিয়া ধৃষ্টবুদ্ধির, দুই চক্ষু, ক্রোধে জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হইল। কহিতে লাগিলেন, রে কুলাঙ্গার! তুমি আমার বংশে কুপুত্র জন্মিয়াছ! তুমি কাহার বাক্য শুনিয়া আমার পরম স্নেহপাত্রী কন্যাকে চন্দ্রহংসহস্তে সমর্পণ করিলে? কে তোমায় এ পরামর্শ প্রদান করিল? বুঝিলাম, এত দিনে তোমা হইতেই আমার সর্ব্বনাশ হইল! আমি এখন কি করিব? জলে না অনলে প্রবেশ করিয়া মরিব! তোমার শিরশ্ছেদন না করিলে আমার এ দুঃখ যায় না। কি বলিব তুমি আমার পুত্র, নতুবা এখনই তোমার মস্তকচ্ছেদন করিতাম।

অমাত্যের এই অকারণ তিরস্কার শ্রবণে মদন-

কিশোর যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, তাত! আমি আপনার চরণে এমন কি অপরাধ করিলাম যে, তজ্জন্য এত তিরস্কৃত হইতেছি? আমাকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন আপনার আজ্ঞানুসারে তাহাই সম্পাদন করিয়াছি, ইহাতে কি আমি এত অনুযোজ্য হইলাম? অমাত্য কহিলেন, নরাধম! কই সেই পত্র আনয়ন কর দেখি, কেমন আমি কন্যা সম্প্রদান করিতে লিখিয়াছিলাম।

ধৃষ্টবুদ্ধি, এইরূপে লিপি দর্শনের প্রস্তাব করিলে মদনকিশোর তদীয় সন্দেহ দূরীকরণের নিমিত্ত অবিলম্বেই পত্র আনিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। মন্ত্রী পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, আপনার স্বহস্তলিখিত পত্রে যথার্থই বিষয়া সম্প্রদানের উল্লেখ আছে। তখন মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন আমি পূর্ব্বে প্রিয়পুত্র মদনকিশোরেরই যে সম্পূর্ণ দোষ বিবেচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে এ বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র অপরাধ নাই; দুষ্ট চন্দ্রহংসেরই ইহাতে সম্পূর্ণ চাতুরী দেখিতেছি। পরে মদনকিশোরকে কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে অনুচিত তিরস্কার করিয়াছি, আমারই অদৃষ্টের ফল; এ বিষয়ে তোমার কোন অপরাধ নাই। এই

বলিয়া তৎকালে আর কোন কথার উল্লেখ না করিয়া সেনানীপুরুষদিগকে এক বাসস্থান নিরূপিত করিয়া দিলেন। তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তোমরা আজি সন্ধ্যার পর এই বাটীর দক্ষিণে অনতিদূরে যে চণ্ডিকা-ভবন আছে, তথায় অবস্থিতি করিবে; রাত্রিকালে যে কোন ব্যক্তি দেবীমন্দিরে গমন করে, তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদন করিবে। এমন কি, আমার পুত্রও যদি তথায় উপস্থিত হয়, তাহাকেও এ বিষয়ে উপেক্ষা করিও না। এই আদেশ দিয়া মন্ত্রী তাহাদিগকে বিলক্ষণ রূপে সতর্ক থাকিতে কহিলেন। অনন্তর বাটীর ভিতরে গমন করিলেন।

পুরের দ্বারদেশে উপনীত হইবামাত্র চন্দ্রহংস, বিষয়া-সমভিব্যাহারে আসিয়া, মন্ত্রীর চরণে প্রণি-পাত করিলেন, বিষয়াও পিতার পদে প্রণতিপূর্ব্বক অবগুণ্ঠন মুখে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা রহিলেন। অমাত্য, আপন মনোরথের নিতান্ত বিপরীত ঘটনায় যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হওয়াতে, তনয়া-সহাগত প্রণত জামাতাকে কোন আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন না; প্রত্যুত স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তির একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া, কপট বাৎসল্যভাব প্রকাশ করত, হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন ভাল, ভাল, চতুর শিরোমণি! উত্তম হই-য়াছে, ফলে সৌভাগ্যবশতই তুমি আমার কন্যার

পাণিগ্রহণ করিয়াছ। এই বলিয়াই মৌনভাবে রহিলেন। পরে বিষয়াকে সঙ্গে করিয়া নিম্নপ্রদেশের এক প্রশস্ত গৃহে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। বিষয়াকে কহিলেন মা! আমার পথপরিশ্রমে যেন গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব সুশীতল জল ও তালবৃন্ত আনয়ন কর; বিষয়া তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিলে অমাত্য অগ্রে জল পান করিয়া ক্ষণকাল আত্মশরীরে বীজন করিতে লাগিলেন; অনন্তর বিষয়া তাঁহার হস্ত হইতে তালবৃন্ত গ্রহণপূর্ব্বক ব্যজন করিতে লাগিলেন। পরে সত্বরে অন্য এক গৃহে প্রবেশ পূরঃসর পরিপাটীরূপে পিতার ভোজনের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আহার সামগ্রী প্রস্তুত হইলে মন্ত্রী স্নান আহারাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া এক সুস্নিগ্ধ ও সুখকর প্রদেশে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ধৃষ্টবুদ্ধি, চন্দ্রহংসকে আহ্বান করিয়া আপনার নিকটে বসাইলেন এবং তদীয় অন্যান্য সমুদায় কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া পরিশেষে কহিলেন কুমার! আমি আসিয়া শুনিলাম, তুমি বিবাহকালে আমাদিগের এ স্থানের সর্ব্বশুভদাত্রী ভগবতী কাত্যায়নীর চরণারবিন্দ বন্দনা কর নাই; অতএব আজি সন্ধ্যার পর বিধিবিধানে ও বিবিধ উপচারে তাঁহার পূজা করিবে। চন্দ্রহংস কহিলেন, আপনকার

অনুমতি শিরোধার্য্য করিলাম। অমাত্য কহিলেন আমাদিগের এই নিয়ম আছে, যে একাকীই দেবী-মন্দিরে গমন পূর্ব্বক ভগবতীর অর্চ্চনা করিতে হয়, সুতরাং তোমাকেও সেইরূপে সম্পাদন করিতে হইবে। এই প্রকার কহিয়া তাঁহাকে আপনার অবস্থানগৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন।

বিষয়া, আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার পিতার নিকটে আসিয়া বসিলেন এবং তদীয় সার্ব্বত্রিক মঙ্গল সমাচার প্রভৃতি নানাবিধ কথাবার্ত্তার সমুল্লেখ করত পিতৃসন্নিধানে অবস্থিত রহিলেন।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যাকাল সমাগত হইল। চতুর্দ্দিক্ তিমিরাবৃত ও আকাশমণ্ডলে নক্ষত্রগণ পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। অমাত্য বাটীর গৃহে গৃহে মণি মুক্তার আলোক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু ব্যক্তিরা নিজ নিজ নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দন ক্রিয়ার আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে মন্ত্রী চন্দ্রহংসকে আহ্বান পূর্ব্বক অম্বিকা পূজনার্থ তাঁহাকে দেবীমন্দিরে গমন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর প্রেষিকা-দিগকে ডাকিয়া পূজার সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী আয়োজন করিয়া দিতে কহিলেন। তাহারা মন্ত্রীর আজ্ঞানুসারে উদ্যোগ করিতে লাগিল। অগুরু, চন্দন, কস্তূরী প্রভৃতি সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য সকল পরিপ্রস্তুত করিল।

বৃহৎ বৃহৎ রজতপাত্রে উপকরণসমেত নৈবেদ্য ও স্বর্ণাধারে নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য পরিপূর্ণ করিয়া দিল। সুবর্ণ-কলসে সুবাসিত স্বাদু জল এবং মল্লিকা, মালতী চম্পক প্রভৃতি বিবিধ পুষ্প ও পুষ্পমালা প্রস্তুত করিল। সমুদায় আয়োজিত হইলে ধৃষ্টবুদ্ধি, পরিচারিকাদিগকে দ্রব্য সামগ্রী সকল দেবীমন্দিরে রাখিয়া আসিতে কহিলেন। তাহারা পূজার দ্রব্যাদি সুন্দররূপে সংস্থাপিত করিয়া প্রত্যাগত হইলে পর, চন্দ্রহংস একাকী চণ্ডিকার অর্চ্চনমানসে তথায় গমন করিলেন।

চন্দ্রহংস অশেষ প্রকারে সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন বটে, কিন্তু পাণিগ্রহণক্রিয়া সমাধান করা অবধি মন্ত্রী কর্ত্তৃক আত্মবিনাশ-শঙ্কা তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে একেবারেই দূরীকৃত হইয়াছিল; তথাপি এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার চিত্ত যৎপরোনাস্তি বিচলিত হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলেন, ধর্ম্মকার্য্যেও এতাদৃশ উৎকণ্ঠা হইতেছে কেন? যাহা হউক, এ আদেশ কোন ক্রমেই অতিক্রম করা হইবে না। এই মনে করিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রহংস গমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে মদনকিশোরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মদনকিশোর তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমার! তুমি এই তমিস্র-সমাকুল নিশিতে

একাকী কোথায় যাইতেছ? চন্দ্রহংস কহিলেন আর্য্য! বিবাহকালে ভগবতী চণ্ডিকার পাদপদ্ম বন্দনা করা হয় নাই, অতএব তাঁহার পূজা করিতে যাইতেছি। মন্ত্রিনন্দন কহিলেন আর্য্য! একে অন্ধকারাবৃত রাত্রি, তাহাতে তুমি এ দেশের নিবাসী নও, বিশেষতঃ এ সকল পথে কখন আগমনও কর নাই; অতএব চল, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই।

মদনকিশোর, এইরূপে গমনোদ্যত হইলে চন্দ্রহংস একাকী গমনরূপ অমাত্যনিদেশ তাঁহাকে সবিশেষ অবগত করিলেন। মদনকিশোর তদীয় বাক্যসমাপ্তির পর কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া কহিতে লাগিলেন কি আশ্চর্য্য! পিতার কি কিছু হিতাহিত বিবেচনা নাই যে ঈদৃশ বিগর্হিত কার্য্যে, অনায়াসেই বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কুমার! তুমি গৃহে প্রতিগমন কর, আমি স্বয়ং ভগবতীর পূজা করিয়া আসিতেছি; তুমি এক্ষণে নিঃশঙ্কমনে গৃহে যাও। এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিয়া আপনিই চণ্ডিকার পূজা করিতে চলিলেন। চন্দ্রহংস তাঁহাকে এ বিষয়ে বিরত করিবার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন ও অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন। যখন কোনমতেই নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন অগত্যা মদনকিশোরের বাক্যেই

নির্ভর করিয়া আপন অন্তঃকরণের অপ্রশস্ততা স্মরণ করত, বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর মদনকিশোর, দেবীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি উপচার সহকারে শঙ্খধ্বনি ও ঘণ্টাবাদন পূর্ব্বক পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এই বাদ্য শব্দ শ্রবণমাত্র সৈনিক পুরুষেরা বিবেচনা করিল, এই যে, কে একজন ঘণ্টা বাদনপূর্ব্বক ভগবতীর পূজা করিতেছে; অতএব এস, এইবেলা আমরা সত্বর হই। এই কথা কহিয়া তাহারা নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে মন্দিরের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে কিঞ্চিৎ অন্তরালে গিয়া অতি মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতে লাগিল, আমরা সকলেই মন্দিরের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান থাকি, কেবল একজন সতর্কতাপূর্ব্বক দ্বারের সন্নিকটে বিদ্যমান থাক; যখন এই পূজক, পূজা সমাপন করিয়া নতশিরে প্রণিপাত করিবে, সেই সময়ে এক তীক্ষ্ণধার খড়্গ প্রহারদ্বারা ইহার মস্তক চ্ছেদন করিবে। এবম্প্রকার যুক্তি করিয়া একব্যক্তি শাণিত অসি ধারণ করত দ্বারে দণ্ডায়মান রহিল। অপর সকলেই কিঞ্চিৎ ব্যবধানে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

কতকক্ষণের পর মদনকিশোর, ভগবতীর অর্চ্চনা সমাপ্তি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রতিমার চতুর্দ্দিকে প্রদ-

ক্ষিপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ষষ্ঠবারের পর সপ্তম বারে আসিয়া করচরণাদি বিস্তার ও মস্তক অবনতি পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে যেমন দেবীর চরণে প্রণাম করিয়াছেন, সেনানী পুরুষ, সেই সময়ে অমনি শাণিত খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক মাতর্গৃহাণ এই শব্দ উচ্চারণ করত, যথোচিত শক্তিসহকারে তাঁহার গলদেশে আঘাত করিল এবং প্রহার করিবামাত্র মদনকিশো-রের মস্তক, স্কন্ধদেশ হইতে বিভক্ত হইয়া সম্মুখীনভাবে অদূরে পতিত হইল। সৈনিকপুরুষেরা রাজাজ্ঞা পরি-পালনে কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিয়া, প্রথমতঃ সাতিশয় উল্লাসিত হইল; কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরেই আপনা-দিগের রাজপুত্রেরি এ মস্তক, ইহা প্রতীতি হওয়াতে, যে, যে স্থানে ছিল, সে সেই খানেই, যৎপরোনাস্তি ভীত, রোমাঞ্চিত ও কম্পিত কলেবরে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল; পরিশেষে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে সকলে যুক্তি করিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

এখানে, চন্দ্রহংসের দেবীমন্দিরে গমন করা অবধি অমাত্য, আপন সঙ্কল্পসিদ্ধি বিষয়ে নিতান্ত সন্দিগ্ধ ও উৎকণ্ঠিত ছিলেন; অতএব সবিশেষ অনু-সন্ধানার্থ অনতিবিলম্বে তথায় এক জন অনুচর প্রেরণ করিলেন। অনুচর, চণ্ডিকাগৃহে উপস্থিত হই-

য়াই দেখিল, মদনকিশোরের দেহ-বিযুক্ত মস্তক, প্রতিমাসমীপে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। এই ব্যাপার দর্শনমাত্র, হায় কি হইল! হায় কি হইল! এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে অমাত্য-নিবাসমুখে ধাবমান হইল। পরে তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! সর্ব্বনাশ হইয়াছে; মহা-রাজ! আর কি বলিব! কাত্যায়নী ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আমাদিগের যুবরাজের ছিন্ন মস্তক ভূতলে পতিত রহিয়াছে।

ধৃষ্টবুদ্ধি, এই কথা শ্রবণমাত্র, অত্যুচ্চ গিরিশিখর হইতে পতিত ব্যক্তির এককালে রসাতলগমনে যে রূপ অবস্থা হয়, তাহার ন্যায় ক্ষণকাল অভিভূত হইলেন। পরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, ভ্রাতঃ! আর বলিতে হইবে না, বুঝিয়াছি, আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হইল। হা পুত্র প্রাণাধিকধন! কোথায় গেলে! আমি কি পাপিষ্ঠ, কি নরাধম, যে তোমাকে বিনষ্ট করিলাম! পুত্র রে! যদি নিতান্তই মরিবার বাসনা ছিল, তবে কেন পূর্ব্বে বল নাই? তোমার মরণের অগ্রেই আপনি হুতাশনে জীবন সমর্পণ করিতাম; তাহা হইলে ত এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। এখন আমার হৃদয় বিদা-রণ হইতেছে! আমি কোন মতেই যে তোমার

শোক সহ্য করিতে পারি না! বৎস! এক বার আসিয়া দর্শন দেও, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হউক, আমি কি তোমাকেই বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত এত দিন এই কপটজাল বিস্তার করিয়াছিলাম! আমি যেমন খলমতি, আমার তেমনি দুর্গতি হইল! আহা বৎস! কেন আমায় এমন নিদারুণ যন্ত্রণায় পাতিত করিলে? আমি এখন কোথায় যাইব! কি করিব! কি উপায় দেখিব! এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে দেবী-মন্দিরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

বাটী হইতে বহির্গমনকালে চন্দ্রহংসের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রে দুর্ম্মতে! আমি চণ্ডিকাপূজনের নিমিত্ত যে, তোমা-কেই যাইতে আদেশ করিয়াছিলাম, কেন তথায় গমন কর নাই? কেন আমার প্রিয়পুত্র মদন-কিশোরকে প্রেরণ করিয়াছিলে? চন্দ্রহংস, তাঁহার এই প্রকার ব্যাকুলতাদর্শনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও ভীত হইয়া কহিলেন, দেব! আমার দোষ নাই, তিনি আমাকে বাটীতে, প্রতিনিবৃত্ত করিয়া দিয়া আপনিই তথায় গমন করিলেন, তাঁহাকে কত নিষেধ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই আমার কথা শুনিলেন না, ইহাতে আমার অপরাধ কি? অমাত্য এই কথার আর কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া তৎক্ষণাৎ

অমনি দৌড়িয়া চলিলেন। পরে দেবীমন্দিরের দ্বার-দেশে উপনীত হইয়া যুথভ্রষ্ট কুরঙ্গের ন্যায় গৃহের চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন; শোকাচ্ছন্নমনে মনোযোগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ যত অনুসন্ধান করেন, কেবল অন্ধকারময় বোধ হয়, কিছুই দেখিতে পান না; অনন্তর অনেক ক্ষণ এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, প্রিয়নন্দন মদনকিশোরের মস্তক ভূমি-তলে পতিত রহিয়াছে। মন্ত্রী, দেখিয়াই সেই মুণ্ড দুই হস্তে ধারণ করিয়া হা পুত্র কোথায় গেলে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; নেত্রজলে বক্ষঃস্থল পরিপ্লুত হইয়া গেল। শোককাতর-মনে কত খেদ, কত আক্ষেপ ও কত অনুতাপ পরি-তাপ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মনে মনে স্থির করিলেন, আমার এ জন্মে একেবারে সকল সুখের আশা ফুরাইয়া গিয়াছে! আমি চিরদিন এ যন্ত্রণা কি রূপে সহ্য করিব! আমার মদন-কিশোরও আর ফিরিয়া আসিবে না এবং আমিও চিরকাল এ দুঃসহ যাতনা সহিতে পারিব না! অত-এব এক্ষণে মরণই মঙ্গল! আমার এ জীবনে ধিক্! ঐশ্বর্য্যে ধিক্ এবং আমার কার্য্যেও ধিক্! অন্তঃ-করণে এইরূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়াতে অমাত্য, তৎক্ষণাৎ দেবীহস্ত হইতে অসি গ্রহণ পূর্ব্বক আপ-

নার গলদেশে প্রহার করিলেন এবং আঘাতমাত্র পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে চন্দ্রহংস, বহির্ভবনের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া অনিষ্টাশঙ্কমনে মন্ত্রীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন; যখন দেখিলেন, রাত্রি অধিক হইয়া আসিল, তথাপি প্রত্যাগত হইলেন না, তখন আপনিই গমন করিতে উদ্যত হইলেন। একে ঘোর অন্ধকারাবৃত রজনী, তাহাতে আবার বিপদ-সংশ্লিষ্ট মনের সন্দিগ্ধতা। চন্দ্রহংস, একজন দ্বারপালকে সঙ্গে লইয়া সাহসে নির্ভরপূর্ব্বক, সেই সঙ্কটসমাকীর্ণ বিভাবরীতে, এই সমস্ত ঘটনার সবিশেষ অনুসন্ধানার্থ চণ্ডিকাভবনে চলিলেন। অনন্তর তথায় উপস্থিত হইয়া ক্রমে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত, একস্থানেই দণ্ডায়মান হইয়া গৃহের চারিদিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে প্রণামমানসে অধোভাগে দৃষ্টিপাত করিয়াই, ধৃষ্টবুদ্ধি ও মদনকিশোরের মস্তক, গৃহতলে পড়িয়া আছে, দেখিতে পাইলেন। এই অসম্ভাবিত বিষয় নেত্রগোচর হইবামাত্র, একান্ত বিস্মিত ও ভয়ে অভিভূত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি সর্ব্বনাশ! কে এমন কর্ম্ম করিল! এমন অসমসাহসিক গর্হিতাচরণে কে প্রবৃত্ত হইল! হায়! এরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার ত কখন

দৃষ্ট হয় নাই! কুত্রাপি শ্রবণও করি নাই! আমা হইতেই কি এই ব্যাপার ঘটিল! আমি পূর্ব্বে এমন জানিলে আর্য্যের চরণে ধরিয়া বাটীতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া দিতাম। কিন্তু যাহা গত হইয়াছে, তাহার ত উপায় নাই; অতএব এখন কি করি, কাহার শরণাগত হই; কি রূপেই বা এই বিষম দুর্নিবন্ধ বিষয়ের উদ্ধার সাধন করি। যাহা হউক, এক্ষণে এই ভগবতী নগেন্দ্রনন্দিনীর শরণাপন্ন হই ও ইঁহারই আরাধনা করিতে আরম্ভ করি; তাহা হইলেও যদি ইহার কোন প্রতীকার সাধন হয়।

এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে চণ্ডিকার নানাবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। চন্দ্রহংস ভগবতী কাত্যায়নীর সমীপে বিধিবিধানে বিস্তর স্তব স্তুতি করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না। যখন সর্ব্বেশ্বরী, কোন মতেই অনুকূল হইলেন না দেখিলেন, তখন মৃতমন্ত্রীর হস্ত হইতে সেই সুতীক্ষ্ণ অসি লইয়া আপনার গলদেশে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন; মনে করিলেন, এ সকল শুদ্ধ বিধাতারই চাতুরী, আমাকে বারম্বার এইরূপ যন্ত্রণায় পাতিত করাই তাঁহার সম্পূর্ণ অভিলাষ! তিনি কেবল আমাদিগের নিমিত্তই এই সকল সুকঠিন যাতনার সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

তবে আর কেন? আর এ জীবনে প্রয়োজনকি? এ-জন্মে আমার প্রণয়সুখভোগের অভিলাষ কেবল আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক বলিয়া বোধ হইতেছে! ফলে জন্মান্তরে এমন কি সুকৃতি করিয়াছি যে, এ জন্মে সুখে কালক্ষেপ করিব! অন্তঃকরণ মধ্যে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে ভাবিলেন একি! এখনও বিলম্ব করিতেছি! আর অপেক্ষা করা উচিত নয়, এই সময়ে শীঘ্রই প্রাণপরিত্যাগ করা বিধেয়। পরে সম-ভিব্যাহারী দৌবারিককে কহিলেন, তুমি বাটীতে গমন কর; বাটীর সকলকে বলিও, তোমাদিগের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না! আর অনর্থ কোন বিষয়ে আশা বা অভিলাষ করিও না! আর কোন বিষয়েই প্রকৃত রূপে সযত্ন হইও না! এবং যথার্থ ধর্ম্মশাসন স্মরণ করিয়া নিরয়সাধন কোন গর্হিত কার্য্যও করিও না! প্রিয়াকে বলো, এজন্মে সংসারসুখ অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না! জন্মান্তরে যদি কখন পুনঃসমাগম লাভ হয় ও এই সকল সুকঠোর দুষ্কর্ম্ম ভোগের পর যদি অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে মনের মত প্রণয়ালাপ করিব। এই বলিয়া গলদেশে অসিপ্রহার-মানসে যেমন হস্ত উত্তোলন করিয়াছেন এই কালে ভগবতী কাত্যায়নী, সেই প্রতিমা হইতে আবি-র্ভূতা হইয়া কহিলেন, বৎস! ক্ষান্ত হও, প্রাণ পরি-

ত্যাগ করিও না, এই আমি তোমার অভীষ্ট সম্পাদন করিতে আসিলাম।

চন্দ্রহংস, তাঁহাকে সহসা আবির্ভূত ও এইরূপ অনুকূল দেখিয়া, একদা ভয় ও বিস্ময়রসে পরিণত হইলেন। অনন্তর দেবীর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভক্তি-রসাভিষিক্ত ও পুলকিত অন্তঃকরণে কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার নানাবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবতী, তাঁহার স্তবাদিতে পরিতুষ্টা হইয়া কহিলেন, বৎস চন্দ্রহংস! তোমার সর্ব্বপ্রশংসনীয় এতাদৃশ সাধুশীলতায় আমি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব এক্ষণে আপনার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। চন্দ্রহংস কহিলেন, মাতঃ! আমার সম্প্রতি অন্য কোন প্রার্থনা নাই; আমাকে এই বর দিন, যেন আপনকার অনুগ্রহে এই মন্ত্রী ও মন্ত্রীপুত্র, অবিলম্বে পুনর্জ্জীবিত হয়েন। ভগবতী তথাস্তু বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

পরে তাঁহার বরপ্রসাদে ধৃষ্টবুদ্ধি ও মদনকিশোর নিমেষ কালমাত্রেই জীবন প্রাপ্ত হইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ভূমি-শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। মন্ত্রী দেখিলেন, সম্মুখে দ্বিতীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় চন্দ্রহংসের সুবিমল মুখচন্দ্র দীপ্তি পাইতেছে, উপরে সাক্ষাৎ আবির্ভূতা ঐশী শক্তির ন্যায় ভগবতী চণ্ডিকার প্রতি-

মূর্ত্তি জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে, এবং আপনার প্রিয়পুত্র মদনকিশোরও সমীপে উপবিষ্ট আছে। এই সমস্ত দৃষ্টি করত, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অমাত্যের অন্তঃকরণ এক কালে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন ও ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হইল। মদনকিশোরও এই ব্যাপার দর্শনে যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত হইয়া মনে মনে নানা প্রকার বিতর্ক করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে ধৃষ্টবুদ্ধির এইসকল ঘটনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়াতে, মনোমধ্যে চন্দ্রহংসকে উদ্দেশ করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ইনি সামান্য ব্যক্তি নহেন; ইঁহার অবশ্যই কোন উৎকৃষ্টতর দৈবশক্তি থাকিবে। তাহা না হইলে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, যে আমার পুত্র মদনকিশোর পঞ্চত্ব পাইয়াছিল এবং আমিও এই মাত্র আত্মঘাতী হইয়াছিলাম; এক্ষণে কিরূপে জীবিত হইলাম? ফলতঃ এই অসামান্য পুরুষের তপোবলে আমরা উভয়েই পুনর্জীবিত হইয়াছি, সন্দেহ নাই।

পরিণাম-শুভকর ধর্ম্ম সাধন দ্বারা দুস্তর সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইলে মূঢ়চেতাদিগেরও অন্তঃকরণে যথার্থ সাধুতার উদয় হয়, অমাত্য, এতদিন স্বকীয় প্রবলতর কুপ্রবৃত্তিবশে শুদ্ধ অসন্মার্গেই প্রস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে যথার্থই সদ্গুণের উদ্রেক হওয়াতে, একে-

বারে কপটতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত বাক্যেই চন্দ্রহংসকে সম্বোধন করত, দেবতাতুল্য বোধে কহিলেন, রাজপুত্র! আমার গতি কি হইবে বল? অনুগ্রহ করিয়া আমার সমুদায় অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে। চন্দ্রহংস মন্ত্রীর এই অনুনয়োক্তি শ্রবণে অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, দেব! এ কি বলিতেছেন? ও সকল কথা বলেন কেন? এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন পুনর্ব্বার কখন এরূপ বিপদে পতিত হইতে না হয়। অমাত্য কহিলেন, কুমার! এস, একবার তোমার সহিত গাঢ় আলিঙ্গন করি। এই বলিয়া পরম সম্প্রীতমনে উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। মদনকিশোরও চন্দ্রহংসের সহিত আলিঙ্গন করিয়া পূর্ব্বের মত প্রণয়ালাপ করিতে লাগিলেন। পরে নানাবিধ কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে আনন্দিত মনে সকলে বাটীতে আগমন করিলেন।

চন্দ্রহংস।

পঞ্চম সর্গ।

নিঃশেষরূপে রাত্রি অবসিত ও প্রভাতকাল প্রায় সমাগত হইয়াছে, এই সময়ে সকলে ভবনে উপনীত হইলেন। ক্রমে পূর্ব্বদিক্ ধূসরবর্ণ ও আকাশমণ্ডলে তারকাসকল স্তিমিতজ্যোতিঃ হইয়া আসিল এবং নগরে লোকদিগের নানাবিধ কোলাহল আরম্ভ হইল। তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক আরামগৃহে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন ও অশেষ প্রকার প্রমোদজনক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রমে ক্রমে বেলা এক প্রহর অতীত হইলে আহারাদি সমুদায় দিবসীয় ব্যাপার সম্পাদন করত, চন্দ্রহংস ও মদন-কিশোর পুনর্ব্বার তথায় আসিয়া সমাসীন হইলেন। ধৃষ্টবুদ্ধি অন্য এক গৃহে অবস্থিত হইয়া আপনার আত্মীয়বর্গকে আহ্বান পুরঃসর আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সে দিন অতিবাহিত হইল।

পরদিন মন্ত্রী চন্দ্রহংসকে সুমধুর-সাদর সম্ভাষণে

আহ্বান করিয়া কহিলেন, রাজকুমার! তুমি অতি সাধুশীল ও অসামান্য ব্যক্তি। আমি নিতান্ত পাষণ্ড ও দুরাচার, এই নিমিত্তই এতাদৃশ সৎস্বভাব ব্যক্তিকে অশেষবিধ যন্ত্রণা ও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রদান করিলাম। আমি নৃশংস রাক্ষস; নতুবা কেন তোমার অনন্যস্বত্ব পিতৃ সম্পদ অন্যায় পূর্ব্বক গ্রহণ করিব ও তোমার পুনঃ পুনঃ প্রাণ সংহারের চেষ্টা পাইব! যাহা হউক, আমি তোমার প্রতি যে সমস্ত অন্যায়াচরণ করিয়াছি, এক্ষণে অকপটমনে সমুদায়ই আমাকে মার্জ্জনা করিতে হইবে। তুমি স্বচ্ছন্দে আপন রাজ্যে গমন কর এবং নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগচিত্তে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনাদি করিয়া সুখে কাল যাপন কর। আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম। আমার আর রাজ্যে বা ঐশ্বর্য্যে, কিছুতেই প্রয়োজন নাই। আমি এখন সেই নির্ম্মল স্থিরানন্দ পরমেশ্বরের আরাধনায় মনোনিবেশ করিলাম। অতএব এখন বনে গিয়া সেই পরমপদ অনাথনাথের শরণাপন্ন হই; তাহ হইলেও যদি এই সমস্ত কলুষান্ধকার দূরীকৃত হইয়া পরলোকে কোন সদ্গতি হয়।

এই সকল কথার পর মন্ত্রী, মদনকিশোর ও বিষয়াকে ডাকিয়া বনবাস-যাত্রার প্রস্তাব করিলে, তাঁহারা উভয়েই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বাটীর অন্যান্য

পরিজনেরাও নিতান্ত বিষাদিত হইল। মদনকিশোর তাঁহার এই বিষম অধ্যবসায়ের সবিশেষ কারণ জিজ্ঞাসু হইলে ধৃষ্টবুদ্ধি, চন্দ্রহংসকে বন প্রেষণ করা অবধি চণ্ডিকালয়ে আপনাদিগের নিধন পর্য্যন্ত, সমুদায় আত্মদুষ্কৃতির বিষয় বর্ণন করিলেন। মদনকিশোর ও চন্দ্রহংস তাঁহাকে গৃহাশ্রমে থাকিয়াই ধর্ম্মসাধন করিতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। বিষয়া পিতার চরণে নিপতিত হইয়া তদীয় বনবাস গমনবিষয়ে বার-ম্বার নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মন্ত্রীর অন্তঃ-করণে যথার্থ বৈরাগ্যোদয় হওয়াতে, তিনি কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন না। বিষয়া ক্রমাগতই রোদনপরায়ণা হইলে অমাত্য, তাঁহাকে বহুবিধ প্রবোধ বচনে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিয়া পরিশেষে সকলের নিকট বিদায় লইয়া বনপ্রস্থান করিলেন।

মন্ত্রী বাটী হইতে গমন করিলে পর কয়েক দিবস পর্য্যন্ত সকলেই নিতান্ত নিরুৎসুক ও বিষণ্ণচিত্তে ক্ষেপণ করিল। পরে ক্রমে ক্রমে অন্তঃকরণের স্নেহ-ভাব প্রভৃতির শৈথিল্য হইলে নিজ নিজ কর্ত্তব্য-সাধনে ব্যাপৃত হইতে লাগিল। চন্দ্রহংস কিছু দিন শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিলেন। প্রতিদিন নানা-বিধ নব নব আহার বিহার ক্রিয়া সকল সম্পাদন হইতে লাগিল। অনন্তর বিষয়া যে রূপে তদীয়

সমাগমলাভ করিয়াছিলেন, এক দিবস তাহা সবিশেষ কহিয়া, চন্দ্রহংসের সমুদায় সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিলেন এবং তিনিও মধ্যে মধ্যে বিষয়াকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিয়ৎকাল গত হইল।

পরিশেষে চন্দ্রহংস, এক শুভদিন অবধারণ করিয়া স্বরাজ্যে গমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। মদনকিশোর ভগিনীর শ্বশুরালয়ে গমনাবধারণ শুনিয়া নানাবিধ রত্নালঙ্কার ও দ্রব্য সামগ্রী সমস্ত প্রস্তুত এবং হস্তী, ঘোটক, রথ, শিবিকা প্রভৃতি সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। চন্দ্রহংস, গমনের পূর্ব্বদিবসে মদনকিশোরকে সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া কহিলেন, আর্য্য! তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না। অতএব এক্ষণে তোমাকে আমার সমভিব্যাহারেই গমন করিতে হইবে। মদনকিশোর তাঁহার বাক্যে স্বীকৃত হইলেন। সে দিন চন্দ্রহংস তাঁহার সহিত দিবাভাগে কত কৌতুক, কত পরিহাস ও আমোদ আহ্লাদ করিলেন। পরে যামিনী সমাগতা হইলে সাতিশয় উল্লাসিতমনে কামিনীমন্দিরে গমন করিলেন ও এককালে পল্যঙ্কে গিয়া সমাসীন হইলেন। চন্দ্রহংস উপবিষ্ট হইলে বিষয়া ক্রন্দন করিতে করিতে আসিয়া কহিলেন, নাথ! তুমি আপন রাজ্যে গমন করিবে,

ইহা যৎপরোনাস্তি আনন্দের বিষয় বটে, কিন্তু আমার পিতার কি গতি হইল? তিনি কি এত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে অবশেষে তাঁহাকে বনবাসী হইতে হইল! তাঁহার পাপের কি আর কোন প্রায়শ্চিত্ত ছিল না?

. চন্দ্রহংস প্রিয়াকে নিতান্ত দুঃখিতা ও এইরূপ রোদনপরায়ণা দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি পিতার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমার নিকট এই রূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাক বটে, কিন্তু স্ত্রীজাতিদিগের শুদ্ধ প্রবোধ বচনে সান্ত্বনা প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই; এই নিমিত্তই আমি এত দিন তোমাকে কোন কথা বলি নাই। ফলে তোমার অন্তঃকরণ উত্তরোত্তর যখন দুঃখিতই হইতে লাগিল, ও কালেতেও নিবৃত্তি পাইল না, তখন আমার কর্ত্তব্য সাধনে অবশ্যই মনোযোগা হইতে হইল। এই বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, প্রিয়ে! এই সংসারে ধর্ম্মই সার পদার্থ, কিছুই সঙ্গে যায় না; এই ভয়ঙ্কর গভীর সংসার-যাত্রায় অসময়ে কেহই অনুকূল হয় না, কেবল এক মাত্র ধর্ম্মই সহায়তা করিয়া থাকেন। পিতা বনবাসে গমন করিয়াছেন তাহাতে দুঃখের বিষয় কি? তিনি যে এই সুদৃঢ় সংসার-পাশ ব্যবচ্ছেদ পূর্ব্বক অনায়াসে সৎপথের পথিক হইতে পারিয়াছেন, তাহাতে পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবেক। বিশেষতঃ তাঁহার

এ তৃতীয়াশ্রমেরি সময়; তিনি উত্তম কর্ম্মই করিয়াছেন। দেখ, নল রাজা, মহারাজ যুধিষ্ঠির, ও জনক রাজ প্রভৃতি কেবল পরিণাম সুখকর ধর্ম্ম সঞ্চয়ের নিমিত্ত চিরজীবন, কত ক্লেশ ও কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন। ফলতঃ প্রিয়ে! আমি তোমাকে এ-বিষয়ের একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস বলি, তাহা শ্রবণ করিলেই বোধ হয়, তোমার পিতৃ-বনবাসজনিত দুঃখের অনেক হ্রাস হইতে পারিবে; অতএব এক্ষণে মনোযোগ কর।

মলয়কেতু গন্ধর্ব্বের ইন্দুবদনা নাম্নী কন্যা ছিল। গন্ধর্ব্বতনয়ার রূপ জগদ্বিখ্যাত। একদা ভগবান্ কুমুদিনী নায়ক অস্তাচল গত হইলে, আবাস তরুস্থিত বিহঙ্গম কুল স্ব স্ব আহারান্বেষণে দিগ্দিগন্তে প্রস্থান করিলে, কল-হংস সকল অবগাহন বাসনায় মানস সরোবরে অবতীর্ণ হইলে, গন্ধর্ব্বতনয়া মন্দাকিনী প্রবাহে অবতরণ পূর্ব্বক জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সারস্বত নামে এক মুনিকুমারও এই সময়ে আপনার তপস্যা-সাধনের নিমিত্ত সেই স্থানে সমাগত হইলেন। তপোধন-যুবা গন্ধর্ব্বতনয়ার চমৎকার রূপমাধুরী ও ভাবভঙ্গী দর্শনে তৎক্ষণাৎ বিমোহিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আহা এ কি দেখিলাম! আজি আমার নয়নসম্পদ, বুঝি বিষয়সাগরেই নিমগ্ন

হইল! কে বলে, বিধাতার নির্ম্মাণচাতুরী, প্রশাসিত মনোবৃত্তির উপরে আধিপত্য করিতে অক্ষম?

সারস্বত, গন্ধর্ব্বকুমারীকে কিঞ্চিৎকাল অনন্যচিত্তে নিরীক্ষণ করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমার অন্তঃকরণ বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে; শাস্ত্রকারেরা বিকারের সামগ্রী শীঘ্রই পরিহার করিতে কহিয়াছেন, অতএব আর আমার এ স্থানে থাকা উচিত নহে। এই স্থির করিয়া সে দিন তপস্যা নিবারণ পূর্ব্বক কুটীরে প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু গন্ধর্ব্বকুমারীর সেই মোহিনী মূর্ত্তি সন্দর্শনে অন্তঃকরণ বিচলিত ও সর্ব্বশরীর বিকল হওয়াতে, প্রস্থানসময়ে পদে পদে পাদস্খলন হইতে লাগিল। ফলকঃ কিঞ্চিৎ দূর গিয়াই পথিমধ্যে ক্ষতচরণ হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পতিত হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি! আজি কুটীর হইতে বহির্গমন কালে বিবিধ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে উপেক্ষা করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার বিলক্ষণ প্রতিফল হইল! তপোধন সারস্বত, এই বিতর্ক করিতে করিতে আস্তে আস্তে উঠিয়া পুনরায় গমন করিবার উদ্যোগ করিলেন।

গন্ধর্ব্বকুমারী, মুনিকুমারকে নেত্রগোচর করা অবধি তদীয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আকৃতির একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া এই আশ্চর্য্য রহস্য একদৃষ্টে অবলোকন

করিতেছিলেন, অতএব তাঁহার ঈদৃশ দুর্ঘটনায় দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া সত্বরে ধাবমান হইলেন। পরে অবিলম্বে নিকটে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনার এরূপ দুরবস্থা দেখিতেছি কেন? সারস্বত কহিলেন, অয়ি অনুকূলচিত্তে! আমার দুঃখের কথা পশ্চাৎ বলিব, সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, তোমার কি বিবাহ হইয়াছে? গন্ধর্ব্বকুমারী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহাভাগ! হাঁ আমি বিবাহিতা। মুনিকুমার কহিলেন, অয়ি উদারচরিতে! তবে তুমি এ স্থান হইতে গমন কর।

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দুবদনা, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, শুনিয়াছি, মুনিজনের অন্তঃকরণ নিতান্ত রোষপরবশ; কি জানি, সামান্য অপরাধেও অভিসম্পাত করিতে পারেন। সুতরাং এ স্থান হইতে গমন করাই শ্রেয়ঃ। এই বিবেচনা করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইন্দুবদনা গমন করিলে পর মহর্ষি সারস্বত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, মন্দ নয়, আমি বাল্যকালাবধি নানা শাস্ত্রের অধ্যয়ন, অনুক্ষণ পিতার সমভিব্যাহারে থাকিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা, ব্রহ্মানুষ্ঠান এবং বহু কষ্টে দুর্ব্বৃত্ত ইন্দ্রিয় সমুদায়ের সংযম প্রভৃতি সৎপথের উপায় সকল অভ্যাস করি-

লাম; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সহসা এক কামিনীর সৌন্দর্য্য অবলোকনে এক কালে অপদার্থের ন্যায় হইয়া পড়িলাম! আর ইহাও এক প্রকার বিচিত্র রহস্য যে এই কামিনী আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া, সদয় হৃদয়ে আমার নিকট আগমন করিয়াছে, বোধ হয়, স্ত্রীজাতি, এইরূপ সরলান্তঃকরণই হইবে। যাহা হউক, আমি ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া উত্তম কর্ম্মই করিয়াছি। শাস্ত্রে, পরস্ত্রী-সংস্পর্শবিষয়ে বারম্বার প্রতিষেধ আছে। সুতরাং ঈদৃশ বিষয়ে আমার প্রবৃত্ত হওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে ক্রমে আপনার আবাস-কুটীরে উপনীত হইলেন।

দুশ্চেষ্ট অনঙ্গবিলাস, একবার প্রগাঢ়রূপে অন্তঃকরণকে আক্রমণ করিলে, আর নিস্তার নাই; তখন নিতান্ত সাধুশীল ব্যক্তিরাও অসারের ন্যায় হইয়া পড়েন। মহর্ষি সারস্বত, আপনার প্রবলতর বুদ্ধিবৃত্তির উপদেশানুসারে অন্তঃকরণমধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন বটে, কিন্তু অনতিকাল-বিলম্বেই কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া ব্যাকুলহৃদয়ে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনবরত কেবল এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন পরস্ত্রী-সংসর্গ, যৎপরো নাস্তি অধর্ম্মের বিষয়; অতএব আমি কখন ইহাতে

প্রবৃত্ত হইব না, কোন মতেই এই জঘন্য প্রবৃত্তির অনুগামী হইব না; আমার এই মনোবৃত্তি সকলকে কস্মিন্ কালেও কুপথ গমনে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না।

সারস্বত, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন, হেমকূট পর্ব্বতে পিতা অনেক কাল তপস্যা করিতেছেন, অতএব এক্ষণে তাঁহার নিকটে যাই। তথায় উপস্থিত হইলেই আমার দুষ্প্রবৃত্তির অনেক দমন হইতে পারিবে। তাঁহার প্রশান্ত আকৃতি, গম্ভীর স্বভাব, ও ব্রহ্মপরায়ণতা দর্শন করিলেই আমার অন্তঃকরণে শান্তি রসের উদয় হইবে। এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া তথায় গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর হেমকূটের অধিত্যকায় পাদক্ষেপ করিয়াই দেখিলেন, সেই কামিনী বয়স্যাগণ সমভিব্যাহারে লইয়া এক অত্যুচ্চ শিলাময় প্রদেশে বিহার করিতেছে। সারস্বত তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমতঃ সাতিশয় বিরক্ত হইলেন বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে তাঁহার পূর্ব্বের মত দুরবস্থা উপস্থিত হওয়াতে, তিনি আপন অন্তঃকরণকে সেইরূপ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ইন্দুবদনা তাঁহাকে নিকটে দেখিতে পাইয়া প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন মহাভাগ! কোথায় যাইতেছেন? চলুন, আজি আমাদিগের বাটীতে আপনাকে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে।

সারস্বত, প্রথমে তাঁহার বাক্যে অসম্মত হইলেন বটে, কিন্তু বারম্বার তদীয় অনুরোধ শ্রবণে মনে করিলেন, কি হানি আছে, আতিথ্য গ্রহণে দোষই কি? বরং অস্বীকার করিলে অধর্ম্ম হইতে পারে। অনন্তর গন্ধর্ব্বকুমারীকে কহিলেন, কই কতদূর তোমার বাটী, ভাল, অদ্য তোমারি গৃহে গিয়া অতিথি হই।

মুনিতনয়, এইরূপে স্বীকারপরায়ণ হইলে গন্ধর্ব্বকুমারী ইন্দুবদনা তাঁহাকে আপনার সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন। অনন্তর ক্রমে ভবনে উপস্থিত হইয়া এক সর্ব্বোচ্চ ও প্রশস্ত গৃহমধ্যে উপস্থিত করিলেন। পরে স্বয়ং পাদ প্রক্ষালিত করিয়া দিয়া, সেই স্থানে উপবেশন করিতে কহিলেন। সারস্বত উপবিষ্ট হইলে ইন্দুবদনা পরিপাটীরূপে তদীয় আতিথ্য সেবনের সমুদায় উদ্যোগ করিয়া দিলেন। মহর্ষি সমস্ত প্রস্তুত দেখিয়া আহার করিতে বসিলেন। তিনি ভোজন ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইত্যবসরে ইন্দুবদনা উত্তমরূপ বেশ ভূষা সমাধান পূর্ব্বক, তাঁহার নিকটে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন; কহিতে লাগিলেন মহাভাগ! আপনার এই নবীন বয়স, এখন তপস্যার সময় নহে; আমার এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া কিছু দিন বিষয়সুখ সম্ভোগ করুন। মুনিকুমার কহিলেন সুন্দরি! আমরা তপস্বিজাতি, আমাদিগকে ও সকল অনুরোধ করা

নিষ্ফল। ইন্দুবদনা কহিলেন, দেখুন, আমার স্বামী, সম্প্রতি তীর্থযাত্রায় গমন করিয়াছেন, বোধ হয় তিনি কিছুকাল পরেই বাটীতে আগমন করিবেন। তাঁহার মানস আছে, যে তিনি অন্ততঃ ভবাদৃশ সৎ-পুরুষদিগের এক বারও চরণসেবা করেন। আরও দেখুন, আমরা গন্ধর্ব্বজাতি, ভক্তিপরায়ণতা আমা-দিগের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম বলিলেও হয়। সুতরাং আপনার প্রতি তদ্বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম ঘটিবারও সম্ভাবনা নাই। মুনিকুমার কহিলেন গন্ধর্ব্বতনয়ে! বলিতে হয় না, ঈদৃশ সুখ-সম্পদ্ অন্বেষণ করিয়া পাইলেও অনেকে, চরিতার্থতা লাভ বোধ করিয়া থাকে; কিন্তু তাপসজাতিদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয় সুখের অভিলায কোথায়? যাহা হউক এক্ষণে আমার আতিথ্য রক্ষা হইয়াছে; অতএব এই সময়ে অপসারিত হওয়াই উচিত। গন্ধর্ব্বকুমারী কহিলেন, যদি নিতান্তই গমন করিবেন, তবে একবার আমার সমভিব্যাহারে আসুন। এই বলিয়া তাঁহাকে এমন এক স্থানে লইয়া গেলেন, যে সেখানে মুনি-জনেরও অনায়াসে মন মোহিত হয়, এরূপ শয্যায় শয়ন করাইলেন যে তাহাতে শয়নমাত্র সকলেরি অমৃতহ্রদে নিমগ্ন হইতেছি বলিয়া বোধ হয়; এবম্প্র-কার ক্রীড়া কৌতুক সকল আরম্ভ করিলেন, যে মুনি-

কুমারের এক এক বার এমনি হাস্য উপস্থিত হইতে লাগিল, যে তাহার আর নিবারণ হইতে পারে না, ক্ষণে ক্ষণে এমনি বিস্ময়সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন যে বারম্বার তাঁহার সংজ্ঞাশূন্য হইতে লাগিল। বহুক্ষণ এইরূপ কৌতুকাদি করিয়া ইন্দুবদনা তাঁহার সন্নিধানে আসিয়া কহিলেন মহাভাগ! কেমন আর আপনি এস্থান হইতে যাইবার অভিলাষ করেন? তপোধন সারস্বত কহিলেন, না, আমাকে অবিলম্বেই গমন করিতে হইবে। তখন ইন্দুবদনা তাঁহার প্রতি বিরক্তা হইয়া কহিলেন, তবে যান্ এখনই আপনার অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করুন। অনন্তর একজন সহচরীকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে যে স্থান হইতে আনিয়াছিলেন, সেই খানে রাখিয়া আসিতে কহিলেন। যাইবার সময়, আমি কেমন করিয়া গন্ধর্ব্বকুমারীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব? গন্ধর্ব্বতনয়াকে না দেখিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব? কি রূপেই বা আমার এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তপস্যাধর্ম্ম রক্ষা করিব? এই সমস্ত অনর্থকর চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ পর্য্যাকুলিত হইতে লাগিল। কিঞ্চিদ্দূর গিয়াই গন্ধর্ব্বকুমারীর সহচরীকে কহিলেন আমার ত আর পা উঠিতেছে না, আমি আর গমন করিতে পারি না। পরে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, না চল, যাইতে হইল; অনন্তর কয়েকপদ

গমন করিয়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন আমার অন্তঃকরণ যৎপরোনাস্তি আকুলিত হইয়া আসিতেছে, অতএব এক্ষণে কি করি, গন্ধর্ব্বতনয়ার দুষ্পরিহার্য্য প্রণয় কার্য্যেই নির্ভর করি, কি তপস্যায় অভিনিবেশ করিবার চেষ্টা পাই। এইরূপ সংশয়ারূঢ় হইয়া ভাবিতে ভাবিতে দুই চারি পদ গমন করত, ক্রমে ক্রমে এমনি দুর্ব্বল ও ভগ্নোৎসাহ হইতে লাগিলেন যে আর কোন ক্রমেই যাইতে সমর্থ হইলেন না; পরে সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া গন্ধর্ব্বকুমারীর সহচরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন গন্ধর্ব্বকন্যকে! আমার সর্ব্বশরীর যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে; বুঝি আমার আর কুটীরে পৌঁছান হইল না। মুনিকুমার তখনও মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন কোন মতেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা হইবে না, প্রিয়ে! দেখ দেখি. ধর্ম্ম কি শ্রেষ্ঠতর পদার্থ! মুনিকুমার সেই স্থানে ভুমিতলে শয়ন করিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল অবসন্ন হইয়া আসিল, বারম্বার কণ্ঠশোষ হইতে লাগিল; কিন্তু যখন যথার্থই প্রাণ যায় দেখিলেন তখন মনে করিলেন এ কি গন্ধর্ব্বতনয়ার অদর্শনে কি জীবন বহির্গত হইবে? যদি একান্ত মরিতেই হয়, তবে না হয় কিছুকালের নিমিত্ত তাঁহার সহিত সমাগত হই! শাস্ত্রকারেরা জীবনরক্ষার্থে এতাদৃশ অপ-

কর্ম্ম নিতান্ত দোষাবহ বলেন নাই। কিন্তু আমার ত আর চলৎশক্তি নাই, কিরূপেই বা তাঁহার সমাগম লাভ করি!

তাপসকুমার এইরূপে দুর্ব্বিষহ অনঙ্গশরে দগ্ধ-হৃদয় হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আঃ! প্রিয়জন-বিরহ যাদৃশ যন্ত্রণাবহ, এমন দুঃখ বুঝি আর নাই! ক্ষণপরিচিত গন্ধর্ব্বতনয়ার অদর্শনে আমার এই দুরবস্থা ঘটিল, না জানি, চিরপ্রণয়-বিরহে লোকের অন্তঃকরণ কিরূপ কাতর হয়! অনন্তর গন্ধর্ব্বকুমারীর সহচরীকে কহিলেন, তুমি এই স্থান হইতে ফিরিয়া যাও, গন্ধর্ব্বকুমারীকে বলিও, তাঁহার সে প্রফুল্ল-মুখারবিন্দ দর্শন ব্যতিরেকে, আর আমার এ জীবন রক্ষা হওয়া দুষ্কর! তাঁহার এই আসন্ন অবস্থা দেখিয়া গন্ধর্ব্বতনয়ার সহচরী ত্রস্ত হইয়া কহিল, ভগবন্! আপনি অল্পকাল একাকী এইস্থানে অবস্থিতি করুন, আমি সত্বরে প্রিয়সখীকে ইহার সংবাদ দিই। এই বলিয়া ত্বরিতবেগে সে স্থান হইতে প্রতিগমন করিল।

এখানে মুনিকুমার, হা ধর্ম্ম! আমি কেবল তোমার রক্ষার নিমিত্তই এত ক্লেশ সহ্য করিতেছি, এক্ষণে তুমিই রক্ষা কর। হা ধর্ম্ম! এক্ষণে তুমিই রক্ষা কর। এই বলিতে বলিতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

কিঞ্চিৎকাল পরে ইন্দুবদনা সেই স্থানে আসিয়া

উপনীতা হইলেন। দেখিলেন, মুনিতনয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর কি করেন; বিষণ্ণ বদনে ও একান্ত দুঃখিতমনে নানাবিধ আক্ষেপ করিতে করিতে আপন আবাসে প্রতিগমন করিলেন। প্রিয়ে! দেখ, কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই মনোভবের বিষমশরে এই মুনিকুমারের প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইল, তথাপি তিনি সাধ্য সত্ত্বে ধর্ম্মপরিচ্যুত হইতে পারিলেন না। শুনিয়াছি, আমার জননীও কেবল ধর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত, চিরকাল বিস্তর কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাঁহার অপরিসীম ক্লেশের কথা আমার হৃদয়ে এখ-নও জাগরূক আছে। ফলতঃ তিনি এতাদৃশ দুঃখে পতিত হইয়াও আপনার ধর্ম্ম-সঞ্চয়-কার্য্যে ক্ষণমাত্রও উপেক্ষা করেন নাই। অতএব প্রিয়ে! পিতা শুদ্ধ আপনার ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্তই যে বনবাসী হইয়া-ছেন, তাহাতে তুমি নিতান্ত দুঃখান্বিতা হইও না এবং আপনিও পুণ্যসঞ্চয় কার্য্যে কোনমতে উপেক্ষা করিও না।

চন্দ্রহংস, এইরূপে ইতিহাস-চ্ছলে বিষয়াকে স্বাভি-মত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া তৎকালে তাঁহার দুঃখিত অন্তঃকরণকে কথঞ্চিৎ শান্ত ও সুস্থির করিলেন এবং অবিলম্বেই কান্ত ও কামিনী কমনীয় শয্যায় শয়ন করিয়া সুখে যামিনী যাপন করিলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইবামাত্র চতুর্দ্দিকে লোক-জনের কোলাহল আরম্ভ হইল। বাটীর বহির্দ্বারের সম্মুখে পদাতিক, হস্তী, ঘোটক, রথ, শিবিকা প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে আসিয়া সমাগত হইতে লাগিল। মদন-কিশোর, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সমুদায় বিষ-য়ের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। পরে দ্রব্য সামগ্রী সুন্দররূপ আয়োজিত দেখিয়া ভারবাহীদিগকে সমস্ত লইয়া অগ্রসর হইতে কহিলে, তাহারা গমনে প্রবৃত্ত হইল; ক্রমে হস্তী ঘোটক প্রভৃতিও গমন করিতে আরম্ভ করিল এবং অন্যান্য পদাতিকেরাও যাইতে লাগিল। চন্দ্রহংস, শয্যা হইতে উঠিয়া মুখপ্রক্ষাল-নাদি করত, নমস্য ব্যক্তিদিগকে নমস্কার, সমবয়স্ক-দিগের সহিত প্রিয়সম্ভাষণ ও আলিঙ্গনাদি করিলেন, এবং দেবীমন্দিরে গমন পূর্ব্বক একে একে প্রতিষ্ঠিত দেবতা সকলকে প্রণাম করিয়া আসিলেন। মদন-কিশোরও গুরুজনদিগকে নমস্কারাদি করিলেন। এই রূপে ক্রমে বেলা চারিদণ্ড হইল। বিষয়া এক সুশো-ভন শিবিকায় আরোহণ করিলেন। চন্দ্রহংস ও মদনকিশোর এক উৎকৃষ্ট রথারূঢ় হইলেন। অনন্তর মদনকিশোরের আদেশানুসারে সারথি রথচালন করিল। তাঁহারা অগ্রে অগ্রে চলিলেন, বিষয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে রথ নগর, গ্রাম ও প্রান্তর প্রভৃতি সমস্ত অতিক্রম করিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। গগনমণ্ডল ধূলিধূসরিত ও রাজবর্ত্ম অন্ধকারময় হইল। এবং রথের গতি দর্শনে ভীত হইয়া দূর হইতেই সকলে বর্ত্মের পার্শ্বদেশ অবলম্বন করিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর যাইয়াই চন্দ্রহংস দেখিলেন, প্রিয়া নিতান্ত পশ্চাতে পড়িয়াছেন; অতএব সেই স্থানে রথের গতি নিবারণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে বিষয়া নিকটাসন্না হইলে তাঁহাকে আপনাদিগের রথের উপরে তুলিয়া লইলেন। অনন্তর সারথিকে আদেশ প্রদান করিলে, সে তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার রথ চালন করিল। এইরূপে সপ্তাহের পথ প্রায় তিন দিবসে অতিক্রম করিয়া পরিশেষে নিজ রাজধানী কৌণ্ডিন্য নগরে সমুত্তীর্ণ হইলেন।

চন্দ্রহংস, নগরে উত্তীর্ণ হইলেন শুনিয়া প্রজাবর্গ এককালে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইল। রাজভবনে ও অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগের আলয়ে নানাবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। প্রজারা প্রায় সকলেই চন্দ্রহংসের দর্শনলালসায় রথের সন্নিকটে সমাগত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রথ রাজভবনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে, চন্দ্রহংস ও মদনকিশোর অগ্রে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অমাত্য ধৃষ্ট-

বুদ্ধির এক জন মন্ত্রী অগ্রসর হইয়া চন্দ্রহংস ও মদনকিশোরকে রাজভবনের অভ্যন্তরদেশে লইয়া গেলেন। বিষয়া কতিপয় কামিনীজন সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিলেন। প্রজারাও ক্রমে ক্রমে আপন আপন আবাসে গমন করিল।

আহা কি সুখের দিন উপস্থিত! সে দিবস নানাবিধ কৌতুক, পরিহাস ও আমোদ আহ্লাদে মহাসমারোহে অতিবাহিত হইল।

অনন্তর অভিষেকের এক উত্তম দিন স্থির করিয়া ধৃষ্টবুদ্ধির অপর কয়েক জন মন্ত্রী মহারাজ চন্দ্রহংস যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, এই আনন্দজনক ঘোষণা নগরের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন। অভিষেক-দিবস উপস্থিত হইলে, চন্দ্রহংস, মহামহোৎসবে পুরোহিত ও প্রজাপ্রভৃতির সম্মতি ক্রমে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। রাজা চন্দ্রহংস রত্নসিংহাসনে সমাসীন হইলে, প্রজাজনেরা পরম আনন্দিতমনে তাঁহাকে আপন আপন করপ্রদান করিল। অভিষেক ক্রিয়াদি নিঃশেষে সমাপিত হইলে, বন্দারুগণ ও নর্ত্তক গায়ক প্রভৃতি সকলেই সাতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় হইল।

চন্দ্রহংস, সে দিবস কথঞ্চিৎ রাজকার্য্য সমাধান করত, প্রজাবর্গকে নানাবিধ আশ্বাস বাক্যে পরিতুষ্ট

করিয়া বিদায় করিলেন। অনন্তর পরদিনাবধি রাজনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া পরম সুশৃঙ্খলরূপে রাজকার্য্য সমাধান করিতে লাগিলেন। অনুচরদিগের মুখে কলিন্দের বন্ধনদশা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কারাবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। ধৃষ্টবুদ্ধি কর্ত্তৃক যে সকল প্রজার সমধিক ক্ষতি হইয়াছিল; রাজকোষ হইতে তাহার পূরণ করিয়া দিলেন এবং যে কিরাত, অরণ্যমধ্যে তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, তাহাকে আহ্বানপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাত রাজ্য দানের প্রস্তাব করিলে, সে তাহাতে অস্বীকার করাতে, তাহাকে প্রচুর ধন দিয়া বিদায় করিলেন। এইরূপে মহারাজ চন্দ্রহংস, স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পরম সুখে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে রাজার দুই সন্তান জন্মিল। প্রথমের নাম মকরাক্ষ ও দ্বিতীয়ের নাম পদ্মাক্ষ। কিছুকাল বিলম্বে সেই দুই সন্তান উপযুক্ত হইলে তাহাদিগকে সাম্রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক কখন কলিন্দভবনে কখন আপন শ্বশুরালয় সৌবাসনগরে ও কখন কখন নিজ রাজধানী কৌণ্ডিন্য নগরে বাস করিয়া অবিরত জগদীশ্বরের আরাধনা করত, সুখে ও নিরুদ্বেগচিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

CHANDRAHANGSA

A

TALE FROM THE JEIMINI BHARATA.

BY

KALIPADA VIDYARATNA.

চন্দ্রহংস।

জৈমিনি ভারত হইতে সংগৃহীত।

শ্রীকালীপদ বিদ্যারত্ন প্রণীত।

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র।

সংবৎ ১৯১৭।

বিজ্ঞাপন।

—০❋০—

মহাভারতের মধ্যে যেরূপ শকুন্তলা ও শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতির উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে। সেই প্রকার জৈমিনি-ভারতেও চন্দ্রহংস রাজার একটি মনোহর উপন্যাস আছে। এই উপন্যাস অত্যুৎকৃষ্ট ও অধিকতর মনোরম। আমার অনেক দিবস অবধি এই মনোহর উপাখ্যানটি বাঙ্গলা ভাষায় উত্তমরূপে সংকলন করিতে অভিলাষ ছিল; কিন্তু যদি সামান্য ব্যক্তির রচিত বলিয়া জনসাধারণের আদর পূর্ব্বক পরিগৃহীত না হয়, এই আশঙ্কায় এত দিন এবিষয়ে নিতান্ত পরাঙ্মুখ ও অকৃতযত্ন ছিলাম। পরিশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এই স্থির করিলাম যে, মহানুভাব ও গুণগ্রাহী সাধু ব্যক্তিরা ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর না করিয়া বিষয়বিশেষের প্রতি অবশ্যই অনুরাগ প্রকাশ করিবেন। ফলতঃ তাঁহাদিগের মহানুভাবগুণ যে আমার এই একান্ত ক্ষোভমূল আশাবৃত্তির উপর অখণ্ডিত রূপে আনুকূল্য করিবে তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি অনেক দিবস বিস্তর পরিশ্রম ও বিস্তর চেষ্টা করিয়া এই বিষয়টি সংকলন করিয়াছি; সংকলন বিষয়ে পরিশ্রম

করিতে সাধ্যমত ত্রুটি করি নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে যে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি ইহা কদাপি সম্ভাবিত নহে।

এই গ্রন্থ, অবলম্বিত উপাখ্যানের অবিকল অনুবাদ নহে; স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও স্থলবিশেষে নূতন বিষয় সকলও নিয়োজিত হইয়াছে এবং কোন কোন স্থান নিতান্ত অসংলগ্ন বলিয়া পরিত্যাগ করা গিয়াছে। এক্ষণে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া সকলে এক এক বার পাঠ করিলেই আমি চরিতার্থ হই।

অবশেষে বক্তব্য এই যে আমার পরম আত্মীয় শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহারই সংশোধনে ও আনুকূল্যে আমি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছি সন্দেহ নাই।

কোণনগর; শ্রীকালীপদ শর্ম্মা।
১০ই ফাল্গুন, ১২৬৭।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৮	প্রকর	প্রকার
৪১	২১	সুবর্ণাভিলিষণী	সুবর্ণাভিলাষিণী
৪৮	৮	ইহাকে	ইঁহাকে
৪৮	৯	ইহার	ইঁহার
৫১	২১	খঃদু	দুঃখ
৫৫	১১	পূনঃপূনঃ	পুনঃপুনঃ
৭০	১	আসিতে	আসিতে দেখিয়া
৮৬	৬	ভয়াকূল	ভয়াকুল
৯০	৫	দুঘটনা	দুর্ঘটনা
৯২	২২	অতএ	অতএব
১০৫	১১	ধৃষ্টবুদ্ধির,	ধৃষ্টবুদ্ধির
১০৮	১১	পূরঃসর	পুরঃসর
১১৪	১৫	হইল।	হইল !
১২৭	১৪	মনোযোগা	মনোযোগী
১২৯	১২	ফলকঃ	ফলতঃ
১০৬	১৪	হইবে না,	হইবে না।